# তাঁর চিঠি

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ


*Mobile: +8801787898470*
*+8801915137084*
*+8801674140670*

*Facebook Page :*

*Satsang Narayangonj, Bangladesh*


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

## কিছু কথা

**কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।**

**(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)**

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**'তাঁর চিঠি' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।**

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

# শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

## আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

## আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

## আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

**অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

**অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

**অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

**অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

**অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

**অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

**অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

**পুণ্য-পুঁথি**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

**সত্যানুসরণ**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

## সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

## ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

## দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

## দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

## দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

## দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

## দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

## দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

## কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

## কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

## কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

## নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

## নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

## নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

## নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

## ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

## অমিয় বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBDoYrC6t_sAYbtQmSXgoEcPneUKd

## অমিয় লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBTbYhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

## নারীর নীতি

https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXCB7xsSSHIYI-pSlC-U9h

## নারীর পথে

https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CJYJZ2U0TS-9q-fCVQ7ql3

## পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

## চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYSjolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

## তাঁর চিঠি

https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e

## আশীষ বাণী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IoohjFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktEbBS

## আশীষ বাণী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQqUekfH5Vr

## জীবন দীপ্তি ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqlnNSrNHl13QYiKOA_wEgu

## জীবন দীপ্তি ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz

## জীবন দীপ্তি ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrjW7ibm8_UpOsXeivq

## সুরত–সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YDVVxImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h

## শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

https://drive.google.com/open?id=1vszRjJSvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3-

## অখন্ড জীবন দর্শন

https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcvg2unJnjBn50Fnh3wUgkn99h

## The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

## The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

## The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

## The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

## The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

## The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

## The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

## The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

## The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

## Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

# তাঁর চিঠি

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ
সঙ্কলিত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড



প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৩২
পঞ্চম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৯৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ—বৈশাখ ১৪০৯

মুদ্রাকর:
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানি
৪৬/১ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা—৭০০ ০০৯

**Tnar Chithi**
Sri Sri Thakur Anukulchandra
6th Edition–May, 2002

# তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তনিঃসৃত কয়েকখানি চিঠি একত্র করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্ব্বে 'তাঁর চিঠি'র প্রথম সংস্করণে মাত্র চৌত্রিশখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ 'তাঁর চিঠি'র কলেবর প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সংস্করণে "সৎসঙ্গী" পত্রিকায় বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর চিঠিও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান তৃতীয় সংস্করণে আরও সাতখানা চিঠি মুদ্রিত হইল। জীবনের পথে চলিতে-চলিতে সৎসঙ্গের যে-সমস্ত সেবক তাঁহার সংস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন-পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক-একখানি চিঠি আলোক-বর্ত্তিকার মত কিরূপে কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা ছাড়া ভাষায় বুঝান অসম্ভব। জীবনের গূঢ় মুহূর্ত্তে তাঁর অমৃত লেখনী-নিঃসৃত প্রত্যেকটি চিঠি যেন জীবন্ত আবির্ভাব—তাঁহার ভাষার অননুকরণীয় তীব্র ভঙ্গিমা যেন তাঁরই তীব্র সুকণ্ঠের ঝঙ্কার, সর্ব্বোপরি যেরূপ অবস্থার জন্য চিঠিগুলি লিখিত তাহা যেন সেই-সেই অবস্থার আর্ত্ত মানবের জন্য আশা, উদ্দীপনার সুরে চিরন্তন কালের জন্য tuned হইয়া আছে। তাই এ চিঠিগুলি শুধু লিখিতে হয়—তাই লেখা নয়, বা কল্পনার ও ভাষার অলস জাল-বুনানি নয়, নৈরাশ্য ও দৌর্ব্বল্য-পীড়িতের সত্যিকার হাহাকারে মানবের অন্তরাত্মারই আশা ও উৎসাহের চির-নবীন অমৃত-সঙ্কেত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

# চতুর্থ মুদ্রণের কথা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত পত্রসম্ভার "তাঁর চিঠি"র চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল। তৃতীয় সংস্করণটি এই প্রকাশনায় অবিকলভাবে মুদ্রিত হ'য়েছে। এ গ্রন্থ পাঠককুলকে কল্যাণচেতনায় প্রবুদ্ধ ও সক্রিয় ক'রে তুলুক—পরমপিতার রাতুল চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮২
ইং ২৩। ৭। ১৯৭৫

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

# জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

মহাকালের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে উঠল ইং ১৯৮৭ সাল—পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পুণ্য জন্মশতবর্ষ। তাঁর শ্রীহস্তলিখিত পত্রাবলীর সংকলিত গ্রন্থ "তাঁর চিঠি"র বর্ত্তমান সংকলনটি এই মহালগ্নে শতবার্ষিক-সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রকাশক

# ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

'তাঁর চিঠি'-র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ৩ নং পত্রে পাঠককুলের সুবিধার্থে শব্দার্থ সংযোজিত হ'ল। মুদ্রণ প্রমাদ যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের ন্যায় 'তাঁর চিঠি'র বর্তমান সংস্করণও শান্তি, স্বস্তি ও স্বধা সমন্বিত জীবন চলনার প্রেরণাদীপ্ত আলোকবর্ত্তিকা রূপে সমাদৃত হোক—"তাঁর" শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

বন্দেপুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর
বৈশাখ, ১৪০৯

প্রকাশক
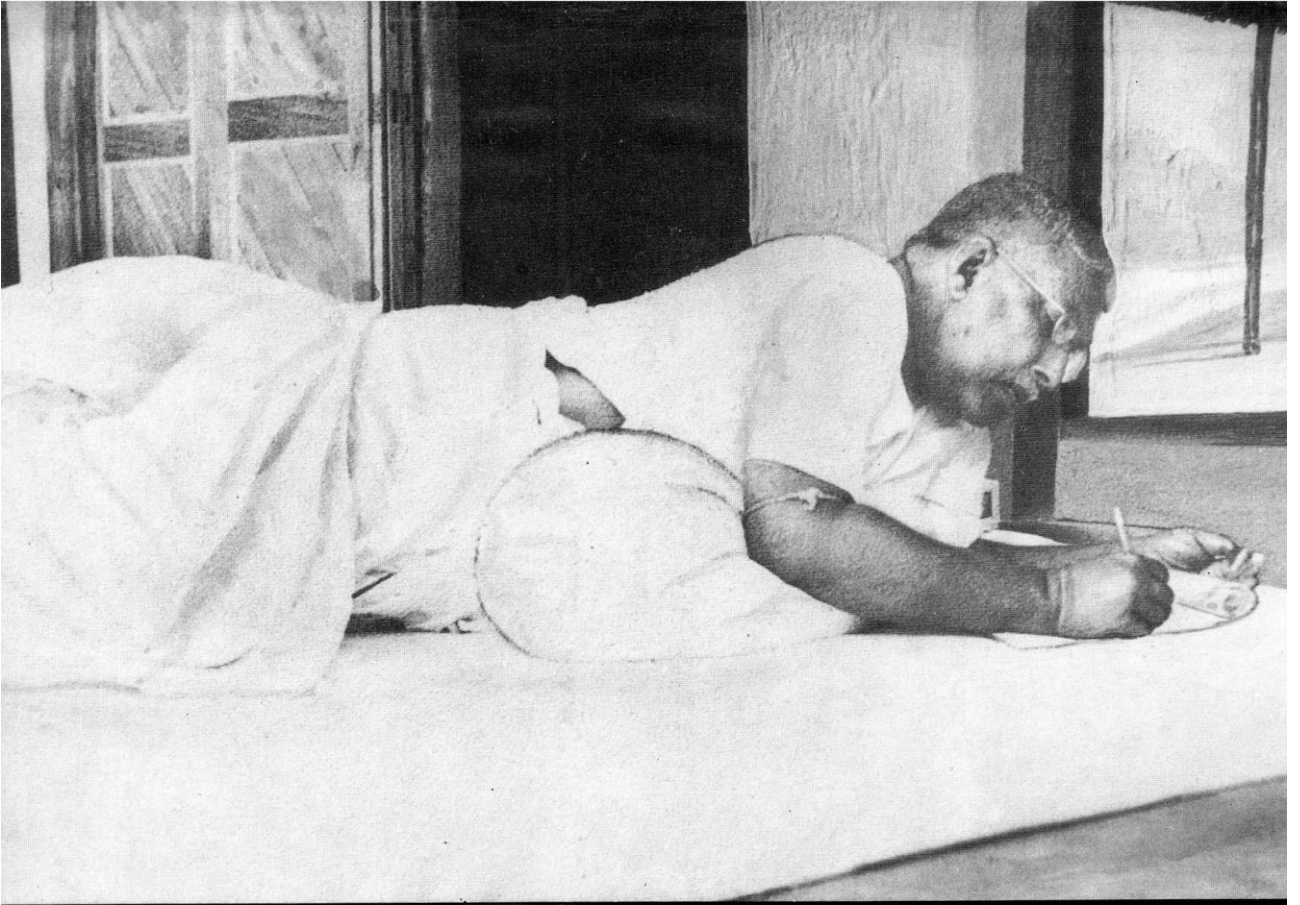
আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথার ভিতরেই খোরাক যদি হয়-
করায় বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
তমসাচ্ছন্নই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"

# তাঁর চিঠি

কৃষ্ণদা,

ভারতের অবনতি (Degeneration) তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান অসীম হ'য়ে উঠেছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। তাই বলি,

ভারত! যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে, জগতের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও,—আর তাদেরই স্বীকার কর, যারা তাঁকে ভালবাসে; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।

দীন

"আমি"

২

আমার অশ্বিনীদাদা,

আর যদি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়—তা' পরহিতায়। হৃদ্‌পিণ্ডটা যদি গলিয়ে দিতে হয় ত' ভালবেসে। কেবল চাই ভালবাসা, কেবল ভালবাসা—আপনারটির মত অন্যেরটি। ত্যাগটা মজ্জায়-মজ্জায়—ঠিক-ঠিক ভালবাসাতেই ত্যাগ। হাজার বৎসর তপস্যার ফল না চাইতেই দাসী হ'য়ে এসে সেবা করবার জন্যে সেধে বেড়াবে—অমনি বলা নাহি মাঙ্‌তা।

সুখ যদি এস—তা' চিরদিনের মত এস, নতুবা দুঃখই চাই, আর সিংহবিক্রমে কর্ম্ম চাই। অক্লান্ত পরিশ্রম—কেবল এগিয়ে যাওয়া, বিশ্রাম-ধ্যান-সুমিরণ-ভজনে। ইতি—

আপনারই—

দীন

"আমি"

দাদা আমার!

মহাকর্ম্মের মহাযজ্ঞের পুরোহিতের আসন আপনি নিতে বসেছেন, আর আপনি আপনার আশা বা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি কার কাছে পেতে চাচ্ছেন? আপনি যদি বিশ্বাসের গভীরতম স্থানে না দাঁড়াতে পারেন, তবে কি-ক'রে শক্তির অধিকারী হবেন? আপনি যদি ঝড়-বাতাসে অটুট না থাকতে পারেন তবে কি-ক'রে আশা করেন আপনার উপর যা দাঁড়িয়ে থাকবে তা' ঠিক থাকবে? আপনি পড়লে তারা ভেঙ্গে চুরমার হবে আপনি কি তা' জানেন না?

দাদা, শব্দ প্রতিহত না হ'লে কি প্রতিধ্বনি হয়? শব্দ যত শক্তিশালিনী হবে প্রতিধ্বনি তত স্পষ্ট হবে, তা' তো জানেন? মানুষ বিশ্বাসের যত গভীরতর দেশ স্পর্শ করে সে তত শক্তিশালী হয়, আর তার ভাব ও ভাষাও তেমনই শক্তিশালিনী হ'য়ে দাঁড়ায়; তখন তা' প্রত্যেক হৃদয়কে গভীরভাবে আঘাত করে, আর তখন প্রত্যেক হৃদয় পাগল হ'য়ে তার প্রতিধ্বনি করে। তা' না হ'লে—সিদ্ধ না হ'লে—বিশ্বাস মজ্জাগত না হ'লে মনের কল্পনা মনে উঠে মনেই লয় হয়, জগতে তার সাড়া পাওয়া যায় না, আর তা'তে কাজও খুবই কম হয়। দাদা, যদি দেখেন আপনি আপনার ভাবের সাড়া পাচ্ছেন না, তখনই জানবেন আপনার ভাব বা ভাষা শক্তিকৃত[১] হয় নাই; অবিলম্বে তাকে সিদ্ধ ক'রে তুলুন, নতুবা কাজ হবে না—সব পণ্ড হ'তে পারে। গুরুগোবিন্দের কথা তো জানেন, দাদা! তিনি কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে বিশ্বাসকে মজ্জাগত করবার জন্যে—সংশয়কে ছিন্ন ভিন্ন করবার জন্যে—সিদ্ধির—শক্তীকৃত[২] হবার জন্যে কি

---

টীকা - ১. শক্তিকৃত — শক্তি দ্বারা গঠিত (ভরপুর), শক্তি সমন্বিত
২. শক্তীকৃত — যা শক্ত ছিল না তাকে শক্ত (শক্তিমান) করে তোলা হল।
(শক্ত + অভূত তদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ক্ত)

গভীর সাধনাই না করেছিলেন? তাই, অমনতর জাতি সৃষ্টি হয়েছিল—কত ঝড়-বাতাস-বিপত্তিতে একটু কাঁপে নাই।

যদি সত্যি-সত্যি অবিশ্বাস, সংশয়, নিরাশা ইত্যাদি আপনাকে ঘিরে ফেলে থাকে, দুর্ব্বলতার আক্রমণ যদি আপনি সত্যি-সত্যিই ব্যর্থ না করতে পারেন, তবে দাদা আমার-চলে আসুন, সাধনা করুন; পরমপিতার ইচ্ছায় আমি আপনাকে প্রাণপণে সাহায্য করতে চেষ্টা করব। আর যদি আপনি মুক্ত জেনে থাকেন, তবে পত্রপাঠ আমাকে চিঠি লিখবেন, আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠবে।

আমি তো বলেছি, দাদা, রীতিমতভাবে নাম সাধতে গেলে প্রথম-প্রথম হৃদয়ের আবর্জ্জনাগুলি ভেসে ওঠে—সংশয়, দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। কিন্তু তা'তে নজর দিতে নাই, তাতে attached হ'তে নাই, কারণ সেগুলি মলিনতা—যা মনকে মেঘ-মলিন অন্ধকারময় ক'রে রেখেছিল; ওর সাথে attached হ'লে মন আবার মলিন হ'য়ে ওঠে।

তারপর, সূর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্বে যেমন মেঘগুলি টুকরো-টুকরো হ'য়ে কেটে যায় এবং সূর্য্যও প্রকাশ পায়, আকাশও মেঘমুক্ত হয়, এ-ও তেমনতর; নাম করতে মনের কুমেঘগুলি টুকরো-টুকরো হ'য়ে কেটে যায়, অমনি ধীরে-ধীরে নাদেরও উদ্বোধন হয়—আর আস্তে-আস্তে সমস্ত তত্ত্বগুলিই প্রকট হয়।

চাই, দাদা, গভীর বিশ্বাসের সহিত সাধনা। দাদা আমার, না তাকালে কি দেখা যায়? সাধনা কি সংশয় নিয়ে চলে, আর সংশয় থাকলে কি সাধনা কর্ত্তেই ইচ্ছা করে?

একটু বিশ্বাসের সহিত—ভক্তির সহিত আর একটু আকুলতা নিয়ে নাম করলে সব খুলে যায়, সব বুঝা যায়, সব করা যায়—ইহা অতি নিশ্চয়। পত্রপাঠ আপনার সফলতার সংবাদে বাধিত এবং আনন্দিত করতে ভুলবেন না—এই প্রার্থনা। ইতি—

# ৪

ভাই!

মনে ভাবি বিষম ইন্দ্রিয় রিপু ভয়,
হাফেজ বিমুখ কেন করিতে প্রণয়?

মানুষ তো দুর্ব্বলই, মন তো কলঙ্কে ভরাই। তাই ব'লে তাঁর নাম করতে, তাঁর সঙ্গে প্রণয় করতে কেন বিমুখ হবে? তুমি কেন দুর্ব্বল ব'লে, কলঙ্কিত ব'লে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটবে না? হও তুমি ছোট, তা'তে ক্ষতি কি? তুমি অন্ধকারময় হ'লেও তাঁর স্পর্শে আলোকিত হ'য়ে পড়বে, কারণ তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তুমি দুর্ব্বল তা'তে কি হ'লো? আলিঙ্গন কর পরমপিতাকে, নির্ভয় হও। তাঁকে স্পর্শ কর, তুমি পরম শক্তিমান হবে। ভাবনা কি? তিনি শক্তিস্বরূপ। তুমি তোমার কলঙ্কের অনুসরণ ক'রো না; আর সব দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাঁরই অনুসরণ কর, মুক্তকলঙ্ক হ'য়ে পরম জ্যোতিষ্মান্ হবে সন্দেহ নাই। তুমি তোমার আলোচনা ক'রো না, বরং নিয়ত তাঁরই আলোচনা কর; তা'তে তোমার স্বভাব অজ্ঞাতসারে সৎ হ'য়ে পড়বে সন্দেহ নাই। তুমি তোমার দোষগুলি মুক্তকণ্ঠে ব'লে ফেল; তা'তে তোমার দোষগুলি লজ্জা পেয়ে তোমাকে ত্যাগ করতে পারে। ভয় খেও না, মরিয়া হ'য়ে তাঁরই অনুসরণ কর; তা'তে তাঁর জ্যোতিঃ তোমাকে ছেয়ে ফেলবে—তুমি মুক্ত হবে। মনের কথা খুলে হামেসা চিঠি লিখো, খারাপ কিছুই লুকিও না। তাঁর আলোচনায় মত্ত থাকতে চেষ্টা ক'রো, আনন্দে দিনগুলি কেটে যাবে। তোমাদের বাড়ীর খবর কি? তোমাদের শরীর কেমন আছে? চিঠি লিখতে ভুলো না।

ইতি—

## ৫

জ্ঞানদা,

ও কি—জ্ঞান্‌দা!

"জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?"

আমাদের তো এ এলিয়ে পড়বার সময় নয়—শুধু অবসাদে গা ঢেলে দিয়ে রোদন করবার সময় নয়! এখন এ তীব্র সাধনার, তীব্র কর্ম্মের দিন এসেছে। সমস্ত ক্লীবত্বকে তাড়িয়ে দিয়ে লেগে যেতে হবে—ঝাঁপ দিতে হবে—প্রবল মহান্ কর্ম্মসাগরে, দুর্দ্দশার ভয়ে এলিয়ে পড়লে চলবে না তো জ্ঞান্‌দা! এখনও যদি ভাব্‌বার অবসর খুঁজি, এখনও যদি হিসাব-নিকাশ করি লক্ষ্যতে পৌঁছিবার বিরুদ্ধে,—তবে কি আর নিস্তার-আছে? অবহেলায় খেয়াখানি হারিয়ে ফেলব, তখন সব রোদনই অরণ্যে রোদন হ'য়ে উঠবে। তাই বলি—

"ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ,
দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণ পণ, যাক্ কায়া।।"

খুব নাম করুন, তাঁর চিন্তায় ডুবে থাকুন, সর্ব্বভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হউন; আর আপনার কথাবার্ত্তা, আদব-কায়দা, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি দিয়ে—হৃদয়ের সহিত ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ত্যাগ ক'রে—কেবল তাঁকেই, জ্ঞান্‌দা, কেবল তাঁকেই প্রচার করুন, আমাদের যে তাঁরই মন্ত্রে পৃথিবী কেন বিশ্বকে দীক্ষিত করতে হবে।

আপনারই—
দীন
"আমি"

**লক্ষ্মী মেয়ে,**

তা'তে কি হয়েছে? তুই কি জানিস্‌নে—

"যদ্যপি নির্দ্দোষী তুমি, কা'রে তব ভয়,
আছাড়ে রজক ম্লান বসননিচয়!"

কত লোকে কত বল্‌বে বলুক,—তা'তে তুই বুকভাঙ্গা হোস্‌নে, কারণ, লোকে তোকে না জানতে পারে কিন্তু তুই তো তোকে জানিস যে তুই নির্দ্দোষী,—আর তোর দেবতা তো তোর বুকছাড়া হয়নি—তিনি তো তোকে জানেন! আর কি চাই, লক্ষ্মী মেয়ে? লোকে যা ইচ্ছে তাই বলুক না, জিজ্ঞাসা করলে মিষ্টি ভাষায় বেশ ক'রে ব'লে দিবি,—তা' লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক।

দুঃখ দেখে দুঃখ করিস্‌নে মেয়ে—তাঁর দেওয়া ব্যথা যে বড় মিষ্টি, তাঁর আঘাত যে বড় কোমল, কারণ তা'তে যে তাঁর স্পর্শ আছে। তাঁর অনাদর, তাঁর অবহেলা মনটাকে যে তাঁর চিন্তায়ই অবশ ক'রে ফেলে—তা' কি চাস্‌নে মা? ব্যথার সুখ যে কেবল তাঁর দেওয়া ব্যথায়ই আছে। তাঁর বিরহ কি তাঁর জন্যই মনপ্রাণ পাগল ক'রে তোলে না? তাই মা, সে যতই কঠোর ততই মিষ্টি; তাই কবি গেয়েছেন—

"তোমার দেওয়া বেদনার দান,
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"

সত্যই মা, কষ্টের সাগরে ডুবে থেকেও যদি তাঁকে বুকে ক'রে রাখতে পারা যায়, তার চেয়ে আর সুখ বুঝি হতেই পারে না।

তাই মা, তাঁর পথে চলবি তাঁকে বুকে নিয়ে, সে বড়ই মিষ্টি—সে বড়ই ভাল।

মা আমার, দুনিয়ার সমস্ত মোহ-ই বাঁধন সৃষ্টি করে, কিন্তু মানুষের তাঁ'তে যে মোহ হয় তা' মুক্তিকেই দাসী ক'রে রাখে। আর-সব অহঙ্কারই পতন এনে দেয় কিন্তু তাঁর-অহঙ্কার উত্থানকে আলিঙ্গন করে। তাই—

"সকল গর্ব্ব দূর করি দিব
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।"

মা আমার! ঠিক ভেবেছিস্—তাঁর ইচ্ছার সাথে ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিতে পার্‌লেই সে-ইচ্ছাকে মানুষ বেমালুম আত্মসাৎ কর্‌তে পারে। তিনি যেমন রাখেন তা'তেই খুশি থাক্‌তে পারলেই তো একদম বাজিমাৎ। যেমন খাওয়ান তেমনি খাওয়া, যেমন পরান তেমনি পরা, যেমন রাখেন তেমনি থাকা,—তা' হ'লেই আর কি!

মা! তোর শরীর কেমন আছে লিখ্‌বি। আর এমনি ক'রে মাঝে-মাঝে চিঠি লিখে এ হতভাগাকে সুখী কর্‌বি তো মা? এখানে সকলেই পরমপিতার কৃপায় ভালই আছে—এ শরীরটাও মন্দ নাই।

আঃ

তোমার

"আমি"

## ৭

**সুশীলদা,**

কি হবে দাদা বাহিরের গোলমাল দমন ক'রে! গোলমাল দমন করতে গিয়ে আমরা-শুদ্ধ গোলমাল হ'য়ে যাব। আমরা চাই তাঁকে নিয়ে মেতে থাকতে,—তা'তে যা হয় হোক্। আমরা কিছু দেখব না—দেখব কেবল তাঁকে, কোন কথাই শুনবো না—শুনবো শুধুই তাঁকে, তা' না দাদা? তাই ভাল নয়? বাহিরের গোলমাল তো আমাদের সুখী কর্‌তে পারে না, শান্তি দিতেই পারে না। আর যখন তাঁকে শুনে তাঁকেই ছুঁয়ে তাঁ'তে ডুবে সুখী হই, তবে বাহিরের গোলমালে কান দিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত কর্‌ব কেন? তা' নয় দাদা?

কেমন আছেন দাদা? মা, আমি ভালই আছেন ও আছি। আমার আন্তরিক 'রা' জানবেন ও আর আর সকলকে জানাবেন।

আপনাদেরই—

ছোট ভাই

"আমি"

## ৮

কল্যাণীয়াসু,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া যে কতদূর সুখী হইলাম তাহা আর এই সামান্য পত্রে কি জানাইব। আশা করি, এইরূপ বিনা প্রতিদানে পত্র লিখিয়া সুখী করিতে ভুলিবে না। সংসারে সকলই নূতন। মনে ক'রে দেখ, কাল তুমি কেমন ছিলে আজ আবার কেমন হইয়াছ! আমি কাল বা কেমন ছিলাম আজ আবার কেমন হইয়াছি! আমাদের বাল্য, কৈশোর কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমরা কিছুই ঠিক পাই নাই। সংসারে বাহিরের সকলই নিত্য নূতন—সকলই পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা দেখিতেছ কাল আর তাহা দেখিবে না। রূপ যৌবন অর্থ সম্পত্তি আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাহা-কিছু বল-না বা দেখ-না, আজ যাহা বলিবে বা দেখিবে কাল আর তাহা বলিবে না বা দেখিবে না। সংসার চির-নূতন বা চির-পরিবর্ত্তনশীল, তবে বল দেখি কিসের পরিবর্ত্তন নাই? পরিবর্ত্তন নাই আত্মার। তুমি-আমি যখন গর্ভে ছিলাম, প্রাণ বা আত্মা তখন যেমন ছিল আজও তেমনই আছে। এই আত্মাই এ বিশ্ব-সংসারে প্রধান কর্ম্মী। এই আত্মার যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং চিরকালই ঘটিবে। এই আত্মার মিলনই বিবাহ, বিচ্ছেদই বিরহ।

চির-পরিবর্ত্তনশীল মনকে যদি অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া চির-স্থির প্রাণের সহিত একত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিশাইয়া রাখিয়া যদি ভালবাসা যায়, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে এবং সেই ভালবাসার সহিত-ই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান থাকে। সে-ভালবাসায় কামের ঘৃণিত লালসা নাই, সে-ভালবাসায় ক্রোধের করাল মূর্ত্তি নাই, সে-ভালবাসা লোভশূন্য, সে-ভালবাসা মোহের ফাঁদে জীবকে জড়ায় না, সে-ভালবাসায় নিম্নাকর্ষণকারী মায়া নাই, সে-ভালবাসায় কেবল ভালবাসা—নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা। সে-ভালবাসায় বিশ্ব বিকশিত হয়, সে-ভালবাসায় বিরহ নাই, ভেদ নাই—সে-ভালবাসায় স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ এক হ'য়ে যায়; দেবতাগণের

যত পৃথিবী আছে সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও তাহাতে বিরহ আনিতে পারে না, যদি ভালবাসিতে হয় তবে ঐরূপ ভালবাসাই উচিত।

তুমি সাধ্বী সতী স্বামীপরায়ণা, তোমাকে আর আমি কি শিক্ষা দিব বরং আমিই তোমার নিকট তোমার স্বামীভক্তি শিক্ষা করার উপযুক্ত। পার তো তুমিই আমায় যতদূর পার চালাইয়া লইও।

যে-স্ত্রী স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়া স্বামী-সেবা দেব-সেবা মনে করিয়া স্বামীর সুখে সুখিনী, স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হয়,—যে রমণী স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না—এমন দেবীর নিকট আমার অনেক শিক্ষার আছে। তবে আজ যাই।

আমার কয়েকটি কথা :—

১। নিজে স্বার্থশূন্য হইয়া পরোপকারে যত্নবতী হইও। পরোপকার-তুল্য আর জগতে কি আছে?

২। মিথ্যা কথা ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। জানি তুমি মিথ্যা বল না, তবুও মানা করিলাম।

৩। গুরুজনকে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিও।

৪। কখনও কোন প্রাণীকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট কিংবা প্রহার করিও না।

৫। রমণীর সতীত্ব রক্ষার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। প্রাণ দিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিবে।

৬। মনকে সর্ব্বদা শান্ত ও নির্ম্মল রাখিতে যত্নবতী হইও।

৭। কর্ত্তব্য প্রাণপণে পালন করিবে।

৮। চিন্তায় তোমার ভগবান্‌কে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিবে।

৯। নিজের শরীর ভাল রাখিতে চেষ্টা করিও এবং অন্যের শরীর যাহাতে ভাল থাকে তাহা করিও।

১০। অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে
নুয়াইও শির কহিও কথা,
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা।

বাবা ও মাতাঠাকুরাণীর শরীর কেমন আছে লিখিও; তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষায় যত্নবতী হইও।

আমি একরকম আছি, তুমি কেমন আছ? তবে আমি যাই?

ক্ষমাশীলা হইতে বিশেষ যত্নবতী হইও। ক্ষমাশীলা সংসারে সুখিনী হয়।

তোমার

শ্রী ................।

## ৯

কেষ্টদা,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।

পদস্খলনটা তো আশ্চর্য্য নয় দাদা, তাও এই আপনার-আমার মত মানুষেরই হ'য়ে থাকে। বাধা আছে, তাই তা' অতিক্রমের আনন্দ মানুষকে ধন্য ক'রে তোলে। যে, দাদা, প্রলোভন জানে না বা দেখে নাই সে প্রলুব্ধ মানুষকে উত্থানের কথা কী শোনাবে? তাই দাদা, কবীর বলেছেন—

উত্থানেরই পতন আছে,
কবীর কহে সাধু—
ভক্তিটাকে ছাড়িস্‌নে তুই কভু।

পদস্খলনটা তো দুর্ব্বলতাই কিন্তু তা'তে আত্মবলি হওয়া আরও দুর্ব্বলতা, আর সে-ই বীর যার একবার পদস্খলন জন্মের মত পদস্খলনের পথ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে।

দাদা আমার! কাম-শত্রু তাড়ানর উত্তম মন্ত্র মাতৃভাবে মা-ডাক। যেখানেই দেখবেন কাম আপনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ছোটবার আর কোনও উপায় নাই সেখানে—আর কিছু নয় দাদা—ভাবে পাগল হ'য়ে উচ্চৈস্বরে বলুন—মা! আমি তোমারই সন্তান মা, আমায় রক্ষা কর,—আর বার-বার ডাকুন মা মা মা—আর তেম্‌নি চোখে দেখুন,—জড়িয়ে ধ'রে একদম কোলে চেপে বসুন, দেখবেন সব ফর্‌সা—একটা নূতন জগৎ আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, অম্‌নি ফিরে আসুন আর বেলতলায় যাবেন না যতক্ষণ ভয়টা না কেটে যায়।

দাদা! যদি আপনার পিতার নিকট আপনার অন্যান্য ভাইরা থাকেন আর আপনি সুবিধা করতে পারেন, তবে রামচন্দ্রের মতন—পিতার মৃত্যুকেও উপেক্ষা ক'রে পিতারই জন্য—চ'লে আস্‌তে চেষ্টা করুন আর তা' যত শীঘ্র পারেন—এমন কি এখনই।

কিন্তু দাদা সাবধান! ওদিকে সব রকম অসুবিধা ক'রে আসবেন না, ওরা আপনার অভাবে কষ্টে বা খুব বিপদে না পড়ে; আর যদি বিশেষ অসুবিধা না হয় তবে এখনই চ'লে আসতে চেষ্টা করুন।

মায়ের চিঠি পেয়েছি, তাঁকে আমার কথা বলবেন।

—র জ্বর, —ন এখানে আজ ক'দিন হ'ল আছে। —নন-দা আজ এসেছে। আমার 'রা' জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—

দীন

"আমি"

# ১০

দেশবন্ধু,

দাশদা' আমার!

অনেক দিন দেখিনি দাদা আপনাকে। মাঝে-মাঝে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে, দেখবার প্রলোভনটা থামিয়ে দিতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

শুনলেম্ আপনি ফরিদপুর আসচেন। ফরিদপুর আর পাবনা বেশী দূর নয়কো। আপনার কি আমার কাছে আসতে খুব কষ্ট হবে দাশদা'? আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা করে গোটাকত দিন আপনাকে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করি; পরমপিতার দয়ায় তা'তে বোধ হয় আপনারও শরীর ভাল হবে।

আপনি এলে সুশীলদা'রাও সুখী হবেন, সবাই সুখী হবেন। এঁদের বহুকষ্টের প্রতিষ্ঠানগুলিও ধন্য হবে দাদা! কত নিন্দা, কত কলঙ্ক, কত অনটন-অপবাদের পাহাড় ঠেলে, অকৃতজ্ঞতার নদী সাঁতরিয়ে এগুলি করেছেন এঁরা—আপনি এলে সার্থক হবে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌বে—বুকে আগুন চাপা দিয়ে কাজে লেগে যাবেন এঁরা বোধ হয়।

—জীও নাকি বাঙ্গালা-ভ্রমণে বেরুচ্ছেন, তাঁকে এখানে আসবার অনুরোধ করা এমন সাহস আমার নাই, আর কাহারও এখানে আছে কি না জানি না—আপনার দয়া যদি তাঁকে আন্‌তে পারে।

আমি, জানি দাদা, আপনাদের কাছে চিঠি লিখবারই উপযুক্ত নই—তবে আপনি—এই আমার সাহস, আর যে-ই হই বা যাহাই হই—সবারই গর্ব্ব আপনি—আমার তো নিতান্তই তাই—আমার আরও করে।

শুনেছিলাম মাঝে শরীরটা আপনার একটু ভালই হয়েছিল, আবার জ্বর হয়েছিল; এখন কেমন আছেন দাদা? —ল ও আমার মায়েরা বোধ হয় পরমপিতার কৃপায় শারীরিক ভালই আছেন। আমার আন্তরিক 'রা' জানবেন দাদা।

আপনারই—

দীন

"আমি"

# ১১

**হ্যাঁ মা,**

অনেকটা তাই—

যতদিন আমি আছি ততদিন তুমি-ব'লেও কিছু আছে, আজ আর কাল ব'লেও কিছু আছে—যতদিন, ততদিন মা ছুটাছুটির শেষ কোথায়? যদি এমন কোন মুহূর্ত্ত আসে তাঁ'তে আমরা আত্মহারা হ'য়ে যাই, তখনই—কেবল তখনই মা আমার, তাঁর জন্য ছুটাছুটি খতম হবে;—আর সেইদিন আমরা আমাদের এই আমিটির সঙ্গে-সঙ্গে আমি তুমি দেশকাল ইত্যাদি যা'-কিছু তা'তে জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলব, আর তা'তেই আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাবে।

দ্যাখ্ মা আমার, আমরা তাঁর জন্য যতখানি আত্মহারা হব তাঁকে আমরা ততখানি পাব। তাই মা, আমাদের তাঁকে পেতে হ'লে তাঁর জন্য যেমন-করে'ই-হোক্ আমাদের আত্মহারা হতেই হবে।

কেমন আছিস? তবে যাই মা। আমার 'রা'।

তোদেরই সন্তান
"আমি"

## ১২

গোপাল!

পাইতে—করাকে-ই অনুসরণ করিও—শুধু বিবেচনা পাওয়াকে অনেক সময় অবশ করিয়া তোলে।

"আমি"

# ১৩

অটল,

সকল সময় সকল ভাবে গুরুতে বিশ্বাস অটল রাখিও, কিছুতেই হটিয়া যাইবে না, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমার সেবা করিবেই করিবে।

তোমার শরীর মন প্রাণ তাঁর কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রাখিও—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও তাহা করিতে চেষ্টা করিও—দেখিও কৃতকার্য্যতা একদিন তোমার দাসী হইবেই হইবে।

তাঁহার প্রদত্ত তাড়না নির্য্যাতন নিন্দা অপমান ইত্যাদি অম্লান-চিত্তে সাদরে আজীবন গ্রহণ করিও, চিরদিন পবিত্র ও নির্ম্মল থাকিবে।

অল্প কথা বল তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু মানবের হৃদয় বুঝিয়া কথা বলিও, কেহ অন্যায় করিলে বিষাক্ত হইয়া উঠিও না; যে কথা ও ব্যবহার তুমি চাও না তাহা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিও না, দেখিবে লোকেশ্বর হইয়া লোকপূজা পাইবে। লোকের যা'তে হিত হয় তাহা করা-ই বা কহা-ই সত্য।

অহঙ্কারী হইও না, ভাবিও না তাঁর উপকার করছ কিংবা কর্ত্তা-বুদ্ধি এনো না—তাঁর সব তা'তে রাজী থেকো—কখনই পতন হবে না।

কামিনীতে স্ত্রী-বুদ্ধি এনো না, স্থির মাতৃবুদ্ধি রেখ, অধঃপাতে যাবে না;—যত পার এর সাথে তাঁর নাম ও চিন্তা নিয়ে থেকো—উন্নত হবেই হবে।

তোমাদেরই—
দীন
"আমি"

# ১৪

যতীনদা,

কুছ্ পরওয়া নেই, চাই শুধু অটুট বিশ্বাস নিয়ে লেগে থাকা, জল্‌দিবাজি বিরক্তিকে ডেকে আনে। আপনার হৃদয়-মুল্লুকে যেন ও-সব কিছুই ঢুকতে না পারে।

কবি বলেন—

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও
হেরি দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কা'র
পূরে মনোরথ?

চলুন দাদা নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে,—যত পারেন ক'রে যান—যা' হওয়ানর প্রয়োজন তিনিই হওয়াবেন—

যদি কম আয়াসে —কে ৪।৫ হাজার টাকা একযোগে দিতে পারেন দেবেন, দেখবেন মন যেন তার জন্য বিধ্বস্ত না হয়, এই আমার কথা। এটা আপনার নির্ঘাতই করণীয় তা' নয়কো কিন্তু, তবে তার বড়ই উপকার হয়, আর এর তুলনা নেই। আমার মা, খুকু-মা, সাধনা-মা আর আমার আর-আর মায়েরা কেমন আছে দাদা? সবাইকে আমার আন্তরিক 'রা' জানাবেন, আপনি আমার আন্তরিক 'রা' জানবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

# ১৫

মা,

আজ কয়েকদিন হ'ল তোর চিঠি পেয়েছি, মা! আজ-কাল ক'রে আর নানা রকমে বিব্রত থাকায় তার উত্তর দিতে পারি নাই। ও মা! ছেলে দোষ করেছে ব'লে তাকে কি তুই ক্ষমা করবি না মা?

যদিও জানি দুনিয়ায় মা-ভিন্ন আমার মূর্ত্ত আশ্রয় কিছু নেই, তথাপি কেন যেন আমি বড় অবাধ্য; ভরসা আমার—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়।"

দ্যাখ্ মা, জন্মিলেই তার কালের বেত্রাঘাত সইতে হবেই, আর যতই মা আমরা বেতের দিকে নজর রাখব ততই জর্জ্জরিত হব কিন্তু, সেই মা চতুর, সেই মা ভাগ্যবান্ যার মন পরমপিতায় মুগ্ধ; কারণ, কশাঘাত তার মনকে স্পর্শ করতে পারে না; তাই আঘাতের ব্যথাও অনুভব করতে পারে না,—তার আঘাতের মত আঘাত চল্‌লেও পিতার আনন্দে অটুট থাকে—ভ'রে থাকে।

আমার ন'দা কেমন আছেন মা? তাঁর হাতের চিঠি অনেক দিন পাইনি। ছোটর কথা তাঁর স্মরণ আছে তো মা? তাঁর অসুখ কেমন মা?

রাণীমা কেমন আছেন? তাঁরও শরীর বোধ হয় এখন ভাল হয়নি?

দ্যাখ্ মা, আমারও পেটটা তত ভাল নেই, কেমন যেন অসুস্থতা লেগেই আছে।

*　　　*　　　*

ও-মা, দ্যাখ্, অল্পদিন হ'ল আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম, গিয়ে কিন্তু সেবারকার মত এবারও জ্বর হয়েছিল।

তোর শরীর কেমন আছে মা? আমার নরেশদা ও রাণীমা কেমন আছেন? আমার আন্তরিক 'রা' জানিস্, ন'দা ও রাণীমাকে জানাস্।

ও-মা!

তোর একটা

অধম-অবাধ্য

সন্তান

"আমি"

## ১৬

মা আমার,

অনেক দিন কোন খবর পাইনি। ভো—এখন বোধ হয় ভালই আছে। অনেক দিন তোদের দেখিনি মা! আমার কেন যেন তোদের দেখবার নেশাটা বেড়ে গেছে মা! খুব দেখতে ইচ্ছা করে,—ভোম্বলের, দাশদা'র মুখ মনে পড়ে আর প্রাণটা কেমন আকুল ক'রে ওঠে মা! আর আমিও তোদের ছেলেই, তাই আবার আব্‌দার করতেও ইচ্ছা করে কিন্তু চিঠি লিখি এ সাহস আমার বড়ই কম।

আবার কবে আসবি মা? দাশদা'কেও একখানা চিঠি লিখ্‌লাম। ফরিদপুর যদি আসেন তবে যদি অসুবিধা বেশী বা বিশেষ না হয় একবার দয়া ক'রে এখানে আসতে। ও-মা, তোরা একবার এলে দাশদা'রও শরীর পরমপিতার দয়ায় ভাল হ'তে পারে।

তোদের শরীর এখন কেমন আছে মা? এখানে সবাই পরমপিতার কৃপায় একরকম সুখে-দুঃখে ভাল আছে। ভোম্বল কেমন আছে মা? খুকিরা কেমন আছে? আর-আর সকলে ভাল আছে তো মা?

আমার 'রা' জানিস্ মা, দাশদা' ও ভোম্বলকে জানাস্।

তোদেরই—
দীন অকৃতী
সন্তান
"আমি"

## ১৭

গণেশী ভাই,

আজ ক'দিন হ'ল তোমার একখানা পোষ্টকার্ড পেয়েছি।

আজ ক'দিন হ'ল জ্বর হয়েছে ভাই? ডাক্তাররা কি ম্যালেরিয়া জ্বর বলেন? কি ঔষধ খাওয়া হচ্ছে?

ভয় কি ভাই? তাঁর চরণে অটুট বিশ্বাস রাখ—দেখবে অবশ হ'য়ে পড়বে না। যে-মনে-প্রাণে জানে আমি তাঁর সন্তান, তার আবার রোগ শোক দুঃখ কষ্ট চোখ রাঙ্গিয়ে কী ভয় দেখাবে ভাই? ভাই আমার, নির্ভর কর আর নির্ভীক হও। ব্যথার দিকে যে যত নজর দেয় সে তত ভাল ক'রে অনুভব করে, আর যার যত আনন্দের দিকে লক্ষ্য—পিতার দিকে লক্ষ্য, ভীষণ যন্ত্রণা তার কাছে একটা সূচের আঘাতের মত মনে হয়। দুঃখ আসে আসুক কিন্তু চেষ্টা কর তাঁকে নিয়ে তুমি মেতে থাকতে,—ও ভাই, খুব ডাক, তুমি ফতুর হ'য়ে যাও, আর আনন্দে দুই বাহু তুলে তাঁর জয়গান কর—নাচ।

ভাল ডাক্তার কিংবা বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করাও, বেশ একটু যত্ন নাও, তোমার শরীর আর মনকে যত্ন কর—আনন্দে উদ্দীপিত থাকতে।

তোমার কুশল মাঝে-মাঝে আমাকে জানাতে চেষ্টা করিও নতুবা ব্যস্ত থাকব।

আমার মাতাজী, সু—দা, কে—দা, কলিকাতায় আছেন।

আমার আন্তরিক 'রা' জানবে ও আর-আর ভাইদিগকে জানাবে।

তোমাদেরই—
দীন ছোট ভাই
"আমি"

## ১৮

গোপাল,

তোর চিঠি অনেক দিন পাওয়া গিয়াছে কিন্তু জ্বরটা ছাড়লেই উত্তর দিব ভেবেছিলাম,—তা' আজও কিছু হ'ল না, ক্রমেই দুর্ব্বল হ'য়ে যাচ্ছি। কি করব লক্ষ্মী, পরমপিতা যা' দেবেন মাথা পেতে না নিতে চাইলেই আরও কষ্ট!

অহংটা যায় না একেবারে, তবে নরম হ'য়ে—পাতলা হ'য়ে থাকে; আর যতই পাতলা হয় তখন সে ততই নিজের মত অন্যকে হিসাব ক'রে আর অধিকার দিয়ে সুখী হয়। তাই, সে কাহারও অন্যায় দেখলেই তাকে অবহেলার চোখে দেখে না। চাই, তা-ই করা, যা'তে অহংটা মা'র খেয়ে-খেয়ে (সহজে যদি পাতলা না হয়) পাতলা হয়।

যখনই এখানে আসতে প্রাণ টানবে, সব বাধা বুকে ঠেলে—সব কাঁটা পায়ে দ'লে চ'লে আসবি—সুখী হব।

মাসীমারা কেমন আছেন? —দা, গৌ—, ঈ— আর আর সকলে ভাল তো? আমার 'রা' জানবি ও জানাবি।

"আমি"

## ১৯

সুবোধ!

তোর কি এমনতর কেউ নেই যার কাছে—ভিক্ষুক আমি—তুই আমায় গলায় বেঁধে দীনের মত করযোড়ে দাঁড়ালে,—চাওয়ার ভারে অবনত হ'য়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাইলে—তার দেওয়ার আকৃতি থরথর ক'রে কেঁপে তোকে আলিঙ্গন করে?

দ্যাখ্ রে দ্যাখ্,—আমায় নিয়ে দাঁড়া, কে আছে তোর—নে রে নে—একবার তার সাড়া নে, আর বল্ আমার তাঁকে কি তোমার রক্ত-জল-করা ক্ষুন্নিবারণের উপার্জ্জন থেকে কিছু দেবে না?—তোমার গলগ্রহ তো অনেকেই আছে কেবল আমার সে-ই কি বঞ্চিত হবে সে যে চায় তোমারই ক্ষুধার মতন—দাও, তুমি যদি খাও তাঁকে না দিয়ে খেও না,—আরও বলিস্ এ-দানটা যেন তোমার যতদিন খাওয়া থাকে—ততদিন ধ'রে সে পায়। তোমার থাকা-খাওয়া যেন চিরদিন থাকে—তাঁর পাওয়াও যেন তোমার কাছে চিরদিন থাকে, আর এ-পাওয়াটা যেন ইংরাজি মাসের ৫ই-৭ই'র ভিতর পাওয়াই যায়।

তোমারই গলগ্রহ
দীন ভিক্ষুক
**"আমি"**



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ২০

মা আমার,

আজ ক'দিন হ'ল তোর চিঠি পেয়েছি কিন্তু মা, শরীরটা এত খারাপ হয়েছে যে লিখি-লিখি ক'রে লিখে উঠতে পারিনি—তাই ব'লে কিছু মনে করিস্‌নে মা! শরীরটা বড় দুর্ব্বল, একটু চলতে গেলেই বুক ধড়ফড় ক'রে উঠে, বিকালে সন্ধ্যায় একটু জ্বর হয়—শরীরটা যেন একটা অবসাদে ঘিরে ফেলেছে—সত্যিই মা! কেমন যেন হয়ে গিয়েছি। পরমপিতাকে মাথায় করে দুনিয়ায় আমার কেউ নেই এমন একজন? আমি নেমে এসেছিলাম আর জীবনভর আশ্বাস-বিহীন লড়াই কল্লেম, এখন তো ডুবতেই বসেছি!

দেখ্ মা! আমি আর কি বলব—প্রাণ ভ'রে মাতাপিতাকে ডাকবি আর তাঁর-ব'লে সবাইকে ভালবাসবি—তাহ'লে দুনিয়ায় মহাদুঃখেও সুখে থাকতে পারা যায়।

তোর বাবা, মা আর তুই কেমন আছেন ও আছিস্ লিখিস্।

ব—আনমনে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়—কাহারও সঙ্গে বড় মেলেও না, কেমন আছে তাও বলা কঠিন।

মহারাজের পায়ের ব্যথা হয়েছে, আর-আর সকলে এক-রকম ভালই আছে। আমার 'রা' জানবি ও আর-আর সকলকে জানাবি। তবে এখন যাই মা!

তোদেরই—
দীন
সন্তান

# ২১

মনোহরদা,

আজ অনেক দিন হ'ল চারুমার চিঠিতে জেনেছিলাম আপনার জ্বর ত্যাগ হয়েছে, কিন্তু তারপর আর-কোন সংবাদ পাইনি, কেমন আছেন দাদা?

সইতে হবে আমাদের সব—ভাঙ্গতে হবে তাদেরই চুরমার ক'রে যারাই আমাদের পথ আগ্‌লে ধ'রে গতিকে বাধা দেয়; তাই, চাই লক্ষ্যে অটুট প্রেম, আশার উদ্দীপনা, ক্লান্তিতে অবসাদশূন্যতা, গতিকে অবিরাম করা আর দুঃখে উপেক্ষা,—তবেই আমরা একদিন জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারব—ধন্য হব—মুক্ত হব।

তাই বলি দাদা, মরতে হয় তো ভুগে কিছুতেই নয়, বরং লড়াই ক'রে—বাধার বিরুদ্ধে। সেই গীতার মহাবাণী—অদ্ভুত উদ্দীপনা—আমরা যেন না ভুলি।—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"

যদি আমরা নিতান্তই—একান্তই হই তবে আমরা কিছুতেই হট্‌ব না,—যেমন একান্ত হওয়া, তেমন প্রকৃত হওয়া, জয়ও আসবে তেমনতর—নিশ্চয়।

দাদা আমার, আরোগ্য হ'য়ে উঠুন,—উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুন,—উদ্দীপিত হ'ন, আর সবাইকে আলিঙ্গন করুন, তাঁর জয় ঘোষণা করুন,—বিহ্বল, মুগ্ধ হ'য়ে থাকুন সেই নামে, সেই প্রেমে, সেই গানে, সেই কথায়—আপনি ধন্য হন, আমরা ধন্য হই, দুনিয়া ধন্য হোক্।

আমার আন্তরিক 'রা' জানাবেন।

তোমাদেরই—
দীন ছোট ভাই
"আমি"

## ২২

**যতীন,**

লক্ষ্মী আমার!

প্রাণপণ যত্ন ক'রে যন্ত্রটি যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুদক্ষ ক'রে আনতে পার, তাই করাই চাই। আর ওখানে যতদিন থাকবে, খুব লেগে যাও organise করতে। উদার সুরে, গভীর স্বরে অটুট বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে প্রচার কর আমাদের সত্যের কথা, আর মানুষকে আত্মীয়ের মত ক'রে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এই মহান্ সত্যে দীক্ষিত ক'রে দাও। ওঠো—ওঠো যতীন জাগো, আর সময় নেই—আর কারু অপেক্ষা ক'র না, যাও যেখানে-যেখানে দ্বন্দ্ব, যাও যেখানে-যেখানে তোমাকে—তোমার উদ্দেশ্যকে—তোমার লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে, নিন্দা করে, ঘৃণা করে, আর যেখানে তোমার কথা, তোমার ব্যবহার, তোমার আদব-কায়দা সর্ব্বোপরি তোমার বিশ্বাস আর তার প্রাণশক্তি—তার বিরুদ্ধতাকে জন্মের মত অবনত ক'রে তোমার faith-এর চরণতলে এনে তাকেও তোমার মত উদ্যত, নিরভিমান, নিরলস ও নিঃশঙ্কিত ক'রে তুলুক। মনে করিও—সেদিন তোমার দিন নিষ্ফল গেল যেদিন তোমার কোনও ভাই তোমার সত্যের চরণতলে আশ্রয় লয় নাই।

মনে-মনে পরমপিতার দিকে চেয়ে প্রতিজ্ঞা কর আর আশ্বাস দিও—তোমার ভিক্ষাপাত্র থাকতে যেন তোমার Laboratory, তোমার তপোবন, তোমার Workshop আর তোমার এই বুভুক্ষিত দুর্ব্বল ক্লিষ্ট লক্ষ্যটি—কিছুই ব্যর্থ যাবে না;—মহান্ তুমি, মহান্ প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁরই, একান্তই তাঁরই তুমি—তাঁরই কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়; বল—

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন-মরণ,
নাই নাই আর কিছু।।"

আর, সবাইকে এমনই-ক'রে জীবনকে উৎসর্গ করতে উত্তেজিত ক'রে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল।

যতীন! বড় কষ্টে আজ তোমাকে চিঠিখানা লিখলাম। আর সময় নাই—আর এতটুকু সময় নষ্ট করবার বা চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌বার অবসর নাই।

Holy Book-টা যেমন ক'রেই হোক্, অর্থ সংগ্রহ ক'রে দুই-তিনটা প্রেসে ছাপতে অতি সত্বর দেওয়া উচিত মনে করি,—আর তোমরাও যা' যা' প্রয়োজন মনে কর তাহাও অতি সত্বরই তোমাদেরই করা প্রয়োজন। ম—দাকে সব বলিও,

তোমাদেরই কাঙ্গাল
দীন
"আমি"

পুঁটি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার!

"দুঃখ আঘাত সবই ওগো তোমারই যে দান
তাই বুঝি হে তাদের চুমোয় অবশ করে প্রাণ।"

তাঁরই দেওয়া বেদনায় তাঁকে কি ক'রে ভুলবি মেয়ে? যখনই মানুষ দুঃখের কশাঘাতে অস্থির হ'য়ে ওঠে বেদনায় তার কোমল ফুরফুরে হৃদয়খানা ছেয়ে ফেলে, তখনই সে আকুল নয়নে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চারিদিকে তাকায় আর তার দরদীকে খোঁজ করে, কিন্তু সুখের সময় তা' হয় না,—যেন সে তখন অবশ—ব্যথা নাই তাই দরদীর খোঁজ নাই। তাই মেয়ে, ব্যথা যে বসন্তের কোকিলের মত; দরদীর আগমনের পূর্ব্বে ব্যথাই আসে, কেবল বলে 'দরদী এলো এলো এলো'। সেই প্রতীক্ষায় বুক বেঁধে শত-শত শোক-অপমান-অবসাদকে সহ্য কর্ত্তে পারবি না? বলতে পারবি না স্পষ্ট ক'রে—

"আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু নয় তো হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হ'য়ে ফেলবে অশ্রুজল?"

দ্যাখ্ পুঁটি! পরমপিতা পরম দরদী। সুখেই থাকিস্, আর দুঃখেই থাকিস্, কিছুতেই তাঁকে ভুলিস্ না আর চোখ দুটো গ'লে গেলেও সে-ছাড়া অন্যদিকে তাকাস্নে—তা'তে তুই মরিস্ই আর বাঁচিস্ই—কি বলিস্? দ্যাখ্, যত জলই থাকুক্ কিন্তু কখনও সাঁতারের উপরে আর জল হয় না, যত দুঃখই থাকুক্ কিন্তু মরণে তো তার অবসান হয়!—দুঃখ তো আর মরণকে অতিক্রম করবে না! তবে আর দুঃখ কিসের—আর ভয়ই বা কি? বরং হাসতে-হাসতে বল্—

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগবো আমি
দাও মোরে সেই কাণ।"

আর, যত পারিস্ আকুলমনে গদ্‌গদ্ কম্পিত কণ্ঠে বল্—প্রাণ খুলে বল্—কাঙালের মত বল্—

"ভুলে যাই আপনারে, যশ-অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে;
প্রেমের আলোক দাও নির্ভরের বল
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।"

পুঁটি, আমার তো মনে হয় আবার বা কবেই পরমপিতা তোকে আনবেন আর কবেই বা তোকে দেখব! কেবল মনে হয় পরমপিতা, পুঁটি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আবার কবে দেখব! দ্যাখ্ ইচ্ছা যদি নিরবচ্ছিন্ন হয় তবে চেষ্টাও নিরবচ্ছিন্ন হয়, তখনই পরমপিতা তাহা সফল করেন। তাই, তুই মনে-মনে তোর কাকার কাছে আসতে ইচ্ছা করিস্ আর পরমপিতাকে বলিস্—তোর সরল তীব্র মনের কথা তিনি সহজেই শুনবেন, তা-হ'লেই আমি আরও তোকে দেখতে পাবো। আমিও পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করবো—কি বলিস্ পুঁটি?

আঃ তোমারই—
কাকা
"আমি"

# ২৪

বোনা!

দ্যাখ্, প্রেম বা ভক্তি কখনও ছোটকে বরণ করে না, আর সে চায় নিজের বৃত্তিগুলি দিয়া প্রেমাস্পদের সমস্ত বৃত্তিগুলির সেবা করতে, সার্থক করতে,—তা' এমনভাবে যা'তে তার সর্ব্বপ্রকারের মঙ্গল হয়—দুনিয়ার ভেতরে সে যাতে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়—যেন সমস্ত জীব-জগৎ তা'তে আশ্রয় পায়, আর তার রঙ্গে রঙ্গীন হ'য়ে তা'তে নত হয়, পূজা করে—প্রেমের চাওয়াই এই, চিন্তাই এই, কর্ম্মই এই।

যখনই মেয়েরা তাদের স্বামীকে বা প্রিয় গুরুজনকে তাদের নিজের মনের মত করতে চায় তখনই ভক্তি বা প্রেম তাদের ছেড়ে কোথায় পালায়—তা' বলা-ই যায় না, তাই তারা সুখীও হয় না, তৃপ্তও হয় না।

আরও কথা, প্রেমাস্পদকে যখন আমরা মনের মত ক'রে চাইব বা চেষ্টা ক'রে করব, তখনই তার জগৎকে আর উপভোগ করতে পারব না,—আমি আমার জগতেই ঘুরপাক্ খাব—আমার ধরবারও কিছু থাকবে না, চলবার কিছু থাকবে না—নিরাশ হব, পঙ্গু হব, নিজেকে নিয়ে নিজেই ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ব। যে আমার প্রিয় ছিল সে আমার কাছে নিরানন্দের হ'য়ে উঠবে, ঘৃণার—তাচ্ছিল্যের হ'য়ে উঠবে,—বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে আমার কাছে সে,—কারণ, সে আমার আদর্শ নাই, প্রিয় নাই,—অন্যান্য বৃত্তিগুলি আমার যেমন, সেও তেমনি আমার একটা বৃত্তির মত,—তা'তে আমার বৃত্তিগুলি আর যুক্ত হয় না—বরং জলে-ডোবা মানুষের কাছে ভার বস্তু যেমন, তেমনতর সে আমার তখন।

দ্যাখ্ বোনা, মানুষ তখনই সুখী হ'তে পারে যখনই নিজের ভাল-মন্দ বিচার-শূন্য হ'য়ে, বা নিজে ভাল কি মন্দ এমনতর না ভেবে আদর্শ বা

প্রেমাস্পদকে মহীয়ান্ গরীয়ান্ ক'রে তুলবার প্রলোভনে, প্রিয়র বৃত্তি (Complex, wishes)-গুলি সার্থক করবার প্রলোভনে, নিজের ইচ্ছাকে এমনতর নিয়ন্ত্রিত করে—যে-নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না রেখে মানুষকে এমনতর সেবা করে, যা'তে তারা প্রাণবান্ হ'য়ে ওঠে, সতেজ হয়ে ওঠে, উন্নত হ'য়ে ওঠে, আর তার আদর্শ বা প্রিয়র রঙ্গে রঙ্গীন হ'য়ে সবাই মিলে একপ্রাণ হ'য়ে যায়,—আর তখনই সেবা সার্থক—আর তখনই সে সুখী—বুঝলি?

গোপালের কাছে তোর কথা জেনে ধন্য হয়েছি বোনা, তৃপ্ত হয়েছি, সবার মুখে যেন এমনি শুনি,—রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই দীন

"আমি"

## ২৫

গিরীন,

তোমার চিঠি পেয়েছি। খুকির এখনও জ্বর হয়? স্ফোটকগুলি শুকোচ্ছে শুনে সুখী হলেম।

সুরেনের খবর কি আজও পাওনি? পেয়ে থাক্‌লে লিখো।

গিরীন! হাজার অভাব, হাজার অভিযোগ আসুক, ঠিক থেকো, কিছুতেই দুর্ব্বল হ'য়ো না, কাতর হ'য়ো না। মানুষের জীবন কত ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়ে যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তার ইয়ত্তা নেই। যে ভেঙ্গে পড়ে, অসীম দুঃখ এসে তাকে মর-মর ক'রে ফেলে। যে একবার আলো-আঁধারময় জীবন—এ-টুকু বুঝেছে, সে অন্ধকার দেখে ভেঙ্গে পড়ে না, কারণ, সে জানে যে অন্ধকারের পেছনে আলো আছেই আছে।

অনাসক্ত থাকতে চেষ্টা কর—দুঃখে সুখে সমানভাবে, আর বীরের মত ভীমবেগে অকপট বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত কাজ ক'রে যাও।

আয়ের হিসাবে খরচ ক'রো নতুবা চলতে পারবে না—লড়াই করতে মুশকিল হবে সংসারের সাথে। আর এক উপায়—একদম ফতুর হ'য়ে যাওয়া তাঁর চরণে; তখনই বুঝা যায়—"যার কেহ নাই, তুমিই আছ তার।" ফলকথা, খুঁটোতে খুব জোর রেখো—দেখবে হটেও জিতে যাবে। বীরুদা অনেকটা করেছিল—আপন চাল আপনার উপর খাটিয়ে শয়তান মনকে অনেক দুরস্ততে এনেছিল।

যা' হোক্‌ লেগে যাও, আর কিছুতেই ভেঙ্গে প'ড় না। খুঁটোতে বেশ জোর রেখো—Cut your coat according to your cloth, মনে রেখো—আগেও কতবার বলেছি, এখনও বলছি।

সব বিষয়েই ভুলো না এ-কথা;—মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, তিনি যেন অন্তরে দুঃখ না পান;—মা খুশি থাকলে প্রাণ ঠাণ্ডা থাকে—শক্তি বৃদ্ধি হয়।

মনে শয়তান-বুদ্ধি এলে তাকে তৎক্ষণাৎ ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবে—তার প্রশ্রয় কিছুতেই দিও না। তখনই সৎসঙ্গী খুঁজবে—আর সব কথা বলে দেবে—আর তখনই কোন ভাল কাজে লেগে যাবে—নাম করবে।

মাতাঠাকুরাণীর শরীর কেমন? তাঁকে আমার অসংখ্য প্রণাম দেবে।

সুশীলদাকে আমার কথা বলবে, আমার 'রা' জানাবে এবং তুমি ও আর-আর সকলে জানবে ও জানাবে।

ক্ষেপুকে চিঠি লিখতে বলবে এবং তুমিও চুপ করে থেকো না।

বাবার জ্বর নাই—দু'চারটা বসন্ত বেরিয়েছে। তিনি কিন্তু ভেবেই অস্থির, অরুচি আছে। কর্ত্তার জন্য কতকগুলি বেদানা পাঠিয়ে দেবে, তাঁর বেদানা ফুরিয়ে গেছে। আমার রা—

তোমার

"আমি"

## ২৬

মা আমার,

মহারাজের নামে তোমার একখানা post card পেয়ে বিষ্ণুর আরোগ্য-সংবাদে বড়ই সুখী হলাম। যা'তে মা, বিষ্ণুর শারীরিক দুর্ব্বলতা তাড়াতাড়ি সেরে যায় তার ব্যবস্থা করতে তোরা যেন ভুলে যাস্‌নে—বাবু ডাক্তার কী বলেন, পারিস্‌ তো মা আমায় লিখে জানাবি।

মা আমার, মহারাজ এখানে নাই, সে —র শ্বশুরবাড়ী —পুর গিয়াছে। সেখানে —র স্ত্রী অত্যন্ত কাতর—এমন কি জীবন সংশয়াপন্ন। মা ও মহারাজের সঙ্গে সেখানে গিয়াছেন।

মা আমার, যেমন থাকিস্‌ কোনো মুহূর্ত্তেই তাঁকে ভুলে থাকিস্‌নে মা! যে-মুহূর্ত্তে তিনি স্মরণে থাকেন না সে-মুহূর্ত্ত যে একদম বিফল। আচ্ছা মা, আমরা এত ভুলে কি ক'রে বেঁচে থাকি? আর, তিনি তো আমাদের কখনই ভুলে থাকতে পারেন না! দেখ্‌ তো মা, আমরা কেমন নির্ল্লজ্জ—কেমন বেহায়া! তাঁরই দেওয়া জিনিস নিয়ে উন্মত্ত হ'য়ে থাকি আর যাঁর জিনিস তাঁর জন্য পাগল হই না—দুয়ার ভেঙ্গে ছুটে বেরুই না, আর তাঁর গচ্ছিত জিনিস তিনিই যখন ল'ন—অমনি উলঙ্গ হ'য়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি,—পাগল হ'য়ে কত ছুটাছুটি করি। আচ্ছা মা, এ কেমনতর, আমরা কেমন মানুষ?

লক্ষ্মী-মেয়ে আমার, সারাদিন হাতে কাজ করিস্‌ কিন্তু মনে তাঁকে আর তাঁর নাম ধ'রে ডাকতে ভুলিস্‌ না। সে যদিও দেখা না দেয়, তবুও মা তাঁকে ডেকে-ডেকে যাওয়া ভাল। সে আমার নির্ম্মম হ'লেও পরম দয়াল—কঠোর হ'লেও পরম কোমল,—আর ব্যথা হ'লেও পরম শান্তি।

তাঁকে ভালবাস্‌ মা, কেবল তাঁকেই ভালবাস্‌। এত ভালবাসা যে ভালবেসে—তুমি মা—নিজে ফুরিয়ে যাও—অবশিষ্ট যেন কিছুই থাকে না।

সে মা ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতেই জব্দ থাকে না আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতেই বাঁচাতে পারা যায় না।

কিন্তু সে দুষ্টুও বড়—সে চায় আপন-ভোলা ভালবাসা, তাঁকে যদি ওজন-করা ভালবাসা দাও তবে তাঁর বড়ই অভিমান হয়, সে চায় সবটুকু—ভাঙ্গা-চোরা চায় না। সেও কিন্তু মা আমাদের যা' ভালবাসে তা' আপন-ভোলা ভালবাসাই—তাই আমরা যা' করি তা'তেই রাজি। যখন আমরা শয়তানের চেলাগিরি করি তখনও যেমন, আবার সৎ-এর চেলা হই যখন তখনও তেমনিই। তবে বিবেক দিয়ে সৎ-এর বা কি ফল আর অসতেরই বা কি ফল তা' যেমন ক'রে আমরা বুঝি তেমনই ক'রে বুঝিয়ে দিতেও ভুলে যান না। আমাদের প্রতি তাঁর কর্ম্মের—ভেবে দেখলে—কোনমতেই দোষ দিতে পারি না। আমাদেরও কি প্রতিদানে তেমনি হওয়া উচিত নয় হ্যাঁ, মা?

—দা ও ছেলেরা কেমন আছেন তাহা লিখবি তো মা?—দা তো আমার কথা ভুলে যান নাই?

—দা'র শরীর একটু ভাল শুনে সুখী হলাম, তাঁর বাড়ীর মায়েরা ও ছেলেমেয়েরা কেমন আছে মা? —পুরে —র স্ত্রীর অনেকটা সুস্থ খবর পেলাম; মহারাজ ও মা—এখনও ফেরেন নাই, এখানে আর-আর সব পরমপিতার দয়ায় একরূপ আছে ও আছেন।

তোমার
সন্তান
"আমি"

## ২৭

সুধীর লক্ষ্মী,

তোর চিঠিতে দুঃখের কথা আছে, তা-হ'লেও তোর চিঠি, তাই বোধ হয় কেন যেন খুব সুখ হ'ল—প্রার্থনা করি পরমপিতার চরণে, তোর হৃদয় মন শরীর তাঁর দয়ায় সুস্থতা লাভ করুক।

* * * * * *

—কে তো চিনিস্ সুধীর,—তাঁর মত আমি আর দেখিনি—দুঃখ করিস না ভাই। তিনি কিছু অন্যায় বল্লে উড়িয়ে দিস্ তা'—হৃদয়ে পোষণ করিস্ না, আর ভাল যা', তা' গ্রহণ করিস্।

ভাই আমার, আমরা যতই দুঃখ-দুর্দ্দশার চিন্তা করব—ততই তারা আমাদের সর্ব্বনাশ করবে—আর তাদের চিন্তা না করতে চাইলেও তারা আসবেই; উপায়—তাদের প্রতি যতদূর সম্ভব উদাসীন থেকে প্রতিক্রিয়াবিহীন বিশ্বাস, আশা ও উদ্যমের সহিত কর্ম্মে লেগে যাওয়া আর উদ্দেশ্যতে লক্ষ্য রেখে, চিন্তা ক'রে উপায় নির্দ্ধারণ করা। নতুবা আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই,—আর কতকগুলি ব্যাধির আহার হ'য়ে তাদের জন্য অপেক্ষায় দিন যাপন করতেই হবে—তা' নয় লক্ষ্মী? তাই বলি ভাই, সেদিনকার বিবেক সন্ন্যাসীর মত—বীরের মত লেগে যাও।

তোর শরীর কেমন আছে লক্ষ্মী? আমার রা—জানিস্ আর-আর সকলকে জানাস্। আর মাতাঠাকুরাণীর চরণে কোটি-কোটি প্রণাম দিস্ ও 'রা' জানাস্।

তোমাদেরই—

অধম ভ্রাতা

"আমি"

## ২৮

ও মা,

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই সুখী হলেম, এমনি ক'রে মাঝে-মাঝে চিঠি লিখে আমাকে স্ফূর্ত্তি দিবি না মা?

সত্যই মা, আমরা বোধহয় সেইদিন থেকেই ধন্য হবে—সেইদিন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে থাকব যেদিন আমাদের শরীরের প্রত্যেক অণুপরমাণু জানবে আমি তোমারই—হৃদয় জানবে আমি তোমারই—মর্ম্মের মর্ম্ম জানবে আমি তোমারই। কেবলই জানব ভাবব বুঝব বলব—আমরা তাঁরই।

তখনই শত-শত আঘাত, শত অপবাদ, শত দুঃখ, দৈন্য, যন্ত্রণা আমাদের মনকে স্পর্শ করতেও পারবে না; তখনই—কেবল তখনই মা—আমরা অক্লান্ত হ'তে পারব—নিমিষে গন্ধমাদন তুলে আনতে পারব—চন্দ্র-সূর্য্য কোলে লুকিয়ে রাখতে পারব।

অ—দা কেমন আছেন মা? তাঁকে খুব যত্ন করবি, খুব নজর রাখবি তাঁর প্রতি।

আমার আন্তরিক রা—জানবি ও সকলকে জানাবি।

তোদেরই—

দীন সন্তান

"আমি"

## ২৯

যতীন,

আজ তোর একখানা চিঠি পেয়ে সকল সমাচার অবগত হলেম। এখানে বড় খাবার কষ্ট দেখে আর ঠিক থাকতে পারি না। আমাদের অন্তরালে কি যেন-কি একটা দুর্ব্বলতা রয়েছে, তা' কেন যেন আমরা কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে পারছি না—কি? কেন রে?

ওরে লেগে যা তোরা, লেগে যা—আর একবার ভীমবেগে লেগে যা—দীনভাবে গর্ব্বের সহিত স্মরণ কর্ আমরা তোমার সন্তান—আমরা তোমারই আর প্রত্যেকে তাঁরই স্মরণ ক'রে আলিঙ্গন কর্—কোল দে,—সকল দ্বন্দ্ব, সকল ব্যথা ভুলে গিয়ে সবার পায়ে লুটে পড়্—ওরে আবার মুছে দিক তার কোঁচার কাপড়—যেখানে ব্যথা, সেখানে আছে ব্যথাভরা অশ্রুজল, অভিসম্পাতের দারুন আঘাত—অনুতাপের তীব্র চাবুক—অশান্তি—অপঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা।

ঠিক যেন মনে থাকে লক্ষ্মী, ভায়ের দোষ রটাবার নয়—গুণে পরিণত করবার—কাহারও দোষ দেখলে নিজে নিরাকরণের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তা' মোটেই কাহারও কাছে ব্যক্ত করবার নয়—যদি অপরিহার্য্য প্রয়োজন না হয়।

—লাল লিখিছে, তার অসুখ হয়েছে বড়—যদি তাকে দেখে আসতে পারিস্—বল-ভরসা দিয়ে আসতে পারিস্—ভাল হয়।

যত পারিস্ সকলের কাছে যাবি, আমাদের সমস্যার যেখানে যেমনতর মীমাংসা পাস তাই গ্রহণ করিস্। মনে যেন থাকে—তোমার কথা, তোমার আচার, তোমার ব্যবহার যেন তাকে খুশি করে—মুগ্ধ করে,—তোমার ব্যথা যেন তার মর্ম্মস্থল ভেদ করে; তুমি যদি অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতভাবে তোমার আবেদনকে বোধ ক'রে থাক, তবে দেখবে যার কাছে তা' বলবে

তিনিও তা' তেমনিভাবে বোধ করবেন—তুমি moved না হ'লে কাউকেও moved করাতে পারবে না।

প্রত্যেকের কাছে আশা রেখো কিন্তু ব'সে থেকো না, আর না পেলে অবসাদগ্রস্থ হ'য়ে পড় না—আত্মবিশ্বাস হারিও না—আবার লেগে যাও।

আমার 'রা'—জেনো আর জানিও। মাকে আমার কোটি-কোটি প্রণাম দিও ও রা—জানাইও।

তোদেরই দীন

"আমি"

## ৩০

ওগো,

আমি আসার পর তুমি আমাকে একখানাও লিখ নাই—রাগ করেছ নাকি?

চিঠি লিখতে ব'লে এলাম তা' বুঝি তুমি ভুলেই গেছ—তা' তাঁরই আশীর্ব্বাদ।

তোমরা কবে আসবে?

* * * * * *

পরমদয়াল পরমপিতার নাম ভুলে থেকো না, সব কাজের ভিতর তাঁর নাম করবে,—আর তাঁর চরণে সমস্ত নির্ভর করবে।

যে তাঁর নাম করে তার শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। তিনি অমৃত—তাঁর নাম অমৃতময়, যে যত বেশী পান করবে তার তত আনন্দ, নিঃসন্দেহে প্রাণ খুলে বিশ্বাস ক'রে তাঁর নাম কর—আনন্দ উথ্‌লে উঠবে—অমৃতময় হ'য়ে উঠবে।

দেখ, আমি তাঁর অধম ছেলে, তাঁর সন্তান হ'য়েও তাঁর নামময় হ'য়ে থাকতে পার্‌ছি না,—মন নিয়ে থাকি, ভোগ করি। তুমি বল যাতে তাঁর নামে সরল ও অকৃত্রিমভাবে পাগল হ'য়ে থাক্‌তে পারি—আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে বিশ্বকে উদ্বেলিত ক'রে তুলি, বলবে তো? প্রার্থনা করবে তো?

—কে বলিও সেও যেন প্রার্থনা করে, অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর নাম করে।

যীশু বলেছেন, সবাইকে খুব ভালবাস কিন্তু মাখামাখি ক'রো না। খুব ঠাণ্ডা মনে থেকো তবে নাম করতে পারবে—বিরক্তি আসবে না। যখন

মিষ্টি কথা বলা আসে, তখনই মানুষের সহিত কথা বলতে হয়, আর যখন তা' আসে না তখন চুপ থাকতে হয়।

আর দেখ, তাঁতে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পার্‌লে সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া যায়। যতটুকু পরমপিতার উপর নির্ভর করবে ততটুকু নির্ভয় হবে—আর বিশ্বাস ভিন্ন তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না।

—কাল এসেছে। খে—র বৌ—বুড়ী কবে আসবে? বাবাকে খুব যত্ন করবে। ছেলেগুলোকে যত্ন কোরো, রাস্তায় যেতে দিও না।

# ৩১

কৃষ্ণদা,

অনেক দিন হ'ল আপনার হাতের চিঠি পাইনি, কেন দাদা? —ও তো আমাকে চিঠিটিঠি লেখে না।

আমাদের আর অল্প নিয়ে ব'সে থাক্‌লে চলবে না—প্রাণপণ করতে হবে,—একটা মহান্ প্রসারণের জন্য উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে, ভাবতে হবে আর বিশ্বাস করতে হবে গভীরভাবে, —তবেই আমরা তাঁর প্রেরণার অধিকারী হব,—আর সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে উদ্দাম অবসাদবিহীন ও অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করতে হবে।

এখন চাই ভাবা, স্ফূর্ত্তি করা আর তেমনিভাবে কর্ম্মে মেতে যাওয়া,—তবেই আমরা জয়ের অধিকারী হ'তে পারব, ধন্য হব, মুক্ত হব।

প্রার্থনা করি পরমপিতার চরণে—প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা দুনিয়ার প্রত্যেককে জয় করুন্ আপনারা।

—র—প্রত্যেক মাথা-মাথা লোকের সহিত হৃদ্যতা ক'রে আসা চাই—আপনারা প্রত্যেকে দশ মাথায় একমাথা হওয়া চাই।

মাতাঠাকুরাণীকে আমার কথা বলবেন। কবে আসবেন? তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাবেন ও আন্তরিক 'রা'—দিবেন। আপনারা আমার 'রা' জান্‌বেন।

আপনাদের—

দীন

"আমি"

# ৩২

রেণু!

দ্যাখ মা!

মেয়েরা যখনই বিবাহিত হ'তে চায়, তখনই পুরুষের জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ও স্বভাব তো দেখতেই হবে, তা' ছাড়া বেশ ক'রে দেখতে হবে তার বৃত্তি বা প্রবৃত্তিগুলি মেয়ের বৃত্তিগুলির দ্বারা cherished ও nourished হওয়ার যোগ্য কি না—আর এ-সব না বুঝে করলে পুরুষ ব্যর্থতায় মুহ্যমান হ'য়ে মৃত্যুর দিকে ছুটবে—নারী তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে নিজেও তা'তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর এটা অতি নিশ্চয়—এ বিবাহ জীবনপ্রদ হবে না—প্রাণপ্রদ হবে না বরং মৃত্যুপ্রদ হবে।

যাহার দ্বারা কাহারো বৃত্তিগুলি cherished এবং nourished হয় তাহারই সহিত মিলন বা friendship হওয়া সম্ভব। আর, যার যতটা এমনতর তার সঙ্গে ততটা মিলন বা friendship.

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—
দীন
"আমি"

## ৩৩

রমেশ!

শ্রেষ্ঠ তাকেই বলে—যার দ্বারা মানুষ nourished হয় এবং developed হয়, আর মানুষ তাকেই পূজা ক'রে থাকে—তাই সে পূজ্য—এমনতর মানুষের উপাসনাতেই উপাসক সার্থক হ'তে পারে।

আর দ্যাখ, কাউকে স্বামী বা গুরু করতে হ'লে তাকেই করতে হয় যার idea-গুলি, বৃত্তি বা wishes-গুলি, তার দ্বারা nourished হয় এবং cherished হয়—conflict হ'লে তা' adjust করার প্রবৃত্তি উপচে উঠে—তাহ'লে উন্নয়ন স্বাভাবিক হ'তে পারে।

রাধাস্বামী।
তোরই—
দীন
"আমি"

## ৩৪

মুংলী!

কেউ যদি সতী হ'তে চায় তাকে সর্ব্বাগ্রে পতিপরায়ণা হ'তে হবে। পতিপরায়ণা মানেই পতির ইচ্ছা তার কাছে অবাধ হবে এবং তা' তাকে রঞ্জিত করে তুলবে;—আর তাই হবে তার বৃত্তিগুলির nourishment—তা'তে হবে সে সুখী, তৃপ্ত—fulfil করার বেলায় উদ্দাম হ'য়ে উঠবে সে তার কর্ম্মে। এমনতর প্রাণ নিয়ে স্বামীকে প্রতিষ্ঠা করতে, খ্যাতিতে উন্নয়ন করতে—আর যা'তে তার যশ, মান, তুষ্টি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জীবন উন্নত ও ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়—সহজভাবে তা' তার চরিত্রে ফুটে উঠবে—আর তা'তে সে মনে করবে যে, সে সার্থক, তার জীবন ও জন্ম সার্থক—আর এইগুলিই সতীত্বের বৈশিষ্ট্য।

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

দীন

"আমি"

## ৩৫

অরবিন্দ,

দেখা হবার আগেই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে,—শুনেছি তোমার আপ্রাণ চেষ্টার কথা ওদের জন্য।

যে প্রতিদানের আশা না রেখে অন্যের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে—পরমপিতা তাকে আশীর্ব্বাদ করেন—সে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো—আর সবাইকে জানিয়ো।

তোমারই—
দীন
"আমি"

## ৩৬

দুর্গা!

স'রে দাঁড়াও সর্ব্বনাশ থেকে, প্রভুর পানে চাও—বল, আমি তোমারই—আমার ভালমন্দ যা'-কিছু তোমারই প্রতিষ্ঠায় লাগুক—

তোমারই বাধাকে বিপন্ন করুক—খান-খান করুক—আর জয়ের মুকুট এনে তোমারই চরণে উপঢৌকন দিক—পূজা করুক—

না খেয়ে থেকো না—সে দুর্ব্বল হবে তোমার!

তোমারই—
দীন
"আমি"

হরেরাম!

ভাল করেছিস্ শুনে সুখী হয়েছি, কিন্তু বেশ সামাল হ'য়ে সহজভাবে আর যে-যে subject বাকী আছে, দিয়ে successful হওয়া চাই। Practical-এ যাতে অল্প সময়ে নিখুঁতভাবে accurate result করতে পারিস্ তার দিকে নজর রাখা চাই।

দ্যাখ্, ঘাব্ড়াবি না কিন্তু কিছুতেই। হোঁক্‌তা হ'স্ ক্ষতি নাই—বেকুব হোঁক্‌তা কিন্তু কিছুতেই হবি না,—জানিস্ দয়াল তোর মাথায় ব'সে বুকে পা ঝুলিয়ে আছেন—তাই অটল প্রাণ নিয়ে চলবি। নিজে আনন্দে অথচ কর্ম্মপটু থাকবি—আর এমন attitude-এ চলবি যাতে মানুষ তোকে দেখে আনন্দিত হবে, কর্ম্মপটু হবে, আর জীবনভর জীবন দিয়ে যা-কিছু করবি—সব তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে—তাঁ'তে সার্থকতা পেতে—বুঝলি?

আমার রাধাস্বামী জানবি ও সবাইকে জানাবি।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৩৮

পণ্ডিত!

তোমাকে আগে চিঠি লিখিনি ব'লে আমাকে ভালবাসতে ভুলে যাবে না তো? তোমার খেলার ওখানে কেউ নেই ব'লে কষ্ট হয়েছে—এ ক'টা দিন অন্ততঃ তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার বোনা দিদি, আর-আর যাদের নিয়ে খেলতে ভালবাসো তাদের নিয়েই কোন রকমে খেলো, বুঝলে? তারপর এখানে এলে তো তোমার খেলার সাথী মজুত। আর তুমি যখন এখানে আসবে, তোমার ভাল লাগে আমার জন্য এমন-একটা জিনিস যদি পাও নিয়ে এসো, মনে থাকবে তো?

আমার রাধাস্বামী জানবে ও বলবে।

দীন

পণ্ডিতের

"আমি"

## ৩৯

**রমেন!**

বীর হ'তে হবে আমাদের—সাহসী হ'তে হবে আমাদের,—আর আমাদের বীর হওয়া বা সাহসী হওয়া মানে মানুষ খুন করা নয় কিন্তু—বরং মৃত্যুকে অবনত ক'রে মানুষকে জীবনে আনয়ন করা—যা'তে মানুষ উন্নত হ'তে পারে—যা'তে মানুষ বিধ্বস্তি ও বিপন্নতার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে—নিঃস্বার্থভাবে, অম্লান সাহসে, earnestly তাই করা।

বীরের স্বভাবই মানুষকে মুক্ত করা, উন্নত করা, প্রশস্ত করা। সে যদি বুঝতে পারে কোন-কিছুতে মঙ্গল হবে—তা' ব্যষ্টিরই হোক্ আর সমষ্টিরই হোক্—আর সে-মঙ্গল সবাইকে স্পর্শ করবে—যার ফলে মানুষ মুক্ত ও উন্নত হ'তে পারবে, শত কষ্ট হ'লেও বীর তা' হাসিমুখে—সহজ সাহসে উদ্দাম করার আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে—বুঝলে?

যদি বাঁচতে চাও—ভাল কিছু করতে চাও—তবে সাহসী হ'তে চেষ্টা কর—বীর হও।

রাধাস্বামী জানবে ও জানাবে।

তোমারই—
দীন
"আমি"

রেণু!

মা আমার!

দ্যাখ, সহধর্ম্মিণী হ'তে হ'লে স্বামীর wishes and inclinations-গুলি এমনতরভাবে নিতে হবে যা'তে তা' comply করা বা fulfill করাটা-ই তোর সুখের হবে—ভাবতে, বলতে, করতেই একটা আনন্দ হবে,—যেমনতর নিজের desire গুলি ভাবতে বা করতে আনন্দ হয়, enthusiastic attitude আসে—এগুলি comply করাটা যেন তোরই একটা বৃত্তি (complex), আর সেগুলি নিয়ে এমনতরভাবে deal করতে হবে, যেন তা' তার Lord, Master বা আদর্শকে fulfil করে অর্থাৎ আদর্শের wish-গুলি successful ক'রে তোলে। দেখবি, এমনি ক'রে চল্‌লে দুঃখ-দুর্দ্দশার ভেতরেও কত সুখে, কত তৃপ্তিতে জীবনটাকে বহন করা যায়।

শোন্ রেণু, স্বামীর শরীরটা ভোগ করার চেয়ে যদি দেখবার হয়—যে দেখায় বা তদ্বিরে সে সুস্থ থাকে বা nourished হয়, তাই কিন্তু ভাল—আর ভাল উভয়ের।

আর, মনটা হবে উপভোগের, অর্থাৎ তাঁর মনটা নিয়ে এমনতরভাবে deal করতে হবে—যা'তে পরিশ্রান্ত হ'লেই তুই হবি তার দখিন হাওয়ার দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আরক্তিম (রাগে, দুঃখে,কষ্টে) বা বেদনাপ্লুত হ'লেই সে তোকে মন্ত্রপূত, বেদনানাশক, মনোমুগ্ধকর, সুগন্ধি স্নিগ্ধ প্রলেপের মত—তোকে পাবে জীবনপ্রদ সাহসে, কর্ম্মের উদ্যমে হর্ষে—সেবা ও সহানুভূতিতে তোর ভাষা তার কানে বাজবে দক্ষ Picloo বাঁশীর সুরের খেয়ালের মত,—এমনতরভাবে তোর আর তার সব—বুঝলি আমার

ছোট্টমা?—এমনি হলে তো সার্থক হবে তোদের মিলন-সুখ! তা' না-হ'লে ভোগই বা কোথায়—সুখই বা কোথায়!

অনেক সময় মেয়েরা ভুল ক'রে জিদ করে,—জোর করে,—অন্যের তুলনায় ধিক্কার দিয়ে, দোষ দেখিয়ে, কথায় চলনে ব্যবহারে জব্দ ক'রে স্বামীকে বশে আনতে চায়,—উল্টো, তারা সর্ব্বনাশকে নানাপ্রকারে নিমন্ত্রণ করে।

দ্যাখ মা, মানুষের কেন, জীবের একটা স্বভাবই এই, সে যেখানে বা যার কাছে mentally এবং physically nourished এবং cherished হয় অর্থাৎ যাকেই তার ভাল লাগে, তার কাছেই তার যেতে ইচ্ছা করে, থাকতে ইচ্ছা করে—যার কাছে তার বৃত্তিগুলি (wishes) আশ্রয় পায়, adjusted এবং supported হয়;—আর তাকে যখন সে দেখে তার desire এবং activity-ই এমনতর—তার সুখই হচ্ছে তা' মূর্ত্ত করা, তখন সে-মানুষের তার সাথে ভাব না হ'য়েই যায় না; তা' নয় মা?

তবে এ থেকে এই দাঁড়ায়—মানুষের তারই সঙ্গে ভাব হয় যার মনোবৃত্তি যার কাছে আশ্রয় পায়, cherished হয়, nourished হয়, মূর্ত্ত হয়,—আর এই আশ্রয় দিয়ে, adjust ক'রে, মূর্ত্ত ক'রে যার সুখ হয়, এই প্রলোভন—এই স্বার্থ—এই জন্য ভাব করাই সুখ ও স্বভাব তার—হাঁ মা, তাই দাঁড়ায় না?

লাঠালাঠি ক'রে কি ভাব হওয়ার সম্ভব? না—বিয়ে করলেই ভাব হয়! ভাবের নিয়মই এমন—যুক্তি ক'রে intellectually ভাব কয়দিন টেকে?—তবে সেধে-সেধে যদি এমনতর complex সৃষ্টি করা যায় তাহ'লে হ'তে পারে।

বাজে বকুনি ঢের ব'কে ফেললাম। তোদের পরীক্ষার কথা শুনে—গোপালের কাছে—স্ফূর্ত্তি তো ঢেরই হয়েছে, কিন্তু ভয়ও পিছু ছাড়ে

নাই,—এখন আবার মনে হচ্ছে—practical দুটো যদি তোরা খুব ভালভাবে পাড়ি দিতে পারিস্, তবেই রক্ষা—ভরসা—গোপাল বান্দা বড় কম নয়—আর ভগবান্ সরল সাধককে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য হাত তুলেই আছেন।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—

দীন সন্তান

"আমি"

# ৪১

গোপাল,

তোর চিঠি পেয়েছি! মা যদি চান তাহ'লে তার.......... কিছুতেই আটকান আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ............ সকলের কাছে, বিশেষ যাদের কাছে উপকার চাই, তাদের কাছে বিনীত, নম্র, দীন ও স্তুতিপরায়ণ হওয়া কি ভাল নয় গোপাল? আমার মনে হয় তা'তেই কাজ ভাল হয়, সব সময় জুতো মেরে কাজ আদায় করা কি সম্ভব? বুঝিয়ে বলিস্।

.......যাহা হোক্, ওর কেঁদেকেটে যে একটু মাথা খুলেছে, আমি এই আনন্দেই আজ ভরপুর আছি, আর ও বুঝুক—মানুষ এমন কি ভাগবান্‌কেও যদি আমরা ভাল না বাসি, ভাল ব্যবহার না করি, নত না হই এবং যা'তে যাকে ভালবাসি তার ভাল হয় তা' না করি, তবে মানুষ বা ভগবান্ হ'তে বিশেষ কিছুই পেতে পারি না বা পাওয়া হয় না—এটা বুঝুক, প্রাণে-প্রাণে অনুভব করুক।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—
দীন
"আমি"

# ৪২

বন্দনা!

তোমার চিঠি পেলাম। মানুষের অনিচ্ছাসত্ত্বে—বাধ্য হ'য়ে বা বুদ্ধি ক'রে সহ্য করার পাল্লা সাধারণতঃ বড়ই কম,—কিন্তু সহ্য করার ভেতর যখনই সে আনন্দ বা আরাম পায়, তখনই সে তার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে—অর্থাৎ তার যদি এমন কেহ প্রিয় থাকে, যাঁকে পেলে তার বৃত্তিগুলি সমাধিত হয়, সমাকর্ষিত হয়, সার্থক হয়—যাঁর আলিঙ্গন তাকে উদ্যম, উৎসাহ, আবেগ ও তৎপরতামণ্ডিত ক'রে তোলে—যাঁকে পেতে—যাঁর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে সবসময় ব্যগ্র হ'য়ে থাকে, তাঁকে সহ্য করা তার পক্ষে জীবনপ্রদ হ'য়ে দাঁড়ায়—তাই, তখন তাঁকে সহ্য করাটাই আনন্দের ও আরামের—আর এমনতরভাবে সে অনন্তকাল সহ্য করতে পারে। তাঁকে বা তাঁর যা-কিছু পাওয়ার ক্ষুধা যত,—সহ্য করবার ক্ষমতা তত—আর সে সব সহ্য করতে পারে তার প্রিয়ের জন্য—প্রিয়কে পাবার ক্ষুধা-অনুযায়ী।

দ্যাখ্ রে, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ায় প্রিয়কে তুষ্ট করা—তাকে nourishment দেওয়া ও elevate করা in all respects. সেখানে দোষদৃষ্টি নাই, তাকে দিয়ে অমঙ্গল হ'তে পারে এমন সন্দেহ নাই, তার কুব্যবহারের জাবেদা খাতা নাই,—আর যেখানে দেখবি ঐ সব আছে, নিশ্চয় জানবি—বাধ্য বা জব্দ ক'রে কাজ বাগানো-ছাড়া ভালবাসা ব'লে কিছু নেই।

আরো বলি শোন্, ভুল করার দরুন, অনুতাপ করা সত্ত্বেও ভুলকরা-প্রবণতা যদি দেখিস্, নিশ্চয় জানবি—ভুল ক'রে সে যা' করে তাতেই তার শ্রদ্ধা বা ভালবাসা—তার প্রবৃত্তিই তাকে চায়—দুর্ব্বল ব'লে যে-টা তার চাওয়া তা' নিয়ে মানুষের কাছে দাঁড়াতে পারে না ব'লে কম্পিত হৃদয়ে ভুল ব'লে স্বীকার করে,—মৌখিক অনুতাপ করা মাত্র। কিন্তু ভুল প্রকৃত

মানুষকে যদি ক্ষণিকের জন্যও প্রিয়-বিচ্যুতি ঘটায়, টের পেলেই উদ্দাম হ'য়ে ওঠে—অন্তরায় নিরোধের জন্য—মিলনের জন্য, আর জীবনেও সে ভুল তাকে ভুলাতে পারে না।

আবার আরো দ্যাখ্—কেহ যদি কাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে, দেখবি—তার প্রবৃত্তিগুলি দৌড়চ্ছে তার প্রিয়র বৃত্তিগুলিকে সার্থক করতে, elevate করতে—ভগবানে, জীবনে—আর তাই তার জীবন, তাই তার স্বার্থ, তা'তে সে তুষ্ট হবে, পুষ্ট হবে, তৃপ্ত হবে,—তা' করা তার যত কঠিনই হোক্, যত দুঃখেরই হোক্, করবেই সে তা'—তা'তে দুঃখকষ্টের রেখাও থাকবে না। তার মানে—প্রিয় যাতে তুষ্ট হয়, যাতে পুষ্ট হয়, তা' তার কাছে অমৃতের মতন—যদি প্রিয়র প্রতি তা' কোন প্রকার ক্ষতি এনে না ফেলে—আর সেই কারণেই সে এমন-কিছু করতেই পারে না যাতে তার প্রিয়র কিছুমাত্র বেদনা স্পর্শ করে—বুঝলি?

আমি বোধহয় এমনতর ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত হ'য়ে বা ভাগ্য নিয়ে জন্মি নাই—না বন্দনা?

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোমারই—

তৃষ্ণাক্লিষ্ট

দীন

"আমি"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

## ৪৩

সুধীর লক্ষ্মী,

আমি আসা অবধি তোর হাতের কোন চিঠি পাইনি, কেমন আছিস্ ভাই?

বোধহয় খুব ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—সময় পেলেই আমাকে বিস্তারিত সকল সমাচার লিখে জানাবি। তোরা কবে আসবি রে?

ভাই! আমাদের আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না—তীব্র হ'তে হবে। যদি আমরা বিশ্বাস করি তাঁরই দয়ায় আমরা দুনিয়ার মুক্তির পথ পেয়েছি,—তবে কেন শুধু-শুধু পেছনের দিকে নজর দিয়ে—দিবানিশি দুঃখের প্রলাপ ব'কে—এমন ঘৃণিতভাবে মারা যাই লক্ষ্মী? পেতে গেলেই আমাদের কর্ম্ম করতে হবে—আর পাওয়ার ফন্দি ভাবতে হবে—তা' নয় রে?

তাই বলি ভাই, লেগে যা—প্রকৃতভাবে লেগে যা। প্রকৃত না হ'লে প্রকৃতিকে পাব না, আর প্রকৃতিকে না পেলে কারণকে জানা যাবে না।

কেমন আছিস্ জানাস্, লক্ষ্মী! আমাদের মায়ের প্রতি নজর রাখিস্—তাঁকেও আমার অসংখ্য প্রণাম জানাস্—আর আন্তরিক রা—দিস্। আর তোরা দীনের ভালবাসা-মাখান রা—গ্রহণ করিস্।

তোদেরই—
দীন
"আমি"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ৪৪

ভোম্বল,

লক্ষ্মী আমার!

যদিও লাখ বজ্র একেবারে একদম তোর মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে, তথাপি তুই পরমপিতার সন্তান—কুসুম-কঠোরের তনয়—ভোগের কোলে ত্যাগের দুলাল। তুই যে চিরসহনশীল সন্ন্যাসী—ব্যথাহত অকম্পিত যে রে তুই—ওরে তুই যে দাশদার আত্মজ! দাঁড়া তো একবার—দাঁড়া তো লক্ষ্মী সোজা হ'য়ে—স্থির বিস্ফারিত মনশ্চক্ষে একবার চেয়ে দেখ্ তো তাঁর মুখের পানে—বল্ অহিংস অথচ মধুর ভৈরব নিনাদে—ভারত আমার বাবা, ভারত আমার মা, ভারত আমার ভ্রাতা-ভগিনী। তাঁর কাছে যুক্তকরে প্রাণ ঢেলে বল্—আমায় বল দাও—মঙ্গলে নিযুক্ত কর—আমায় সেবার অধিকার দাও।

ওরে কাঁদ্, যত ইচ্ছা কেঁদে নে—কিন্তু আপন-হারা হস্‌নে। ব্যথা যত পারে আঘাত করুক কিন্তু কিছুতেই ভেঙ্গে পড়িস্ না। সবটুকু প্রাণ দিয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরবি—দেখিস্ সব আঘাত মধুর হ'য়ে যাবে। সব আঁধার কোথায় ছুটে যাবে—উষার আলোক নিমেষে ফুটে উঠবে। ভয় নেই রে—এতটুকুও ভয় নেই।

প্রায়ই দাশদাকে স্বপ্নে দেখি—বলেন "আর আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না * * * * " মাকে দেখিস্—দুটি মেয়ে, ও—মাকে ও আর-আর সকলের প্রতি নজর রাখিস্। তোর যে সবই সইতে হবে লক্ষ্মী!

—জী কোথায় ও কেমন আছেন? যদি ইচ্ছা করে, চলে আসবি—সুবিধা হ'লেই।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৪৫

মা আমার,

সে-জীবন কতটুকু-সে লক্ষ্য কেমনতর—যা' নাকি দুনিয়ার সুখ-দুঃখের আঘাতে অবশ হ'য়ে পড়ে—শিথিল হ'য়ে পড়ে—ছিঁড়ে যায়! ও মা! আমরা চাই তাঁকে—কিন্তু পেতে গেলে যা' করতে হয়, তা' ভেবে বা দেখে যেন কেমনতর হ'য়ে যাই—কেন মা?

চাইতে হ'লেই করতে হবে—আর না করলে পাওয়া হবে না। কিন্তু করতে গেলেই পেতে হবে দুঃখ, ব্যথা অবসাদ। যখন তা' সহ্য ক'রেও,—যত অক্লান্ত মনে—অম্লান বদনে করতে পারব, আর তা' যত বেশী হবে—পাওয়াটা আমাদের তত সুন্দর হবে—তা' নয় মা?

আচ্ছা মা, তাহ'লে তো এই দাঁড়াল—দুনিয়ায় কিছু চাইতে গেলেই করতে হবে আর সইতে হবে। আর এইটে যতই ভুলব—ততই আমরা আমাদেরই পাওয়ার অন্তরায় হব। তা' না মা?

মা আমার! এখানকার আর কি কইব? প্রায়ই একবেলা আহার, তাও না-জোটার মত হয়, আর যখন হয়—তা'ও প্রায় সন্ধ্যার সময়। ও মা! এদের মুখ দেখে বুক ফেটে যায়, অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়ে জননী হয়তো সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করে, কোন দিন সন্ধ্যা কিংবা রাত্রে একমুঠো পেলে না হয়তো—কোন রকমে চারটি চিড়েমুড়ি যোগাড় ক'রে তাই দিয়েই চ'লে গেল। মা, আর কতদিন এমনতর দেখব? পরমপিতার চরণে কতই অপরাধ করছিলাম! এত অপদার্থ সন্তান মা আমি—কাহারও দুটো পেটের ভাতের উপায় করতে পারলাম না। ভেবেছি আমিও কাল থেকে সকলের দশায় গা ঢেলে দিব। যদি পারি—ওরা দু'বেলা খেলে আমি একবেলা—আর ওরা একবেলা খেলে আমি—না।

ও মা, এমনিই তোর কত ব্যথা—আমি আবার আমার কথা ক'য়ে তোকে আরও ভারী করছি। কি করব মা, সন্তান মাকে ছাড়া আর কাকে কইবে? দুঃখ করিস্ না মা—আমাদের সইতে হবে।

খুকি কেমন আছে? মা কেমন আছে? অবসর মত তাকে এক আধখানা চিঠি লিখতে বলিস্। তোদের চিঠি পেলে ভাল লাগে বড়।

মা কেমন আছেন? তাঁর একটু অসুস্থতার কথা শুনে এসেছিলাম। তাঁকে প্রাণপণে যতদূর সম্ভব সেবা, ভক্তি করিস্। ও মা দ্যাখ্—তিনি বড় রাণী-কাঙ্গাল—আর ব্যথাও তেমনি! আর তোদের তিনি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

—লেনে আমার মায়ের খবর কি মা? তাঁর চিঠি বড়ই কম পাই।

আমার রা—জানিস্ মা আর—কে জানাস্।

তোরই—

দীন সন্তান

**"আমি"**

## ৪৬

যতীনদা,

অনেক দিন আপনার চিঠি পাই নাই, কেন দাদা? আমার খুকুমা ও মা কেমন আছে? খুকুমা মেয়ে পেয়ে তার ছেলেটির কথা ভুলে যায়নি তো?

দাদা! অবসাদ আমাদের লক্ষ্যমুখী গতির একটা ঘোর অন্তরায়—আর এই অবসাদের উৎপত্তি হ'ল 'না'-চিন্তা হ'তে। তাই, অবসাদ এলেই তাঁর চিন্তা বা 'হল বা হচ্ছে' চিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। মনের দুটি দিক্ আছে—একটি হাঁ আর একটি না—হাঁ-তে আছে—প্রসারণ, আর না-তে আছে সঙ্কোচ, দুঃখ, অবসাদ। তাই, আমাদের এগুতে হ'লেই ভাবতে হবে হাঁ, আর করতে হবে তেমনতর—আর এগিয়ে যাওয়ার অন্তরায়কে না ক'রে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে হবে। হাঁ-টাই ভালর দিকের চিন্তা ও কর্ম্ম, আর না-টাই তার উল্টো। দাদা আমার! লক্ষ্যে ভালবাসার চিন্তা আর তাঁ'তে যতটা ডুবে থাকা—লক্ষ্যের দিকে গতি হয় আমাদের তেমনতর। তাই, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভালবাসা আর তদনুযায়ী কর্ম্ম যতটুকু, তাঁকে পাওয়ার রকমও তেমনতর।

তাই বলি দাদা, আমাদের কোনও চিন্তা, কোনও ভয় নেই—তিনি আমাদের যথেষ্ট ভালবাসেন, আর আমরা তাঁকে কিছু-না-কিছু ভালবাসিই—আমরা তাঁকে পেয়েছি, পাব, আরও পাবই।

মাতাঠাকুরাণী, কৃ—দা, সু—দা কলিকাতায় আছেন, কবে আসবেন ঠিক নাই। —কা, —নীরা কেমন আছে? আর মায়েরা কেমন আছে? আপনি কেমন আছেন দাদা? আমার আন্তরিক রা—জানবেন দাদা, আর সকলকে জানাবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

## ৪৭

কল্যাণীয়া,

সময় যায় কিন্তু প্রায় লোকেই তাহার সদ্ব্যবহার করে না। তাই, অসময়ে তাহাদের অমূল্য জিনিস হারায়। সময়ের সদ্ব্যবহার করিও, ঈশ্বরকে ডাকিও—তোমার জিনিস হারাইও না।

ট্রেন-লাইন হইতে পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাত লাগিয়াছে, ভাল হয় নাই। বাটিস্থ সকলে কেমন আছে? তুমি কেমন আছ?

ইতি—

অনুকূল

ভাই খলিল!

পত্র পাইয়া সকল অবস্থা অবগত হইলাম। আমি পত্র না লিখিলেও পত্র লেখা বন্ধ করিও না।

সাধনার অবস্থা যাহা লিখিয়াছ তাহা বড়ই সুন্দর—উহা বড়ই ভাগ্যের কথা! প্রথম-প্রথম নানাপ্রকার মিশ্রিত শব্দই পাওয়া যায়—মনোনিবেশ যতই স্থির হয় ততই মিশ্রিত শব্দ কমিয়া গিয়া Whistle কিংবা Bell-sound-এ দাঁড়ায় এবং তারপর হইতে distinct পৃথক-পৃথক শব্দ ও রূপ প্রকাশিত হয়।

বামের শব্দে মনোনিবেশ করিতে নাই। 3rd তিল হইতে টিকি পর্য্যন্ত সোজা Line-এর ঈষৎ দক্ষিণদিকে নানাপ্রকার শব্দের ভেতর যে continuous একটি শব্দ পাওয়া যায় তাহাতেই মন সংলগ্ন করিয়া Bell-sound শুনিতে চেষ্টা করিতে হয়, আর এই উপায়েই অগ্রসর হওয়া ভাল, নতুবা বহু শব্দে মনোযোগ করিলে মন বিক্ষিপ্ত হইতে পারে।

এমনতর সত্তার অনুভবকেই আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া বলে। ভ'মর গুফার অবস্থাকেই সোহহং অবস্থা বলে।

সময় পেলেই এখানে আসার প্রয়োজন, আসিলে অনেক কথা হয়—অনেক জানিতে পারা যায়।

পাঁচু ভাই-এর খবর কি? সে কেমন আছে? সময় পেলে সেও যেন আসে।

তোমার ছোট ভাই-এর খবর অনেক দিন পাইনি—তাহার সংবাদ পেলে সুখী হইব।

ভাই, তাঁহার উপর নির্ভর ক'রে খুব কাজ ক'রে যাও। পরম পুরুষের ধাম হ'তে আশীর্ব্বাদ আসছে, তাঁকে প্রাণ খুলে অনুভব কর—তোমার মন যেন তাঁ'তে জেগে থাকে—ঘুমিও না—ঘুমুলে অর্থাৎ তাঁকে স্মরণ না রাখলে—তাঁর দিকে হৃদয় উন্মুক্ত না রাখলে আশীর্ব্বাদকে অনুভব না-ও করা হইতে পারে—তাই বলি ভাই আমার! প্রাণ খুলে ভরপুর অনুভব কর, আর বিশ্বের বিস্মৃত ভাইদিগকে ডেকে বল—স্মরণ করিয়ে দাও—তারাও অমৃত পান ক'রে চির-চেতন হ'য়ে থাক্।

ভাই! হামেশা চিঠি লিখো, আর সময় পেলেই আসতে চেষ্টা ক'রো।

আর এই সময় মাকে Initiate করতে পারলে বড়ই ভাল হ'ত মনে হয়।

শরীরকে যতদূর সম্ভব নিয়মিত রাখতে চেষ্টা করতে হবে। স্নান, আহার, চলা-ফেরা সমস্তই স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও নিয়মিত করতে হবে—দেখো ভাই, শরীরের জন্য যেন চলার ব্যাঘাত না হয়।

সংযম যতটা থাকে ততই ভাল। হৃদয়-মনকে ভাবমুখী রাখতে চেষ্টা করতে হবে।

আমার রাধাস্বামী জেনো, আর-সৎসঙ্গীকে দিও।

তোঃ

"আমি"

# ৪৯

গোপাল রে!

তোর কয়খানা চিঠিই পেয়েছি কিন্তু নানারকম বুক-ফাটা ব্যথার ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তাই কিছুই লিখতে পারি নাই।

—Blackwater fever হয়ে মারা গেল। কবিরাজদের বাড়ীর —র স্ত্রী ছেলে হ'তে মারা গেল; আবার বালুরঘাট থেকে একজন তার ২৫।২৬ দিনের typhoid fever-গ্রস্থ ৫।৬ বৎসরর একমাত্র সন্তান নিয়ে এল, একটু ভালও বোধ হল—কিন্তু হঠাৎ মারা গেল। নানারকম কষ্টে প্রাণটা যেন কেমন হ'য়ে গেছে গোপাল! মানুষ যতদিন না মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারছে ততদিন তার জন্মই বৃথা।

*　　*　　*　　*

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৫০

রেণু!

চিতায় পুড়ে মরলে না হয় সবাই সাধ্বী সতী
যুদ্ধে হত—না হয় সবাই বীর,
বিরহেরি আগুন-তাপে দ'গ্ধে মরে যারা
তাদেরই মন পূর্ণেতে হয় স্থির।

জ্বলুক রেণু, যত পারে জ্বলুক, যতদিন না আমরা তাঁতে সার্থক হ'তে পারছি—যতদিন-না আমাদের কৃতকার্য্যতায় তাঁর মুখ উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে,—যতদিন-না আমাদের চলায়, বলায়, চিন্তায় আমাদের ভেতর তাঁকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারছি, ততদিন যেন "তোমায় ঘরে হয়নি আনা—সে-কথা রয় মনে।"

—ব্যগ্রভাবে, উৎকণ্ঠায় হরিণীর মত তাঁরই আনার আয়োজনে, তাঁকেই আনার কর্ম্মে ব্যাপৃত হ'য়ে থাকব—মুহূর্মুহূ চকিত প্রতীক্ষায় শবরীর মত দিনগুলি কাটাব—ভুলব না তোমাকে, চাইব না কাউকে, আমার এ তোমার মন তোমাকে নিয়েই থাকবে,—কেমন, পারবে রেণু এমনতর জ্বলতে? আর, এমনতর জ্বলাতেই যে সে পূর্ণ হ'য়ে থাকে, স্থির হ'য়ে থাকে—আমাদের ভিতরে!

রাধাস্বামী জানবে ও জানাবে।
তোরই—
দীন
সন্তান
"আমি"

# ৫১

মতি রে!

আজ বড় ক্ষুধার দায়েই তোর কাছে দাঁড়িয়েছি—আমাকে কি নিবি না তুই? তোর কি এমনতর কেউ নেই—য়ার কাছে আমায় গলায় ক'রে দাঁড়ালে—ক্ষুধাকে যে জানে—ক্ষুধার্ত্তে যার সমবেদনা আছে, ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চাইলে—আমার এ ক্ষুধার কথা জানলে—সমবেদনায় তার বুকখানা উথ্‌লে উঠে,—শতধা হ'য়ে গড়িয়ে প'ড়ে তার রক্ত-জল-করা ক্ষুন্নিবৃত্তির উপার্জ্জনের অংশীদার করতে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হয় না? —দ্যাখ্ রে দ্যাখ্, নিয়ে চল্ আমায় সেই মহানের কাছে, তোর আর্ত্তচক্ষু, বেদনার বাণী তাঁকে পূজা করুক,—এ দৃপ্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হোক্ তাঁর দানে,—আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টির মতন অবিরল ধারায় সিক্ত ক'রে তুলুক—ফুল্ল ক'রে তুলুক।

দ্যাখ্ রে বলবি তাঁকে—বেশ ক'রে বলবি—তাঁর যতদিন ক্ষুধা ব'লে কিছু থাকে—আর যতদিন আমার না-চাওয়া তাঁকে নিবারণ না করে, ততদিন যেন এ দান হ'তে বঞ্চিত না হই।

দ্যাখ্ রে, আরও কথা—এ দানটা যেন ইংরাজী মাসের ৫ই, ৭ই-র মধ্যে আমার নামে এসে আমার হস্তগত হয়। বুঝলি তো রে?—

তোরই—
ক্ষুধার্ত্ত
দীন ভিক্ষু
"আমি"

৫২

বন্দনা!

জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ,
ভক্তি ভগবানে,
সকল শিক্ষার সার—
রাখিও স্মরণে।

দয়্-ধাতুর মানে শুনেছিলাম রক্ষা করা, পালন করা—তাই যা' নাকি মানুষকে অবনতি বা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তা' হ'তে বাঁচানই দয়া করা;—আর যে নিজের বাঁচাকে অগ্রাহ্য ক'রে পরের জন্য বাঁচে, সে-ই স্বার্থত্যাগী—আর সে-ই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে দয়া করতে পারে।

—গুরু, আদর্শ বা ভগবান্ তৈলধারার মত নিরবচ্ছিন্নভাবে যার মনে লেগেছে—যার যা'-কিছু বৃত্তি সবগুলিই ভগবান্‌কে স্পর্শ করে,—সেবা ক'রে সার্থক হ'তে চায়, ধন্য হ'তে চায়,—আর এ যার চরিত্রগত হয়েছে, তার কি শিক্ষার কিছু বাকী আছে বন্দনা?

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।
তোরই—
দীন
"আমি"

## ৫৩

সতীশদা,

দাদা আমার!

অনেকদিন আপনার কোনও চিঠি পাইনি—দেখিওনি। চিঠি পেতে ও দেখতে বড় ইচ্ছে করে—থেকে-থেকে।

আমরা আর ঘুমিয়ে থাকব কত কাল, দাদা? অবসাদ-মাখা ঘুমের ভেতর ব্যথাভরা সুরে কে যেন বলে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত",—কে যেন বলে—

"উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে—
ওই চেয়ে দেখ—কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক শত-শত।"

ওই শুনুন দাদা, নিজের হৃদয়ের দিকে কান পেতে—যেন মধুর ভৈরব গম্ভীরে বলে—

"ওই শুন শুন কল্লোল ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা,
স্থির থাক তুমি—থাক তুমি জাগি,
প্রদীপের মত আপনা তেয়াগি,
এ নিশীথ-মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।"

তাই দাদা, আমাদের আর ব্যথার প্রলাপ ব'কে নিরর্থক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে তাঁর দেওয়া দিনগুলি এমন ক'রে কাটালে চলবে না। যতই ওদের দিকে—এমন কি প্রতিকারের জন্যও—যতই ওদের দিকে নজর

দেবো—ভাববো, ততই ওরা আমাদের অবশ ক'রে ফেলবে, এক পা-ও এগুতে পারবো না,—দুর্দ্দশা ও অবসাদে প'ড়ে মরবো;—এগুতে হবে আমাদের অটুট বিশ্বাস রেখে তাঁর চরণে, প্রতিক্রিয়াহীন আশা ও উদ্যমে ভর ক'রে স্ফূর্ত্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কর্ম্মে। এ দিন তো দাঁড়ায় না দাদা! জন্ম তো মিথ্যা নয় দাদা! তবে কেন তাকে সার্থক হ'তে দিতে কৃপণ হব আমরা!

মনে করতে হবে "মানুষ আমরা নহি তো মেষ!" তা' নয় দাদা? আহাম্মক হ'লে চলবে না,—মানুষের সমালোচনায় কর্ণপাত করলে চলবে না,—ভাবতে হবে—"হাত্তি চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার", সেবায় আত্মহারা হ'তে হবে,—তাঁ'তে সাবাড় হ'তে হবে, তবে পাওয়া আপনি আসবে। উপায়—তাঁকে একান্তই ভালবাসা।

কবে আবার দেখা পাব দাদা? মা কি আপনার কাছে যাবেন? আমার আন্তরিক রা—জানবেন।

আপনারই—

অধম ছোট ভাই

"আমি"

## ৫৪

গোপাল রে,

দ্যাখ, এ পৃথিবীতে মাত্র একটা ভাবই দেখতে পাই—এক সাথে সুখ-দুঃখ মাখান, অথচ বড় মিষ্টি! তা' কেবলমাত্র ভালবাসাই।

* * * * *

তোদেরই—
দীন
"আমি"

# ৫৫

যতীনদা,

আপনার চিঠি পেয়ে সমস্ত জ্ঞাত হলাম। আমি খুব চেষ্টা করব, কিন্তু নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষ এখন আর ভরসা পায় না,—নানারকমে মোটের উপর সকলের একদিক্-দিয়ে লোকসানই হয়েছে, সবই তো বুঝতে পারেন। আমার যা' পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে, তা' পেলে আর কথাই নাই। প্রার্থনা করুন তাঁর কাছে দাদা, আমরা যেন প্রকৃত হ'তে পারি—আর যেন আমরা চেষ্টা করি তা' হ'তে।

দাদা আমার! আমরা যদি অনবরত দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করি, তাহ'লে তার ফলে ক্রমে-ক্রমে অবসন্নই হ'য়ে পড়ব, আর কোনক্রমেই দুঃখ হ'তে পরিত্রাণ পাব না,—যদি আমরা দুঃখকে এড়াতে চাই, তাহ'লে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—তাঁ'তে অটুট বিশ্বাস রেখে—তাঁ'তে ভর দিয়ে দুঃখকে উপেক্ষা করা, তাঁর উপর প্রতিক্রিয়াবিহীন আশা রেখে—স্ফূর্ত্তি ক'রে—বিপুল উদ্যমে কর্ম্ম করা, আর আমরা যা' পাওয়ার জন্য কর্ম্ম করতে যাচ্ছি তার প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তা করা ও ফন্দি বার করা;—তাহ'লে দেখতে পাব আমরা প্রায়ই কৃতকার্য্য হচ্ছি। দুঃখ এলেই মনে করতে হয়—তাঁকে স্মরণ ক'রে "অ্যায়েসা দিন নেহি রহেগা"।

দাদা, আপনার শরীর কেমন আছে? আর-আর সকলে কেমন আছেন দাদা? আপনি একবার সকালেই আসবেন না? আমার আন্তরিক রা—জানবেন ও সকলকে দিবেন।

আপনারই—
দীন
ছোট ভাই
"আমি"

## ৫৬

মা,

খুব ডাকতে ইচ্ছে করছে মা, আকুল প্রাণে, কাতর কণ্ঠে, দর্পে, ক্ষোভে, ব্যথার গর্ব্বে মা মা মা মা, মাগো, ওমা ব'লে! তুই মা আমার যেমন মা, আমি মা তোর কেবল একটিমাত্র তেমনি ছেলে। তুই মা স্পষ্ট, সুন্দর, মিষ্টি, সত্য কথা ক'য়ে লাঞ্ছিতা—'অবতার'—আদি মহাপুরুষের কাছে; আর আমিও মা যাদের বেশী ভাল বেসেছি, তাদেরই—কেবল তাদেরই পায়ের তলায়—দলিত হয়েছি—হচ্ছি, আর বোধহয় হব-ও। আমার মা, তাই ভাল—তাই সুন্দর। ভাল ক'রে যে মা নিন্দার মুকুট পরে, সে-ই তো মা দুনিয়ায় নূতন ভাগ্যবান্—তা' মা সত্যই আমি ভাগ্যবান্—তোর ছেলে হ'য়ে।

ক্ষেপে যা মা—পাগলী হ'য়ে যা, আর তাকাস্ না কোনও দিকে, যা' করবি তা' ক'রে যা অকম্পিত বুক নিয়ে—যে বুকে এই আমি মানুষ হয়েছি—হচ্ছি—হ'ব।

মা শুম্ভ-নিশুম্ভ তো অমনই,—দৈত্যের ঘাড়ে খড়্গ পড়লে কি তারা চুপ ক'রে থাকে মা?

এখানে অনেকগুলি বি-এ, এম্-এ, ভদ্রলোক ছিলেন, তাদের তোর 'ভারতবর্ষে' লেখা আগে পড়তে দিলাম, তারা পাঠ ক'রে খুব সুখ্যাতি করতে লাগল, আর আমি তখনই বের ক'রে দেখিয়ে দিলেম, আর তারা চটেই লাল;—বল্লেন এর প্রতিকার করতেই হবে—এতদূর অভদ্রতা! নির্ভীকভাবে এমন স্পষ্ট, মিষ্টি সত্যির কোথায় আদর হওয়া উচিত,—তা' নয় উল্টো! মায়ের অপমান! একটা-কিছু করতেই হবে। আমি বল্লেম—চুপ কর দাদারা, কেউ আবার শুনবে এরা আবার মেয়েলোকের পক্ষে

দাঁড়িয়েছে,—সত্যির প্রশ্রয় দিয়েছে,—তাহ'লে 'অবতার'-এর পূজা হবে না, এত সাহস আমাদের আছে কি ভাই? লাঞ্ছিত হোক আমাদের মা—তা'তে লজ্জা কি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কাপুরুষ আমরা!

মা মা মা আমার! আবার নগ্না এলোকেশী হ'য়ে এই বাচ্ছাটাকে পদে নিয়ে নাচ তো, আবার দুনিয়াটা টল্‌মল্ ক'রে চলে উঠুক, সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তোর সন্তানদের হৃদয় ছেড়ে একদম নির্ব্বাসিত হোক্ মা।—আবার দুনিয়া অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হোক্,—আর হোক্—হোক মা অপসারিত সব-রকম অবসাদাদি, আর—আরও মা, ক'রে দে তোর সন্তানদের সহধর্ম্মিণী জ্ঞান আর কর্ম্ম দেবীকে।

মা
তোরই—
দীন সন্তান
"আমি"

# ৫৭

সতীশদা,

একটু ঝড়ই উঠেছে!—কিন্তু মনে যেন থাকে—

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়—তাহা না ডরাক্ তোমা।
চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান—
হৃদয় শ্মশান—নাচুক্ তাহাতে শ্যামা।

আরও ভাবুন—

শকুনীর চীৎকার গৃধিনী-রোদন
অভক্তের বটে অগতির লক্ষণ
কালবারিণী কালীর পুত্রের পক্ষে শমন
অশুভ ব'লে কে কয়?

সতীশদা, এ কথা তো ভুলে যান নাই যে তাঁর চাইতে তাঁর দেওয়া সংসার যার কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেছে—কাল তাকেই শাসন করতে পারে,—আর সংসার যার তাঁর চাইতে প্রিয় হ'য়ে উঠে নাই, শুভ-অশুভ তার কি করবে? তিনি-ভিন্ন যার কেউ নেই—তিনি-ভিন্ন যার গতি নেই—যার এমনতর ভাব স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে,—সে যে স্বভাবতঃই ব্রহ্মবিৎ—তার অন্য-কিছু সাধন-ভজন থাক্ আর নাই থাক্। তা' তো জানেন—দাদা আমার! তবে আর দুঃখ কি?—ভাবনা কি?—দুর্ব্বলতাই বা কি?

দুনিয়ায় এমন কোনও ব্যথা আছে দাদা, যা' নাকি তাঁর বিরহের ব্যথাকে ছাপিয়ে উঠ্তে পারে?

তাই আমার আপনার দিকে ভাবনা কম—কিন্তু ব্যথা বেশী।

আমার রা— জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

## ৫৮

দাদা আমার,

বেশ—খুব ভাল!—যে সন্তান মায়ের আঁচল-ধরা—মা মা ব'লে আকুল সুরে ব্যাকুল বুকে ডাক্‌তে জানে,—মায়ের কোলে যে তার অটুট সিংহাসন,—আর মায়ের ধর্ম্ম—যাঁর উপর মা আমার দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—পরমদয়াল পরমপিতা আমার—স্নেহ-চুম্বনের মত তার মাথায় মুকুট হ'য়ে বসবেন, আর কোটি জ্ঞানসূর্য্য কোহিনূর-প্রভায়—অন্তর-বাহির প্রেমে, জ্ঞানে, কর্ম্মে যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে তার আর সন্দেহ কি?

তাই বলি দাদা, অন্তরের আকাশ, আলো, বাতাস, মাটি কাঁপায়ে—গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আবার বলুন—

> সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
> শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥

প্রণাম করুন—আর ভাবে বিভোর হ'য়ে চেয়ে দেখুন দুনিয়ার দিকে—দেখুন দাদা মাকে—মা কি! মা আমার কেমন!

আরও বলুন—দাদা আরও ভাবুন—

> আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
> ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে॥
> শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
> শক্ত্যাচারপ্রিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে॥
> জয়দে জগদানন্দে জগদেবপ্রপূজিতে।
> জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে॥
> পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
> স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপেণ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তু তে॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে।।
কলাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে।।

তাই বলি প্রিয় আমার! এ দুনিয়ার প্রত্যেকের সেবায় লেগে যান। সেবাই পূজা—প্রকৃত পূজা—আর তা' না চাইতেই বুঝে—প্রয়োজন বুঝে, নিঃস্বার্থভাবে—শুধু সেবার আনন্দ যে যত করতে পারে সে তত প্রকৃত সেবক—এই আমার ধারণা।

আচ্ছা দাদা! আদর্শ বা গুরুকে তো আমরা এমনভাবে ভাবতে পারি—তিনি আমার কাছে only emanated Son—তাঁ'তে Prime Father, Prime Mother জাগ্রত, উদ্বোধিত ও ভাবব্যক্ত, আর তাঁরই দেওয়া যুগল নাম সিদ্ধমন্ত্র 'রা'—তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর wishes fulfil করা-ই আমার সাধনা,—অবশ্য এগুলি তাঁর প্রতি দোষদৃষ্টিশূন্য, সহজ টান বা ভালবাসা-প্রসূত হওয়া চাই। এ-রকম চিন্তায় কি কোন অসুবিধা হয় দাদা?

আর এমনতরভাবে যদি অভ্যস্ত থাকা যায়, তবে তাঁকে চিন্তা করতে গেলে মায়ের মূর্ত্তিই আসুক আর তাঁর মূর্ত্তিই আসুক—কোনই অসুবিধা হবে না,—বরং তা'তে আমরা আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠব—সার্থক হবে আমাদের আরাধনা,—তা' নয় দাদা?

তখন এমন হ'লে ভাববিহ্বল হ'য়ে রা—বল্‌তেই হয়তো রোমাঞ্চ হ'য়ে উঠবে—বুকখানা গুরু গুরু ব'লে—মা মা ব'লে নেচে উঠবে—চোখ দিয়ে হয়তো দরবিগলিত ধারায় ধীর ঝরণার মত আনন্দাশ্রু ব'য়ে পড়বে।

দাদা আমার! লক্ষ্মী আমার! আমি যেন কেন আমাকে কাহারও গুরু ব'লে ভাবতে পারি না,—ভাবতে গেলে কেমনতর যেন হ'য়ে যাই, কেমন

যেন ফাঁকা লাগে—তাই দাদা, আমাকে যদি কেউ গুরুটুরু ভাবে, তা'তে আমার বাধা দেওয়ার যদিও এক্‌তিয়ার নেই, তবে আমি এই ভাবি এরূপ ভাবটা তাঁরই সম্পত্তি, আর এর ভাল-ও তাঁর আর মন্দ যদি হয় সে-ও তাঁর।—আর আমার আরও মনে হয়—কাহারও টান, উন্মাদনা, ভাব, ভালবাসা, আসক্তি এই ভালমন্দের প্রশ্নশূন্য পরপারে দাঁড় করিয়ে গুরু-গুরু বা প্রিয়-প্রিয় ব'লে ডাকতে পারে—তবেই সে ডাক তাঁকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে—নতুবা নয়। আর এমনতর হ'লে ঢেঁকি ভ'জেও মানুষ স্বর্গে যায়।

প্রার্থনা আমার তাঁর কাছে—আপনার ভক্তি যেন তাঁর প্রতি অটুট থাকে—আর তার কাছে যেন দুনিয়ার বেদনা-দুঃখ-কষ্ট ম্লান হ'য়ে যায়, অবনত হ'য়ে থাকে, পরাজিত হ'য়ে পরমপ্রিয়র মত জয় ঘোষণা করে।

দাদা আমার, আর-একটি অনুরোধ, ঈশোপনিষদের সেই শ্লোকটি যেন আপনার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, তা' এই—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় এব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।

আমার আন্তরিক রা—জানবেন ও আর-আর ভাইদের জানাবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

## ৫৯

মুঙ্গলী,

ডান হাতে তার সেবা—বামে সান্ত্বনা, বুকে আবেগ ও অনুরক্তি—মুখে সহানুভূতি, নাসারন্ধ্রে স্নেহ-মমতা—শ্রবণে বেদশ্রুতি,—মস্তিষ্কে বোধ ও বিবেচনা—চরণে ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মতৎপরতা,— সর্ব্বাঙ্গে বৃত্তি-নিবেদন—

এমনরূপে কে এল রে—
আমার স্বপ্ন-আবেশে বিহ্বল ব্যগ্র-চকিত
চক্ষুর সম্মুখে?—
সে কি আমার সর্ব্বমঙ্গলা?
আমার রাধাস্বামী

তোরই—
দীন
"আমি"

যোগেশদা,

গ্যাছে! যা' গেছে তা' যাক্,—আর যা' যায় তা' যায়ই কিন্তু এই যাক্ ব'লে অমনই ক'রে সহজভাবে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে চলা—সে চলা কয়জন পারে দাদা?

যদি জানতে পারতাম, বুঝতে পারতাম, বিশ্বাস করতে পারতাম—এ যাওয়া সেখানে—তাঁর কাছে, যেখানে যাঁর কাছে সবাই যায়, সুখে থাকে, আমরাও যাব, সুখী হব—আবার পেয়ে, আবার দেখে—আমাদের ঈপ্সিতগুলিকে। প্রার্থনা করি তাঁর কাছে যোগেশদা—পিতা! দাও আমাদের সেই প্রজ্ঞা—যা' দিয়ে বা যা' নিয়ে অযুত ঝঞ্ঝা, অযুত বজ্র, অযুত আঘাত—অম্লান মুখে, অক্লান্ত হৃদয়ে—শান্ত দৃষ্টিতে শুধু তোমার মুখ চেয়ে সহ্য করতে পারি। আর, কবির সেই গানটি ভাবি, বলি, গাই—

আমরা, অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারাই তাহ'লে
প্রাণ করে হায় হায়।
তোমাতে রয়েছে কোটী শশীভানু
হারায়নি কভু অণু-পরমাণু
আমার এ ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়!

যদি সুস্থ থাকেন আর সম্ভব হয় তবে একবার সকালেই চলে আস্‌তে চেষ্টা করবেন—সব-শুদ্ধ নিয়ে সম্ভব হ'লেও ভাল। আমার অসুখ হয়েছিল—আজ একটু ভাল আছি। রা—জানবেন!

আপনারই—
দীন
"আমি"

## ৬১

বন্দনা,

স্তুতি তার তখনই সার্থক—সে যাঁকে স্তব করে, সে তার অজ্ঞাতসারে তার চরিত্রকে স্তুতির ভাবে রঞ্জিত ক'রে তোলে,—আর সেই রঞ্জিত ভাববীচিমালা তার স্তবের মানুষটিকে মন্থর অথচ আকুল চুম্বনে—নিত্য নূতন ক'রে—নবীন ক্রমবর্দ্ধনশীল অথচ চিরন্তন ক'রে আবার নবীন স্তবের উৎস খুলে দেয়,—এমন স্তুতি কোথায় বন্দনা?

তোদের পরীক্ষার কথা শুনে সুখী হয়েছি আবার ভয়ও পেছনে-পেছনে দৌড়চ্ছে—practical দু'টো ভালভাবে হ'লেই তবে অনেকটা—

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই স্তুতির কাঙ্গাল—
দীন
"আমি"

# ৬২

কৃষ্ণদা,

এরই ভিতর রাত্রে দু-একদিন ঘুমোইনি। বীরেনদা আমারই কাছে ছিলেন—তিনিও ঘুমোননি। সেদিন ভাব্‌ছিলাম—মানুষ যখনই তার বড় সাধের tendency to admiration—যা' পেলেই আনন্দ—তা' দিয়ে মূর্ত্ত মানুষ-বিগ্রহকে পূজা করতে কুণ্ঠিত হয়, তখন চেষ্টা সত্ত্বেও তার সবই যেন নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায়;—মনে হয় he who loses admiration loses honour and activity and thereby becomes dull and callous. আর, তখনি দরিদ্রতার মোসাহেব আলস্য, আত্মম্ভরিতা, অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতা মানুষের মনকে একচেটে ক'রে ফেলে। কথাগুলি বীরেনদাকে বল্‌লেম, তিনি বল্‌লেন, তা' তো ঠিকই।

এবার ভাল ক'রে পাড়ি দিয়ে চ'লে আসুন,—আর এমন mood নিয়ে আসুন যা'তে আপনার দীপ্ত ভাবস্পর্শে সবাই যেন উথলে উঠে ভক্তি ও কর্ম্মের একটা প্লাবন সৃষ্টি করতে পারে—যা' নাকি ক্রমাগতিতে পর্য্যবসিত হয়।

রাধাস্বামী জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

# ৬৩

গোপাল!

তোর চিঠিখানা এমন মিষ্টি লাগল কেন ভাই! চিঠিখানা প'ড়েই মনে হ'ল আমার বুকের ব্যথার সুরটা যেন তোর বুকেও বেজে উঠেছে। তুই আমা হ'তে এ দুনিয়ায় যদিও নবীন, তথাপি তোর বুকখানা যেন সমবেদনায় মাখান।

ভাই আমার! ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের মাঝখানে পড়েছি। পরমপিতা যেদিক্ হোক্ একদিকের কূল একদিন দেবেনই দেবেন—তুই ভাবিস্ না ভাই! তাঁকেই ডাক্, তাঁকেই ভাব্, আর মন দিয়ে নিজের কাজ কর্।.......... সবাইকে প্রেমের চক্ষে দেখতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু ভালবাসা বা প্রেম করতে চেষ্টা করা উচিত সেই একজনকে, আর তা'তেই প্রেমের সার্থকতা।......

মাসিমার চিঠি পেয়েছি—তাঁর যত দুঃখ এই অধম আমাকে নিয়ে। তাঁর শরীর সুস্থ না হ'লে এই দুঃখ-প্রজ্বলিত আমার কাছে ছেড়ে দিস্ না। তাহ'লে বোধহয় আরও খারাপ হ'তে পারে। Colour treatment-এ যে একটা জায়গাতেও কৃতকার্য্য হয়েছিস্—বড়ই সুখের কথা!

আমার নিত্যই নূতন তেমনই চলছে। তুই চিঠি লিখতে ভুলিস না—বড় মিষ্টি লাগে। আমার রাধাস্বামী জানিস ও সকলকে জানাবি।

তোরই—
বিপন্ন অধম
"আমি"

## ৬৪

সুষমা মা!

মিষ্টি মানে তাই তো যা'তে মানুষের ভাল লাগে অথচ খারাপ করে না, আর তা'তে শরীরের পুষ্টি, মনের তুষ্টি ও জীবনকে বৃদ্ধি করে; তাই নয়?

নিজের যা'তে তুষ্টি, পুষ্টি ও জীবনকে বৃদ্ধি করে, অন্যেরও সেই অবস্থায়—প্রায় সবারই তা'তেই তুষ্টি, পুষ্টি ও জীবনকে বৃদ্ধি করে—এটা মানুষের সহজ জ্ঞান। তাই—

অপরের প্রতি কর সেই আচরণ
নিজে যাহা পেতে তুমি কর আকিঞ্চন!

আরও, মানুষ যদি আমার প্রতি ভাল ব্যবহার না-ও করে, তবুও আমি তার প্রতি ভাল ব্যবহার করতে পরাঙ্মুখ হব না,—এইটা একটু মন দিয়ে ধ'রে চলতে পারলেই তো পাড়ি দেওয়া গেল—বুঝলি মা!

ওদের কৃতকার্য্য ক'রে আনা চাই কিন্তু।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—
দীন সন্তান
"আমি"

## ৬৫

আকু!

গোপাল!

খেপু!

দেখ, আমার প্রথম কথা, তোমরা honestly এবং tremendously work করতে প্রস্তুত আছ কি না—আর তা'তে disable হওয়া বাদে কোন condition থাকবে না।

তারপর দ্যাখ, এমনতরভাবে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে কে-কে রাজি আছে?—তারা কতজন? তাদের behaviour হবে সাধুর মতন, activity হবে military department-এর মতন, movement চাই প্রেমিক দেবতার মতন—এগুলি তাদের ভেতর infuse করতে হবে। এক-কথায়, মানুষ তাদের বলতে বাধ্য হবে sweet man! কেউ কাহারও নিজের বাহাদুরীর কথা বলবে না, কাহারও নিন্দা করবে না—বাহাদুরী দেবে একে অন্যের।

Working field office-এর মত করতে হবে,—তোমাদের একজন-না-একজনের field-এ থাকাই উচিত। একজন Supervisor—work দেখবে, সুবিধা যা'তে হয় তার জন্য office এবং working field-এ আসা-যাওয়া করবে আর-একজন office-এ থাক্‌বেই।

আর বিশেষ ক'রে দেখতে হবে ভাল এবং কম খরচে (অর্থাৎ, অন্যায় অথচ কম নয়কো) বেশী output of work যা'তে হয়।

বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হ'লে যাঁরা work দেওয়ার কর্ত্তা তাঁদের বাড়ীতে ঘোরা-ফেরা না করা হয়। তা'তে তারা ভাবতেই অভ্যস্ত হবে তোমরা খোশামোদ করতেই যাচ্ছ, তোমাদের হীন চক্ষে দেখবে, ভাল activity তাদের দ্বারা recommended হবে না। একজন বা দুইজন—

এক হ'লেই ভাল হয়—প্রয়োজনমত তাঁদের কাছে যেন যাওয়া-আসা করে।

তোমরা successful হ'চ্ছে বুঝতে পারবে তখনই—যখন দেখবে কর্ত্তারা—যাঁরা তোমাদের কাজ দিয়েছেন তাঁরা তোমাদের কাছে এসে আড্ডা মারছে আর অবাক্ হচ্ছে তোমাদের দেখে।

আর যদি তেমন লোক না থাকে আর কাজ নিতেই হয়, তবে এখনই যেমন ক'রে এমনতর সম্ভব হয় তেমন ক'রে লোকসংগ্রহ করা উচিত। আর, যারা পারব বলে কিন্তু কাজে দেখাতে পাচ্ছে না—অথচ না-পারার মত কোন কারণও খুঁজে পাও না, তাদের তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে বিলম্ব কোরো না। তাই, কিছু নূতন লোক reserve রাখতে পারলে ভাল হয়।

তোমাদের ব্যবহার sweet এবং ব্যবস্থা বা management-এ hard হওয়া দরকার। তোমাদের খুব নজর রাখা উচিত, যেন worker-রা বেঁচে থাকে, সবল থাকে, সুখে থাকে। তোমরা service-এর উপর না দাঁড়ালে—ভালবাসা ও বাহাদুরী দেওয়ার উপর না দাঁড়ালে—আশা কম। মানুষকে active ক'রে (সর্ব্ববিষয়ে) বড় করা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া চাই! মানুষ চায় বড় হ'তে—মানে, সম্পদে, হৃদয়ে—তা' যেন পায়।

আর, সবরকমে Ideal-কে represent করতে ভুলো না, institution-কে represent করতে ভুলো না! যেখানে Ideal যত honoured হবে তোমাদের দিয়ে, সেখানে তোমরা তত—এমন-কি আরও বেশী—honour পাবে নিশ্চয়।

"আমি"

## ৬৬

হরেরাম!

জীবনকে যদি উন্নত করতে চাও,—ভগবান্ বা আদর্শে ভক্তি রেখে জীবনে তাঁরই ইচ্ছাকে সফল ও সার্থক করতে চেষ্টা কর,—আর তোমার কর্ম্ম এমনতরভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয় যেন।

কখনও মানুষের প্রতি তোমার admiration হারিয়ে ফেলো না—আবার সে admiration যেন নিরর্থকও না হয়।

যে-গুণগুলি মানুষকে উন্নত ক'রে তোলে তা' জীবনকে ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়,—তাই তা' ভগবানের—আর তা'তে তিনিই থাকেন।

যিনি মানুষের জীবন খুঁজে সেই গুণগুলি বের করতে পারেন তিনি মানুষের ভিতর তাঁকে বা তাঁর জ্যোতিকেই দেখতে পান,—আর তা'তে তিনি নিজেই আলোকিত হ'য়ে মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান—বুঝলে?

মানুষকে সেবা দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। সেবা দেওয়া মানে তাই করা যা'তে তারা তোমার সাহায্যে উন্নতির দিকে অবাধ হয়। মানুষের অবনতি হয় যা'তে তা' কিন্তু সেবা নয়—সর্ব্বনাশ।

সেবা করবে সব রকমে—both physically and mentally—যখন যেখানে যেমন দরকার। এমনতর সেবায় মানুষ বর্দ্ধিত হয়,—তাই তোমাকে বর্দ্ধন করা মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সাবধান—নিজে বর্দ্ধিত হওয়ার আশা রেখে সেবা করতে যেও না—সেবা বিকৃত হ'য়ে নিষ্ফল হ'তে পারে।

সাহসী হ'তে হবে, অকপট হ'তে হবে, অমানী হ'তে হবে, ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'তে হবে,—তা' না হ'লে বহুভাবে বহুকে সেবা দিতে পারবে না,—তা' না পারলে তোমার আদর্শকে বহুতে প্রতিষ্ঠা করা হবে না—আর তা' না হ'লে তুমিও সার্থক হবে না—ধন্য হ'তে পারবে না—বুঝলে?

রাধাস্বামী জানবে ও জানাবে।

তোমারই—
দীন
"আমি"

# ৬৭

রমেন,

ভালই পরীক্ষা দিয়েছ শুনে যেমন সুখী হয়েছি, তেমনিই শরীর খারাপ শুনে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়েছি। খুব সাবধানে থাকবে, দরকার হ'লে ডাক্তার দেখাবে ও নিয়মিতভাবে ঔষধপত্র ব্যবহার করবে ও অন্যায় বা অত্যাচার না হয় তার দিকে নজর রাখবে।

তোরা যে আমার কত আশার মাণিক, হয়তো তা' তোরা জানিস্ না। তোদের ব্যর্থতা যেমন আমার মনকে শ্মশানে পরিণত করে—সার্থকতায় তেমনই স্বর্গ ও সমৃদ্ধি এনে দেয়। আমি কাতর চক্ষে—আশার আশ্বাসে—চেয়ে আছি তোদের পানে—দেখব আর পাব ব'লে—যেমন চাই তেমনি ক'রে।—দয়াল কি সে আশা পূর্ণ করবেন না আমার! আমার রাধাস্বামী জানবি আর সবাইকে জানাবি।

তোদেরই—

কাঙ্গাল

"আমি"

**গোপাল,**

বেশ-ক'রে চেঁচিয়ে ওদের ব'লে দিস্ তো আর তুই তোকেও বলিস্—

ওরে আহাম্মক, ওরে সোহাগ-শিথিল মত্ত খেয়ালী, ওরে আদরে দুর্ব্বল—আপারক বেকুব দাম্ভিক—দাঁড়ারে দাঁড়া—এখনও ফিরে দাঁড়া—যদি লাল কণিকা এখনও তোদের ধমনী ত্যাগ ক'রে না থাকে, মৃত্যু-আঁধারের মূঢ় সম্মোহন যদি এখনও তোদের সংজ্ঞাকে আচ্ছন্ন ক'রে না থাকে—ফিরে দাঁড়া, ঝেড়ে দাঁড়া—বল্—আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বল—

ঠাকুর—আমি তোমারই—আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বে সার্থক হউক—আমার বুদ্ধি তোমায় স্পর্শ করুক—আর তোমার ইচ্ছা আমার জন্ম ও জীবনকে ধন্য ক'রে তুলুক্।

রাধাস্বামী।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৬৯

বন্দনা!

আমি যে সেই আশায় পথ চেয়ে আছি—একটা প্রত্যক্ষ প্রাণময়ী উপঢৌকন পেতে! যেখানে আছে নারীত্বে রিপুদলনী সতীত্বের নিষ্ঠুর মন-ঝল্‌সান স্তব্ধকরা রশ্মিছটা,—অবসাদে অমৃতময়ী সেবা-নিরতা উদ্দীপনা,—আশায় কর্ম্মনিপুণ অগ্রগামিনী পাগল-করা ডাক,—ব্যথায় অবশ-করা ব্যথা-ভুলান আকৃতিমাখা সহানুভূতি ও সেবা, আর এ সবগুলি আছে মহামহীয়সী মাতৃত্বের পুণ্যময়ী মন্দাকিনীর অমর-করা বারিধারাসিক্ত,—এ-ও কি হয়?—মানুষ কি তা' পায়?—এ ব্রাহ্মণসন্তান কি পাগল?

বন্দিনী সত্যই তোরা সুন্দর, সত্যই গর্ব্বের, সত্যই সেবার।

রা—জানবি ও জানাবি।

বন্দনা-ভিক্ষু
দীন
"আমি"

দীপালি!

আমি চাই আঁধারহরা, দীপ্তি-দেওয়া, জয়মুখরা দীপালিকে দেখতে—জড়িয়ে ধরতে—চুমো খেতে,—বুকে শুয়ে নিঝুম হ'তে।

রা—

দীপালির

দীন

"আমি"

৭১

মা আমার,

দেখব মা আমি রেণুর বিয়ের সম্বন্ধে কি করতে পারি,—হরেন ও বিনয় এরা কেহই এখানে নেই। বিনয় B. Sc. পরীক্ষা দিতে গেছে আর হরেন যেখানে কাজ সেখানে গেছে—আচ্ছা মা, রেণু এ-সম্বন্ধে কি বলে আমাকে জানাতে পারিস্?

মা আমার! তুই আর নিবারণদা যখন এখানে আসিস্ তখন যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাই—বুকটা যেন নেচেই ওঠে—কিন্তু ব্যস্ততায় ভোগ করতে পারি না—তাও ভাল থাকি—কিন্তু গেলে যেন কেন অবসন্ন হ'য়ে যাই।

দ্যাখ্ মা! আমি বড়ই কাঙ্গাল,—তাই বুঝি মা, আমার তৃপ্তি নেই—চাই—চাই কেবল চাই—যার এত চাওয়া সে আবার তৃপ্তি পাবে কি?

ধর্ম্মছাড়া কর্ম্ম—যেমন নারায়ণ-ছাড়া লক্ষ্মী,—যেখানে নারায়ণ নেই সেখানে কি লক্ষ্মী থাকতে পারে? আর, লক্ষ্মীকে অপমান ক'রে জোর ক'রে, আটক ক'রে যদি কেউ রাখে, তবে রাবণের মত দশা হয় বোধহয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে তুষ্ট কেউ রাখতে পারলে নারায়ণকে সে পাবে—পাবেই নিশ্চয়,—এ-কথা সবাই বলে।—তাই মা, যে-কর্ম্ম নারায়ণকে (সৎ—থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া) বরণ করে না, তা'তে শ্রী বা লক্ষ্মী (সেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, তা' সর্ব্বনাশ এনে দেয়—, তাই মা আমার—যে-সাধনা কর্ম্মবিমুখতা আনে সে সবটা নাশের কোলেই তুলে দেয়—সে কারণহারা নারায়ণ-হারা হয়—লক্ষ্মী বাদ-দিয়ে—ক্রিয়া বা কর্ম্ম বাদ-দিয়ে কি কারণ বা নারায়ণকে ধরা যায়—বোঝা যায়—জানা যায়?

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। তুই মা আমার লক্ষ্মী। আমি যখন তোর সন্তান তার কারণ তো নিবারণদাই—তবে কেন মা-ছাড়া থাকব—ব্যথা পাব—হতাশে অবশ হ'য়ে দিন কাটাব?

আবার তোরা কবে আসবি মা? আমার পা একটু ভাল—আবার একটু হাঁটতে পারি।

আমার রা জানবি ও জানাবি।

তোরই—

মা-কাঙ্গাল সন্তান

দীন

"আমি"

## ৭২

প্যারি!

আমার সব আরাধনার প্রতীক, সব আশার উৎস, সব কামনার বিশ্রাম—আমার সব ব্যথার শান্তি-প্রলেপ,—আমার যিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—তাঁরই সেবার ভার তোমার উপর দিয়েছি,—প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—তুমি যেন তাঁকে আরোগ্য ক'রে, সুস্থ ক'রে, চিরজীবী ক'রে এসে আমার পর্ণপূজার ঘরখানা কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে আলোকিত ক'রে দিতে পার—আমি দিন গুণি আর পথ চেয়ে থাকি—সে কবে—পিতা! আর কতদিন! তোমার দুখানা চিঠিই পেয়েছি—রক্ত ও প্রস্রাবের কি report পেলে, পার তো জানাতে চেষ্টা করবে।

ডাক্তারদের কবে দেখাবে? যত সত্বর—দেখাবে ও আমাকে জানাতে চেষ্টা কোরো। রোজই যেন তোমাদের দুশ্চিন্তাহরা একখানা ক'রে চিঠি পাই—আমার এই দীন অনুরোধ রক্ষা করতে কি ত্রুটি করবে প্যারি? দ্বিজেনদা guard তোমার জন্য একটা omega watch ভূষণদার কাছে থুয়ে গেছেন। আমার রা—জানবে ও জানাবে—যাদের জানাবার প্রয়োজন, আর আমার মাকে কোটি-কোটি প্রণাম ও যদি আমার অন্তর ব'লে কিছু থাকে, তবে সেই অন্তরের রা—জানাবে।

তোরই কাঙ্গাল—
দীন
"আমি"

রেণু!

একজন শিখসর্দ্দার,—তার নাম ছিল তরু সিং। কোন্ নবাব—তার নাম জানি না—যুদ্ধে সে বন্দী হয়েছিল তার কাছে। বন্দীদের—বিচারের দিন এলো,—নবাবের দরবারে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হ'ল, একে-একে অনেক বন্দীর বিচার হ'য়ে গেল, শাস্তিও পেল অনেক রকমের—এবার এলো তরু সিং-এর পালা—নবাব বল্‌লে—তুমি বীর, তোমাকে হিংসা করতে চাই না,—তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড—তা' হ'তে অব্যাহতি দিলাম, কিন্তু শাস্তিস্বরূপ তোমার বেণীটি কেটে আমাকে দিতে হবে। শিখের বেণী তাদের গুরুকে স্বীকার করা ও সম্মান করার চিহ্ন,—তরু সিং সাধু ও ভক্ত, তার প্রাণে অমন কথা সইবে কেন?

"তরু সিং কহে করুণা তোমার—
হৃদয়ে রইল গাঁথা,
যা চেয়েছে তার কিছু বেশী দিব
—বেণীর সঙ্গে মাথা।"

এই ব'লে মুণ্ডুটা সপাৎ ক'রে কেটে ফেল্‌লে—সভাসুদ্ধ সব অবাক্!

আমরা কি পরমপিতাকে অমনতর ভালবাসতে পারবো? তাঁর উপরে কেউ দাঁড়াতে পারবে না আমাদের হৃদয়ে—এমনতর কি হবে? তাঁকে নাকচ করলে আমাদের অস্তিত্বও নাকচ হ'য়ে যাবে এমন কি হ'তে পারে, হ্যাঁ রেণু!

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই দীন সন্তান—
"আমি"

## ৭৪

হরেন ভাই,

বড়ই মর্ম্মান্তিক! যার মা নেই জগতে সে যে নিতান্তই একা—নিতান্তই অসহায়! প্রার্থনা করি, পরমপিতা যেন আপনার মাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দেন।

আপনার চিঠি পেয়েছি আজ ক'দিন হ'ল, অসুখবিসুখের দরুন উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল—ক্ষমা কি পাব না ভাই?

যদি সম্ভব হয় অবসর মত আবার এখানে আসবেন না ভাই!

আমার আন্তরিক R. S. ও আলিঙ্গন জানবেন। প্রার্থনা করি পরমপিতা আপনার মঙ্গল করুন।

আপনারই—
দীন
"আমি"

৭৫

খেপু!

আমার মনে হয় তুমি—তোমার সহযোগী বা সহকারী যাঁরা আছেন—তোমার শরীরে যতটুকু বয় সর্ব্বতোভাবে assist ক'রে যাবে, আর কোনও কাজে requesting mood ছাড়া commanding mood apply করবে না, কেবল যখন দেখবে Ideal fulfilled হচ্ছে না যেখানে, সেখানে vigorous but honourable opposition ছাড়া।—তোমার শরীর পটু নয় তেমন কিন্তু মনকে যতটা পার পটু রাখতে চেষ্টা করবে—তোমার environment-কে প্রফুল্ল, active, energetic রাখতে—এটা যদি তোমার principle ক'রে নাও—তবে দেখবে তোমার environment একটা সুখকর, আশাপ্রদ, কর্ম্মপটু উত্তেজনা অনুভব করেছে,—তোমাদের সবারই এমনতর ভাব রাখা উচিত—কেবল তোমাকেই বলছি না।

Optimist হও, cheerful থাক, আর তা' infuse কর তোমার environment-এর ভিতর।

যাঁরা তোমাকে নিয়ে কাজ করছেন, যতটা সম্ভব তাঁদের শরীর, মন ও সংসারের খবর নেবে—তোমার সাধ্যে যতটা কুলায়,—দরকার হ'লে তাঁদের ওই-সব দিয়ে সাহায্য করতে পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,—কাহারও বেদনায় কখনও নীরব থেকো না।

মনে রেখো, ব্রাহ্মণ জাতির সেবক—প্রত্যেকের সেবক—জাত ও জীবকে সে নিজের মত ভাবতে অভ্যস্ত হয়—আর তা' কথায় নয় শুধু, কাজের ভেতর-দিয়ে—তাই বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

যত পার মানুষের অবনতির পথ সঙ্কীর্ণ কর, আর পার তো রুদ্ধ কর, আর জীবনের পথ মুক্ত কর—অব্যাহত রাখ—বৃদ্ধির দিকে টেনে দিয়ে যাও।

পরমপিতা তোমাদের সার্থক ক'রে তুলুন। আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো।

তোমারই—

দীন দাদা

"আমি"

মুঙ্গলী!

সন্তোষ চিরদিনই প্রেমের অনুগমন করে—তা' মানুষ বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনাতেই থাকুক আর মিলনের আকুল, উন্মাদ উল্লম্ফনেই নাচুক।

তাই, সে জানে না দোষদৃষ্টির ঘৃণিত বিদ্রূপ, দুরদৃষ্টের বুক-চাপড়ান ধিক্কার, অন্ধস্বার্থের নিবিড় গবেষণা—আর জানে না প্রিয়র বৃত্তি বা wishes-গুলি বলি দিয়ে নিজের পূজায় তাকে নিয়োগ করতে। সে চায় তৃপ্ত হ'তে তার তৃপ্তিতে—নিজেকে বলি দিয়ে (নিজের wishes-গুলিকে) তা'তে নিয়োগ ক'রে, তাকে পুষ্ট ও তুষ্ট করতে—আর এই আনন্দে অঢেল হ'য়ে, ঘটে-ঘটে দুল-দুলিয়ে স্ফীত বক্ষে নৃত্য করতে—

তাই প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ!

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৭৭

আকু,

তুমি offended হও না বা নেহাৎ অল্পই হও জানি, কিন্তু তোমার চলাটা tremendous হ'তে চায় না—continuity অনেকটা oscillating-মত হ'তে চলেছে মনে হয়—যেন negative prominent.

তাই বলি,—ফিরে দাঁড়াও—এমনতর mood ক'রে নাও যাতে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ব'লে ঝড়ের মতন—কিন্তু অবিরাম গতিতে—চলতে পার—দেখবে ভাগ্যলক্ষ্মী দাসীর মত তোমার সেবা করবে। চাই—গতিটাকে profitable apply করা।

প্রতিষ্ঠা আর সফলতা তারই সহধর্ম্মিণী হয়, যে নাকি তার Ideal-কে বলায়, ব্যবহারে এবং কর্ম্মে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তোমার তাঁর প্রীতি, প্রেম, কর্ম্মানুরাগ ও নিরবচ্ছিন্নতা চরিত্রে ফুটে উঠে যত লোককে মুগ্ধ করবে—জেনো, তত লোকে তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অব্যাহত।

ব্যবসাই কর আর চাকরীই কর,—তুমি সেবাবিমুখ হ'লে কিছুই করতে পারবে না।—আশা না রেখে মানুষের শরীরের ও মনের যা'তে উৎকর্ষ হয়, ভালবাসা নিয়ে যদি এমনতর সেবা করতে পার—দেখবে, তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা কেমন উৎকর্ষের দিকে দৌড়চ্ছে।

তোমার তাঁর প্রতি কর্ম্মপটু অনুরাগ তাঁ'তে যেমনতর রঞ্জিত ক'রে তুলবে মানুষের মনকে,—মানুষের মনে তুমি তেমনতর রঞ্জিত হ'য়ে দাঁড়াবে—আর এটা স্থিরনিশ্চয়।—তা' ছাড়া হাজার লাঠালাঠি কর—কিছুই হবে না।

মানুষের মনে তুমি রঙিন হ'য়ে দাঁড়াও, ফুরফুরে দখিন হাওয়ার মত অবিরল ব'য়ে যাও,—আর মানুষ তোমায় স্বস্তি—স্বাগতম্ ব'লে ভালবাসায় অবনত হ'য়ে আহ্বান করুক।

আমার রাধাস্বামী

দীন

তোমারই—

"আমি"

মুঙ্গলী!

তার হাসি ছিল মুখে—তৃপ্তি ছিল বুকে—কথায় ছিল তার সম্বর্দ্ধনা ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রেরণা—চাইত যখন সে,—তার করুণা-উচ্ছলিত দৃষ্টি আমার বুকখানাকে আশায়-ভরসায় উদ্দীপিত ক'রে তুলত,—তার বৃত্তিগুলি নিয়ে সে যেন সব-সময় হাজির থাকত তামিল করতে—আমারই হুকুম আমারই মুখপানে চেয়ে,—কিছু বল্‌লে যেন ধন্য হ'ত—আর কাঁপন-শূন্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা' করত,—তাই ব'লে কিছু না-বললেও দুঃখিত হ'ত না সে—অথচ প্রস্তুত থাকত।

আমাকে সেবা করা, স্তুতি করা, তুষ্ট করা এবং পুষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করা—আর আমাকে অটুট রাখবার জন্যে আমার পারিপার্শ্বিকের শুশ্রূষা করা,—সুস্থ, সবল ও পুণ্য ক'রে তোলা ছিল যেন তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—

তার খুশিটাকে ধার ক'রে নিয়েই যেন সবাই তার প্রতি খুশি থাকত,—সে আমার কখন বাধা হয়নি বরং বৃদ্ধিই করেছে—

সে আমার কে মুঙ্গলী?

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—

দীন

"আমি"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



**হরেরাম!**

যে সংশয়ের আলিঙ্গন ছিন্ন ক'রে—নির্ভয়ে বুদ্ধি ও তৎপরতাকে নিয়ে বীর হৃদয়ে বাধাকে খান-খান ক'রে কৃতার্থতাকে দখল করতে পারে সে-ই তো সাবাস্—সে-ই তো Hero.

আদর্শ যার প্রাণ সে স্বতঃই উদ্দাম, কারণ সে ধন্য হ'তে চায় তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ ক'রে। আর যে উদ্দাম, সংশয় তার কাছে ভীত,—কারণ বুদ্ধি তার কৃতকার্য্যতার অনুসন্ধানে ব্যস্ত—আর ব্যস্ত ব'লেই সে তৎপর, কারণ Success-এর আলো পেলেই তৎক্ষণাৎ তার অগ্রসর হওয়াই চাই,—আর অগ্রসর হওয়াটা তার স্বভাবসিদ্ধ ব'লেই সে সার্থক—বুঝলি?

তোদের পরীক্ষার কথা শুনে খুবই ভাল লাগছে—ও-দুটোতে এখন ভাল করতে পারলেই রক্ষা।

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোদেরই—

দীন

"আমি"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বিনয়!

বেশ ক'রে পড়াশুনা চালাচ্ছ তো? তোর কিন্তু মন একটু নরম—অল্পেই খারাপ হয়, মন-টন খারাপ-টারাপ ক'রে আসলে যেন গোল ক'রে ব'স না মণি!

যাবার আগে যা'-যা' ব'লে দিয়েছি মনে আছে তো?

কবে তোদের-যে পরীক্ষা আরম্ভ হবে! শরীরের দিকে নজর রাখতে ভুলে যেও না, অসুখের রকম মনে হ'লেই তার ব্যবস্থা ক'রো—সাবধান হ'য়ো।

প্রার্থনা করি বিজয়ী হ'য়েও বিনীত হও। আমার রা—জেনো ও জানাইও।

তোমারই—
দীন
"আমি"

# ৮১

রেণু!

এবার তোরা ফিরে এলে হয়তো খোকার মত পাগল হ'য়ে জড়িয়ে ধ'রে কোলেই উঠে বসব,—ভাবতে স্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে—মনে হ'চ্ছে ছুটে যাই—দেখে আসি—পাগলামী ক'রে আসি।

ভরসা যেন না-রেখেই পারছি না—নির্ভর যেন করতেই ইচ্ছে হ'চ্ছে—তোরা পারবি—তোদের যেমন দেখবার জন্য এতকাল সাধনা ক'রে এসেছি তেমনই দেখতে পাব—ধন্য হব মা—কৃতার্থ হব।

তোদের সেবা, তোদের ব্যবহার—তোদের বলা, চলা,—তোদের কর্ম্মকুশলতার কথা শুনে আমি যেন পাঁচ-হাত হ'য়ে পড়েছি। এখানে সব এক রকম ভাল।

রা—জানবি ও জানাবি।

তোদেরই আশাপুষ্ট
দীন সন্তান
"আমি"

## ৮২

হরেরাম!

তোর শরীর ভাল আছে তো? বেশ ক'রেই বোধহয় পড়াশুনা করছিস্। লক্ষ্মী আমার! এমন করবি যা'তে পাশ করা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই না থাকে—আর তা' যত বেশী mark রেখে হয় ততই ভাল।

আমি সব-সময়ই তোদের সু-খবর পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে থাকি—আমায় ভাল খবর দিতে ভুলবি না তো লক্ষ্মী?

তোরা সব ভাল আছিস্ তো? শরীরের দিকে একটু নজর রাখবি—অসুখ-টসুখ হ'লেই সারাতে যত্ন করবি। যা'তে অসুখ না হ'তে পারে তাই করবি।

পানুদা কলকাতা গেছেন, তোর Reg. No. সকালেই পাঠাবেন।

এখানে সব একরকম ভাল। আমার রা—জানবি।

তোরই—

দীন

"আমি"

## ৮৩

দীপি!

তোর আজকার চিঠিখানি আমার এ অগ্নিশয্যাটাকে যেন স্নিগ্ধতর ক'রে তুলেছে,—তোরা বিশ্বাস করতে পেরেছিস্—যা লিখেছিস্—তা'তে এ বিষয়ে পাশ করতে পারবি—তার তা' কৃষ্ণদাও লিখেছেন—তা'তে আমার কি আনন্দ তা' কি বলব!

শুধু ব্যস্ত নয় দীপালি—বিব্রত, আর এ বিব্রত জীবন কখন্ কোন্ পথে—কেমন ক'রে কতদিন চলবে, শান্ত হবে কি না—ধন্য হবে কি না, পুণ্যে, প্রভাবে, প্রেমে তাঁর চরণে নন্দিত হবে কি না—তা' তিনিই জানেন। কতবার ভাবি তোদের চিঠি লিখি—লিখা আর কিছুতেই হ'য়ে ওঠে না। আবার লেগে যাও দীপালি তোমরা স্থির মনে, অকম্পিত সন্ধানে, অনলসভাবে—Physics ও Chemistry-র জন্যে—তাঁর কৃপায় নজর রেখে জয়ের মুকুট মাথায় ব'য়ে নিয়ে আসতে—বুঝলি পাগলী?

আমি এক রকম আছি। উমা একরকম সুস্থই প্রায়, কিন্তু নগেনদার ছেলে রবির অসুখটা বেশী রকমেই চলেছে,—জ্বর হয়েছে—কি জ্বর এখনও তেমন ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না।

তুমি মাকে চিঠি লিখেছ—তা' পাবনায় পাঠাবার জন্য সুশীলদাকে দিয়েছিলাম। তাঁরা পাবনায় গেছেন কবে—তা' টের পাই নাই।

দীপালি! বেশ ভাল করে পরীক্ষা দিয়ে যেদিন ফিরে আসবি, সেদিন যদি আমি এমন ভাল থাকি যা'তে তোদের প্রত্যেককে জড়িয়ে ধ'রে—

পাগলের মত কিংবা অঢেলভাবে—চুমো খেয়ে-খেয়ে অবশ হ'য়ে ঘুমের কোলে নিঝুম হ'য়ে পড়তে পারি—সে কি আনন্দ আমার পক্ষে—তা' নয় রে?

আমার রা— জানবি ও জানাবি, আর এ চিঠিখানা তোদের তিনজনেই দেখবি (দীপালি, রেণু, বন্দনা)।

তোদেরই—

তৃষ্ণার্ত্ত

দীন

"আমি"

কৃষ্ণদা!

মানুষের কাম থাকা তো স্বাভাবিকই—তা' তত দোষের নয়, বরং কামাধীনতাই মানুষকে পশুর মত ক'রে তোলে,—তাই আমাদের একটু নজর রাখতে হবে যেন কামাধীন না হ'য়ে পড়ি।

অনেক সময় অন্যায় করাটাও মানুষকে দেবতা ক'রে তোলে—যখন অন্যায়টা অন্যায়ের সর্ব্বনাশ ক'রে দেয়,—আর সহজ সাবধানের পথে সজাগ ক'রে রাখে।

প্রবৃত্তি যখন মাথায় চিন্তা উপস্থিত করে, আর সেই চিন্তার সহিত যখনই ইচ্ছার যোগ হয়, তখনই তা' চরিতার্থ করতে মানুষ পাত্রাপাত্র জ্ঞান করে না।

বুঝে চললেই মিটে গেল—অন্যায় যেন আরও অন্যায় সৃষ্টি না করে।

একটা Convertible Gas Engine বা ভাল Crude Oil Engine-এর যদি খোঁজ ক'রে আসতে পারেন—তবে বড়ই ভাল হয়।

View Finder-এর Glass tube ও rubber না আনলে কিন্তু যন্ত্রটা ঠিক হ'ল কি না—বুঝতে পারা যাবে না।

আমার রা—জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—

দীন

"আমি"

## ৮৫

আমার সর্ব্বমঙ্গলা!

তোর চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দ হ'ল। এই ফাঁকা আমির ফাঁকা ভাবের মধ্যেও সুখস্বপ্ন-আবেশের মত কেমন এক বিভোরতায় ভ'রে এলো,—আবার তখনি চমক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন ভাবভরা বুকের ভাবগুলি কেমন ক'রে যেন বেরিয়ে গেল—ভাবলাম সবগুলি বেশ ভাল হ'লে তবে ভাল। তোর দাগান Question paper-গুলি দেখে পঞ্চাননদা স্ফূর্ত্তি ক'রে ব'লে উঠলেন—"মাসীমা two hundred-এরও বেশী পাবেন—তিনি আরও লিখতে পারতেন, বোধহয় সময় পেয়ে ওঠেননি—" আনন্দ হ'ল, ভাবলাম হয়তো হ'তেও পারে—আবার মনে হ'ল সবটা হ'লে তবে তো হয়!

হয়তো সব-রকমে আমার মনের মত হ'তে তোর সুখ হয় না—ভাল লাগে না, তবুও আমার ইচ্ছে করে আমার মনের মত ক'রেই যেন কিছু চাইবারই নাই—কিছু পাবারই নাই—যা'-কিছু আমার,—আমার পেতে বা পাওয়ার সুখ তেমনি তোর দিতে বা দেওয়ার সুখ—এ রকমে যদি সুখী হওয়া যায় তবে সে সুখ কখন নষ্ট হয় না।

বড়ই স্বার্থপরের মত কথাগুলি ব'লে ফেল্‌লাম—তোমার যেন কিছু চাইবারই নাই—কিছু পাবারই নাই—যা'-কিছু আমার,—বেশ মজার কথা! কিন্তু এ মজারই কথা বটেঃ—মানুষ মানুষকে নিয়ে তখনই সুখী হ'তে পারে—চাওয়ার আর দেওয়ার যখন মিলন হয়,—আর এটা সর্ব্ববিষয়ে হওয়া চাই নতুবা বেদনার হাত হ'তে বাঁচা বড়ই মুশকিল। Unconditionally তুমি কি তা' পারবে মুঙ্গলী? একজনের হুকুম ক'রে আনন্দ আর একজনের তামিল ক'রে আনন্দ,—আর এই দুই বিপরীত আনন্দের মিলনে, দুইজন দুইজনকে নিবিড়ভাবে পায়—এ-ছাড়া অন্য পাওয়া পাওয়াই নয়। তা'তে তৃপ্তির বা শান্তির ভূমিতে বাস করা যায় না।

যা'কে মানুষ ভালবাসে—তার কষ্ট হয় যা'তে, খ্যাতির আপলাপ হয় যা'তে, অবসন্ন হয় যা'তে, বেদনা পায় যা'তে—তা' কি সে কখনো করতে পারে? কারণ, তার সর্ব্বপ্রকার তুষ্টি ও পুষ্টিই যে তার স্বার্থ, তার নিজের তুষ্টি-পুষ্টি যাকে সে ভালবাসে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে;—মানুষ যখন তার নিজের সুখের জন্য—সে যাকে ভালবাসে ব'লে মনে করে—তার বেদনার কারণ হয়, তার খ্যাতি, তুষ্টি-পুষ্টি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য ক'রে অনুযোগসহকারে আপন সুখ-লালসার পরিতৃপ্তিসাধনে ভাবা-ভালবাসার মানুষকে বাধ্য ও বদ্ধ করতে চায়, নিশ্চয়ই সে কাহাকেও ভালবাসে না,—সে ভালবাসে তার কল্পনাপ্রসূত ভোগলালসাকে—তাই, মানুষকে বেদনা দিতে বা বিব্রত ক'রতে তার মোটেই কুণ্ঠা বোধ হয় না—এমনতর মানুষ হ'তে মানুষের সাবধান হওয়া উচিত।

কৃত্রিম বা স্বার্থান্ধ ভালবাসা প্রিয়র প্রিয়কে কিছুতেই প্রিয় ভাবিতে পারে না, সে সর্ব্বপ্রকারে তাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে;—ভালবাসা প্রকৃত না হ'লে বুদ্ধি ক'রে চল্‌লেও প্রায়ই বেফাঁস হ'য়ে পড়ে।

ভালবাসা এলেই ভাবের বৃদ্ধি হয়,—মানুষ তদ্‌ভাবাপন্ন হয়,—আর তদ্‌ভাবাপন্ন হ'লেই বোধ বা বুদ্ধি জাগ্রত হয়,—তাই ভালবাসা যদি সত্যিকারের হয়, তবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না যাকে সে ভালবাসে তার কী প্রয়োজন,—তার কিসে খ্যাতি, কিসে বা অখ্যাতি, কিসে বা সুখ, কিসে বা দুঃখ, কি করলে তার ভাল হয় আর কি করলেই বা তার মন্দ হয়—আপনা-আপনি এ-সব তার মনে ভেসে ওঠে—তাই তার চলনও বেফাঁস হয় না।

ভালবাসা মানুষকে বদ্ধ করে না, কোণ-ঠেসা বা একঘরে ক'রে তোলে না—বরং উদার ক'রে, মুক্ত ক'রে, সেবাপরায়ণ ক'রে তোলে, প্রাণবান্

ক'রে তোলে,—আটক রেখে শুধু ভোগের খেলনা করবার কথা ভাবতেও পারে না।

ভালবাসা তার মানুষকে ভুলতে পারে না, ত্যাগ করতে জানে না,—মৃত্যুকে আড়াল ক'রে অমৃতের পথে নিয়ে চলে,—তাই তার অনুসরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেয় না—ভয়, দুর্ব্বলতা, বিরক্তি ইত্যাদিকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়—নিরবচ্ছিন্ন অনুসরণ তার উত্তর-সাধকের মত মাভৈঃ-মাভৈঃ শব্দে চারিদিক্ কাঁপিয়ে তোলে—বুঝলি?

আমার কি কখনো এমন ভালবাসার সাক্ষাৎলাভ ঘটবে? এ কাঠামে কি তা' হওয়া সম্ভব?

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

ভালবাসা-ভিক্ষু

দীন

"আমি"

## ৮৬

**রমেন!**

তোর শরীরটা একটু ভাল হয়েছে শুনে আশ্বস্ত হ'লেম। নজর রেখে চলবি শরীরটার দিকে। মানুষের শরীর অচল হ'লে তার সব নিরর্থক হ'য়ে যায়।

রমেন রে, মনে রাখবি 'কথা ও কাহিনী'র সেই গুরুগোবিন্দের কথা—

হায় সে কি সুখ এ গহন ত্যজি
  হাতে ল'য়ে জয়তূরী—
জনতার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
  হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরী।

(এ ছুরী কিন্তু অত্যাচারীকে নয় অত্যাচারকে)

যদি মানুষ না হওয়া যায়—দুনিয়া থেকে অত্যাচারকে বিদায় না করা যায়—তবে তো জন্মই বৃথা!

আমি দেখতে চাই তোদের ভেতর সেবা, সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, তেজ, বীর্য্য, বুদ্ধি, বিচার, স্বস্তি, স্থৈর্য্য, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা প্রেমমণ্ডিত হ'য়ে—মূর্ত্ত হ'য়ে তোদের দেবতা ক'রে তুলেছে,—তোদের বুকে কত অন্যায়, কত নিরাশ্রয়, কত অলস, কত অকৃতকার্য্য স্থান পেয়ে আশার জীবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে—ধন্য হ'য়ে উঠেছে,—আর শত অপরাধী, শত অত্যাচারী তোদের স্পর্শে পবিত্র হ'য়ে জয়গানে জগৎকে মুখরিত ক'রে তুলছে—আর তাই দেখে আমি অঢেল হ'য়ে যাচ্ছি—ধন্য হ'য়ে যাচ্ছি—আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে যুক্ত-করে পরমপিতাকে বলছি—আরও পরমপিতা,

আরও দাও—অমর ক'রে দাও এদের—আরও ক'রে দাও তোমাতে। রমেন রে—এমনটি কবে হবে রমেন?

পরীক্ষায় বেশ ভাল করেছিস্ শুনে সুখী হয়েছি, এখন practical দুটো ঠিক হ'লেই রক্ষা।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোদেরই—

দীন

"আমি"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

## ৮৭

গোপাল!

যদি জয় ও তাহার ভগিনী প্রতিষ্ঠাকে লাভ করতে চাও, তবে ক্রোধকে জন্মের মত বিদায় দাও—আর সম্বর্দ্ধনা ও সহানুভূতির পাণিগ্রহণ কর—তেজ ও উদ্দীপনা তোমার অনুচর হোক্।

তোমারই—

দীন

"আমি"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভাই আমার!

তোমাদেরই ছেলেদের শিক্ষার জন্য তপোবনের সৃষ্টি! তোমরাই দিয়েছ তোমাদের সন্তানসন্ততি তাদের সু এবং সার্থক শিক্ষা পাবে ব'লে—মানুষ হবে, স্বাবলম্বী হবে ব'লে—ভগবত্তায় বা জ্ঞানে জন্ম পাবে ব'লে—দ্বিজাতি হবে ব'লে।

কিন্তু ভাই, আমার তো এমনতর ক্ষমতা নাই যে এ শুভ শিক্ষার ভরণপোষণের ভার—ভিক্ষুক আমি—কাঙ্গাল আমি তা' বহন করি!

ভাই আমার! তুমি তাকাবে না আমার দিকে?—তুমি সইতে পার এতটুকু কষ্টও কি আমার জন্য সহ্য করবে না?

দাও ভাই দাও—সহ্য কর, সমর্থ হও, সাহায্য কর—তুমিও কৃতার্থ হও আমিও কৃতার্থ হই, তোমার বালকের মনুষ্যত্ব দেখে—সক্ষমতা দেখে—সমতা দেখে!

প্রার্থনা করি—দরদী আমার এ পুণ্যদানের প্রতিক্রিয়ায় তোমার অমঙ্গলমাখা সকল দরদ বিদূরিত করুন।

তোমারই—

কষ্টকৃত উপার্জ্জনের ভিক্ষুক

"আমি"

## ৮৯

**আমার সর্ব্বমঙ্গলা!**

তুই কবে আমার আকাশে-বাতাসে, জলে-মাটিতে—আমার চারিদিকে—আমার শরীরে-মনে, আমার প্রাণে, আমার অন্তরের অন্তর হ'তে—অসীমের পথে মঙ্গল বর্ষণ করতে-করতে আমায় নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে বিরাট বিশ্বে ছিটিয়ে দিয়ে রক্তবীজের মত বিন্দুমঙ্গলে অযুত মঙ্গলের উদ্বোধন ক'রে তুলবি?

মুঙ্গলী, আয় তুই—আয় আমার কাছে,—ওরে কবে আসবি তুই!—আমি যে বড় আশায় পথ চেয়ে ব'সে কাল গুণে-গুণে দিন কাটাচ্ছি, কবে—কতদূর সে দিন! কবে আমার আশায় আচ্ছন্ন কল্পনার বীজগুলি তোর মঙ্গলোদক-স্পর্শে অঙ্কুরিত—তেজাল ও বর্দ্ধনশীল হ'য়ে আপ্রাণ প্রসারণে ক্লিষ্টকে শান্ত, জড়কে চেতন, অলসকে কর্ম্মপটু, অসাড়কে সাড়াপ্রবণ ক'রে তুলবে?—আমার বৃত্তিগুলিতে তুই অশেষভাবে শোষিত হ'য়ে সেগুলিকে অনন্তের পথে নিয়ন্ত্রিত ক'রে কবে আমায় সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তুলবি? তোর অমনরূপে আসা কবে আমার প্রতীক্ষাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে মুঙ্গলী?

থাক্ ও-সব পাগলামী!—দুনিয়ায় কোথায় আছে এমনতর যে একের বৃত্তিগুলি (wishes) অন্যের সুখের বা সমৃদ্ধির হ'য়ে থাকে!—আর, তা' যেখানে সুখও সেখানে।

তোদের পরীক্ষার কথা গোপালের কাছে শুনে খুবই ভাল লেগেছে—কিন্তু ভাবনা যায়নি—Physics ও Chemistry practical-এ খুব ভাল করতে পারলে তবে বোধহয় একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাবে।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও সবাইকে জানাবি।

তোরই পথ-চাওয়া
দীন
"আমি"

## ৯০

গোপাল রে!

দ্যাখ্, motor car builder-রা গোলমাল করছিল, আমি একটু দূরেই ছিলাম, মাঝ থেকে শুনতে পেলাম "ওর নাম 'Dove tail join"—ও ভাঙ্গতে পারে তবুও খুলবে না।" শুনেছিলাম Dove নাকি এমন ভালবাসতে জানে—তা' নাকি দুনিয়াতেই বিরল, একটা না বাঁচলে আর-একটাও ম'রে যায়—একটা যা' করে অন্যটাও তারই সাহায্য বা অনুসরণ করে,—তাই অনুরূপ dove tail join-ও বুঝি অত কঠিন—অত অবিচ্ছিন্ন। যদিও একটা পাগলামো ভাব,—তুলনার আগাও নেই, মাথাও নেই,—তথাপি মনে হয়, আমরা কি পরস্পর পরস্পরকে অমন ক'রে ভালবাসতে পারব না—অমন খোলার অযোগ্যভাবে একজোট হ'তে পারব না—যা' নাকি পাখী জগতে সম্ভব?

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

দীন

"আমি"

# ৯১

রাণু!

যদি প্রকৃত সতী হইতে চাও, তবে ভগবানে ভক্তি রাখিয়া স্বামীর স্থিতি ও উন্নয়নে যত্নবতী হও,—তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা কর,—তাঁহার ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত যুক্তি, ব্যবহার ও কর্ম্মদ্বারা যাহাতে তিনি লোকসমাজে দীপ্তি ও বিস্তার লাভ করেন তাহার জন্য আমরণ প্রতিজ্ঞা কর!

কাহাকেও যদি জয় করিতে চাও, তবে তাহার গুণের কথা বল,—বিপদে হৃদয়ের সহিত সাহায্য কর, কিন্তু একটু দূরে থাক, আর বেশী মাখামাখি করিও না।

যদি শিক্ষিতা হইতে চাও—তবে হাতে-কলমে সব বিষয়েরই কাজের ভার লও।

যদি মানুষের ভালবাসা চাও—তবে সহানুভূতিমাখান মিষ্টি ভাষা ব্যবহার কর, আর নিন্দা করিও না।

যদি সুখ্যাতি চাও—তবে যাহার কাছে চাও তাহার কাছে নিজের খ্যাতির কথা মুখেও আনিও না,—আর শতমুখে তাহারই খ্যাতির কথা বল। ইতি—

## ৯২

শ্রীশদা!

দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে'
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক!

আমার বাংলা-মায়ের বুকে তো কম রত্নরাজি নেই শ্রীশদা! তবে কেন আমরা আগেই অন্যের দরজায় ভিক্ষুকের মত দাঁড়াব? অপটুতা যদি আমাদের নিরন্ন করে, সে-দোষ তো আর মায়ের নয়! চ'লে আসুন, দৌড়ে আসুন,—অশক্ততার মাথায় লাথি মেরে বীরের মত দাঁড়াই, আর সহজ অথচ কর্ম্মকুশল হ'য়ে লড়াই করি।

সিরাজগঞ্জ আমাদের ডেকেছে—বেশ আপনার ক'রেই ডেকেছে।—আপনি পৌষ মাস যেতে-যেতেই না এলে তাঁদের সেবা করার মতন হ'য়ে দাঁড়াতেই পারব না,—অবনত হব আমরা—নষ্ট পাব আমরা।

আমরা যাঁর ডাকে মরতে চাই তাঁরই ডাকে লড়াই ভাল।—যেন মনে থাকে আমাদের—

সকল গর্ব্ব দূর করি দিব
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।

আর যেন আমাদের মনাকাশে কল্পনার কাণে শুনতে পাই সেই আশ্বাসমাখা ডাক—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

বাচ্চু করুণস্বরে বাবা-বাবা করে—সে বড় করুণ! আমার রা—

আপনারই—
নিতান্তই দীন
"আমি"

## ৯৩

বন্দনা!

সুখী হয়েছি অঙ্কে ভালই করেছ শুনে—আর ক'টা Subject—যা' বাকি আছে—তা'তে নিশ্চয়ভাবে ভাল করতে পারলেই বাঁচা!

আমি যেমন ক'রে তোমাদের পেতে চাই তেমনভাবে কি পাব না বন্দনা? আমার জন্য তোমাদের স্বার্থ সাধ মান বলি দিয়ে আমাকে সুখী করার সুখে কি সুখী হ'তে পারবে না বন্দনা? হয়তো নাও পেতে পারি—তবুও কেন ভিক্ষুকের মত চাই! যেমন চাই, তোমরা তেমন হও—তা' নিরেটভাবে, প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে—প্রত্যেক কথায়—প্রত্যেক চিন্তায় আর প্রত্যেক কর্ম্মে,—নয় আমার চাওয়াটাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দলিত ক'রে মাটিতে মিশিয়ে ফেলে দাও!

এখানে সবাই একরকম আছে। আমার রাধাস্বামী জেনো ও সবাইকে জানিয়ো।

তোমাদেরই—
কাঙ্গাল
"আমি"

# ৯৪

যোগেনদা!

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক আমার!

আমি তো বঞ্চিত হই নাই দাদা আপনার ভালবাসার আলিঙ্গন হ'তে কখনো—আর হবই বা কেন—আর তা' ভাবতেই বা যাব কেন—তবে কেন—তবে কেন দুঃখিত হব দাদা?

আমি দীন, একটু প্রীতি-কটাক্ষের কাঙ্গাল, আপনি—আপনি তো তা' হ'তে আমাকে কখন বঞ্চিত করেন নাই!—আর যদিও অনেক দিন দেখি নাই, অনেক দিন পাই নাই, তথাপি স্মৃতি আর কল্পনা এ-দুটি ভাইবোন সে-অভাবটা অনেক সময় অনেকাংশে দমিত ক'রে রাখে—আমি তা' তো হারাই নাই!—তা কেন হারাতে যাব!

আমার মতটা বা আমার শুধু কোন-কিছু কাহারো ভাল লাগে ব'লে সে আমাকে ভালবাসে এমনতর ভাবতেও আমার কেমন লাগে, তাই আমিও মানুষের নরকটুকু বাদ দিয়ে স্বর্গটাকেই ভাল লাগাতে বা ভালবাসতে চাই না—আমি মানুষটাকেই ভাল লাগাতে বা ভালবাসতে চাই।—আর বোধ হয় ভালবাসারই এই গুণ যে সে তার প্রিয়কে তার স্বর্গটুকুই উপভোগ করাতে চায়।

আমার কোন দিক্‌টা পছন্দ হয় না বা আমাকে গুরু ভাবতে ভাল লাগে না—এ কথায় কেন আমার কষ্ট হবে!—দাদা, বরং এমনতর যদি ভাবেন তবে একটু ব্যথা লাগতেও পারে; তবে আমি আপনা হ'তে বঞ্চিত হব এ ভাবটা ভাবতে, কইতে বা দেখতে বড়ই ব্যথার, বড়ই যন্ত্রণার,—যেন কোন দীর্ঘনিঃশ্বাসই একে নিঃশেষ করতে পারে না—না—না—না—তা' যেন কখনই ভাবতে না হয়, দেখতে না হয়, বুঝতে না হয়—এই আমার তাঁর কাছে আকুল প্রার্থনা।

দাদা আমার! আমি প্রার্থনা করি, আমার পরমপিতার কাছে আপনি আপনার এমন একজন প্রিয় বা আদর্শ যেন পান—তাঁ'তে যেন এমনতরভাবে যুক্ত বা আসক্ত হ'তে পারেন—যাতে শত দ্বন্দ্ব বাধা হয় সমাহিত হ'তে, আর অযুত ঝঞ্ঝা, অযুত বজ্র, অযুত ব্যর্থতা—এমন কি অযুত সার্থকতাও যেন পারে না সে টান বা আসক্তিকে ছিঁড়তে—নমনীয় করতে—অবসন্ন করতে,—দেখতে পাই যেন আপনাতে সার্থক হ'তে গীতার সেই শ্রীভগবানের বাণী—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

আপনারই—
আলিঙ্গনভিক্ষু
দীন
"আমি"

# ৯৫

সুষমা মা!

শোন! মাতৃত্বের একটা প্রধান গুণই হচ্ছে শিশুকে প্রাণবান্ করা—পুষ্ট করা—বর্দ্ধন করা—আর এ করা তার সব দিক্ দিয়ে—যা'তে সে বেঁচে থাকতে পারে এবং বর্দ্ধিত হ'তে পারে—সর্ব্বতো-ভাবে সব রকমে।

মানুষ কিন্তু এমনতর শিশুর মত হ'তে পারে সব অবস্থায়—অনেক রকমে—আর, যখনই এমনতর হয়, নারী তখনই তার নারীত্বের ঘোম্‌টা খুলে মানুষের সম্মুখে দাঁড়ায়,—নারী তখন ভুলে যায় তার প্রকৃতিতে মাতৃত্ব ছাড়া নারীত্ব ব'লে কিছু আছে কি না।

মানুষ যখনই রোগে, শোকে, দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত হ'য়ে দুর্ব্বল শিশুর মত হাত বাড়িয়ে মা-মা বলে কাঁদতে থাকে,—এই যে বাবা, এই যে আমি ব'লে নারী তার দরদ-হরা স্নিগ্ধ বুক দিয়ে তার বেদনাপ্লুত সন্তানকে আগ্‌লে ধরে—কালীর মত কালকে পদদলিত ক'রে জীবন ও জ্যোতি দান ক'রে ফিরে আসে—

হাঁ মা, নারী কি মা হ'য়েই সার্থক হয়!

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—
দীন সন্তান
"আমি"

# ৯৬

গোপাল!

তোর দুখানা চিঠিই পেয়েছি,—অশক্ততা উত্তর দিতে দেয় নাই—তাই ব'লে দুঃখ করিস্ না লক্ষ্মী!

মাসীমার শরীর একটু সুস্থ শুনে ভাল লাগছে, তাঁকে আমারও বড়ই পেতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় মা আর তিনি ছাড়া দরদী আমার আর কেহই নাই। তিনি এলে তোর অসুবিধার চূড়ান্ত হবে বোধহয়।

আমার কর্ত্তা-মা আজ চার দিন হ'ল ইহলোক ত্যাগ করেছেন,—গোপাল রে! আমার ভাগ্যে বোধহয় "একে একে নিবিছে দেউটি"—বড় ব্যথা!

আমার জ্বর তেমনই আছে, মনে হয় বন্ধু যদি এসেছ—তবে আমায় পরমপিতার চরণে একেবারে নিয়ে চল।

খুব ভাল ক'রে পড়াশুনা করিস্। আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জানিস্ আর সবাইকে জানাস্।

দীন

"আমি"

## ৯৭

**দাদা আমার!**

প্রাণপণ চেষ্টা করুন, আমার জন্য চেষ্টা এতটা হওয়া চাই—যাতে আলস্য, জড়তা, রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্দ্দশা যেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে,—আর এই চেষ্টা আপনার আমাকে যা দেবে তাই প্রাণের, তাই আমি চাই,—আমার সুখ ছাড়া দুঃখ কি হ'তে পারে দাদা!

আমার আন্তরিক রা—

আপনারই—

দীন

"আমি"

# ৯৮

মা আমার!

শুনে কিন্তু কেঁপে উঠিস্‌নে মা—আবার আর এক গুরুভার তোর আর তি—দার মাথায় চাপাচ্ছি, তুই আমার মা, আমি সন্তান,—আর কার উপরই বা চাপাব? অতল জলে ডুবতে তো প্রস্তুত আছিস্‌ই আমার জন্য,—হয় একদম ডুবে যাবি আর না হয় তো আমাকে কোলে নিয়ে চির উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠবি,—কি বলিস্ মা পারবি তো?

আমার ওয়ার্কসপের জন্য যতীন জমিদারদা এগার কি বার হাজার টাকা দিয়েছিল পি, এন, দত্তকে, সে আর হাজার তিনেক টাকা পাবে,—তা' না দিলে অতি সত্বরই হয়ত সব গরবাদে যাবে,—এখন অন্ততঃ হাজার দুই টাকা তাকে দিতে হবেই,—আর নদীয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ইত্যাদিকে পাঁচশত টাকা, বুঝলি তো?—এ টাকা তোকে আর—দাকে সংগ্রহ করতে হবে—আমাকে বাঁচাতে হ'লে। যেমন ক'রেই হউক্, টাকা সংগ্রহ ক'রে তাদের দেওয়া চাই।

আর দ্যাখ্ মা, শুধু এই ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না,—যতক্ষণ এই প্রতিষ্ঠান অটল হ'য়ে সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে না দাঁড়ায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে—এর অর্থের জন্য হাসিমুখে—আনন্দচিত্তে, বুঝলি মা? যদি এর জন্য রামানুজের স্ত্রীর মতন তোকেও বিক্রি হ'তে হয়,

তাও হবে করতে—বুঝলি মা, পারবি তো? কি করবি উপায় তো নেই,—এমন ছেলেই পেয়েছিস্ কপাল-দোষে—তার জন্য আরও কী করতে হবে কে জানে!

তি—দার কাছে সব শুনবি প্রস্তুত থাকার জন্য। আমার আন্তরিক রা—জানবি ও জানাবি।

তোরই—

দুর্দ্দান্ত সন্তান

"আমি"

## ৯৯

ভাই গোপাল,

তোর চিঠি ক'খানাই পেয়েছি, কিন্তু আমি এতই বিপন্ন যে ইচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিতে পারি নাই—এ বিপন্নকে ক্ষমা করবি না ভাই?

আজ ক'দিন আমার মায়ের চিঠি নাই; যদি খবর জানিস্ তবে লিখে জানালে সুখী হব।

ঝড়-ঝাপ্টাগুলো যদি তাঁর দয়ায় কেটে যায়,—তা-হ'লে প্রাণ খুলে তোর কাছে চিঠি লিখব। তুমি কিন্তু থেকে যেও না লক্ষ্মী!

দ্যাখ্ ভাই—

সুখের সময় আগুন জ্বালিয়া
ব্যথা দিতে পারে সবে;
ব্যথার সময় বুকে তুলে নিয়ে—
কে সুখ দিয়েছে কবে!

সে একজন—পরমপিতা।

শাস্তির সাথে শান্তি ঢেলে দিয়ে বুকে টেনে কেবল তিনিই নিয়ে থাকেন; আর আমাদের দুঃখে জর্জ্জরিত হ'য়ে একমাত্র তিনিই অমৃত-আশীর্ব্বাদে দগ্ধ হৃদয় অভিষিক্ত করেন,—তাই তিনিই আমার, তিনিই আমাদের, একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাস কর্—ভাই, তাঁকেই ভালবাস্। তিনি ছাড়া দুনিয়াটাকে বিশ্বাসও কোরো না, অবিশ্বাসও কোরো না—আর যে তাঁকে যতটা যেমন ক'রে ভালবাসে, তুমিও তাকে তেমন ক'রে ভালবাস। চেষ্টা করাই সব-চেয়ে ভাল বোধহয়।

তোমারই—
দীন
বিপন্ন
"আমি"

# ১০০

শৈল!

মা আমার!

দ্যাখ্ মা, প্রেমভক্তির স্বভাবই হচ্ছে প্রিয়র স্থিতি ও পুষ্টিতে হৃষ্ট বা তুষ্ট হওয়া। সে কিছুতেই পারবে না তা' করতে, যা'তে তার প্রিয়র স্থিতি—অর্থাৎ বেঁচে থাকা, সুস্থ থাকা, সুস্থ থাকা, এবং পুষ্টি অর্থাৎ বৃদ্ধি, ব্যাপ্তি, খ্যাতি, এক কথায় Self-elevation-এর কিছুমাত্র হানি হয়।—ভালবাসার ধর্ম্মই এই। কাহারো অন্তরে ভক্তি বা ভালবাসা ঢুকলেই সে নত হয় তার প্রিয়র কাছে,—আর তার পারিপার্শ্বিক জগৎটাকে নিয়ত সেবা ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার প্রিয়কে,—আর এটা হয় তার সহজ প্রবৃত্তি—নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা, তাই সে তার অজ্ঞাতসারে লোকপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

আর দ্যাখ্, ভালবাসায় বা ভক্তিতে তার প্রিয়র কর্ম্ম করতে আলস্য ব'লে কিছু থাকে না, বেদনা ব'লে কিছু থাকে না,—চেষ্টা সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন হয়; তাই প্রেমিকের মত সহজ অথচ উদ্দাম এবং প্রাণ-প্রসারক কর্ম্মী আর নেই।

ভালবাসা যদি দুষ্ট না হয় অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন না হয়, তবে তা'তে will-to-ugliness or will-to-illness ব'লে কিছুই থাকতে পারে না—তাই সে চিরসুন্দর, চিরনবীন—আর প্রিয়র যা'-কিছু প্রিয় (যা'তে তার জীবনের বৃদ্ধির, ব্যাপ্তির ক্ষতি না হয়), তা' তার আনন্দপ্রদ এবং প্রিয় হবেই হবে—আর এটা বুদ্ধি-করা—ভেবে-চিন্তে নয়।

মা আমার, যখন দেখবি দোষ দ্যাখবার প্রবৃত্তি এসেছে, দোষ খুঁজবার প্রবৃত্তি এসেছে, তার সম্বর্দ্ধনা করতে বা তাকে হৃষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না বা পারা যায় না,—সে তোর কাছে তার স্বভাবগুলি ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করছে—নিশ্চয় বুঝবি তোর ভালবাসা বা ভক্তি রুগ্ণ হয়ে উঠেছে—তাই প্রিয় এখন মলিন,—সাবধান হবি অমনি, সজাগ হবি অমনি, অবনত হবি,

প্রার্থনা করবি অমনি—সাবধান, যে-কারণে তা' হয়েছে দূর ক'রে দিবি তা'।

দ্যাখ্ মা আমার! তুই তোর স্বামীকে ভক্তি করিস্ কি না, মনের সঙ্গে এইগুলি মিলিয়ে দেখলেই অনেকটা টের পাবি, বুঝলি মা?

রাধাস্বামী জানবি মা, আর জানাবি।

তোরই—

দীন সন্তান

"আমি"

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

১০১

ধীরেন,

যদি প্রেমিক হতে চাও—
আগে
স্বার্থদৃষ্টিহীন ও সরল হও;
নিশ্চেষ্ট ও সাধনাবিহীনের—
জ্ঞান যেমন অসম্ভব,
স্বার্থবুদ্ধি ও অসরলের
প্রেমিক হওয়াও তেমনই অসম্ভব;
আর সরল হওয়া মানে
বেকুব হওয়া নয়।

"আমি"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

# ১০২

কৃষ্ণদা!

আপনার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। ওরা ভালই করেছে জেনে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি। প্রার্থনা করি তাঁর চরণে—আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মানের সহিত সহজ ও সুন্দরভাবে সব বিষয়েই কৃতকার্য্য হোক্—আর আপনি কৃতার্থতার আত্মপ্রসাদে তাঁর চরণে অবনত হন্—পূজা করুন।

ব্যর্থতায় বিধ্বস্ত হ'য়ে সবাই তাঁ'তে আত্মসমর্পণ করে সার্থকতার প্রলোভনে—কিন্তু কৃতার্থতার মুকুট প'রে কয়জন তাঁকে আলিঙ্গন করে,—অবনত হয়,—বলে 'এই লও ঠাকুর—এই আমি তোমারই এ'।

কোন্ কোন্ দিন কি-কি পরীক্ষা হবে তা' কি জানাবেন দাদা?

রাধাস্বামী জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—
দীন
"আমি"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

## ১০৩

বোনা,

কৃষ্ণদার চিঠিতে জানতে পারলাম তোর যত্নে ওরা কেউ-ই কষ্ট পায় না। দ্যাখ্ তো কেমন যত্ন করতে, সেবা করতে জানিস্! আরও পারবি।

যে নিজের আদর্শ বলি না দিয়ে জীবের—বিশেষতঃ মানুষের—এমনতর সেবা করতে পারে, যা'তে মানুষ সর্ব্বতোভাবে nourished ও enlightened হয়—পরমপিতার সে বড় প্রিয়,—তাই মানুষ তাকে পূজা করবেই—যদিও সে পূজার আশায় কিছুই করে না।

তুই নেই, তাই তোর মা ও বাবা কলকাতা গিয়েছে,—কাজও একটু আছে—তোর মায়ের দাঁতের চিকিৎসাও করাতে।

আমার রাধাস্বামী জানবি ও সবাইকে জানাবি।

তোরই—

মারে, গাল দেয় এমনতর

দীন

"আমি"

## ১০৪

ওরে আমার ব্যথিত, ওরে আমার বজ্রনিপীড়িত, ওরে আমার—আমার দরদ-ক্লান্ত, স্তব্ধ ব্যাকুল নিরাশ্রয় শোকার্ত্ত ভাবুক! আমরা নিত্যই দেখি, কত-কি দেখি—বেদনার পিছে সান্ত্বনার অভয় আলিঙ্গন, ক্রন্দনের পিছে মমতার চুম্বন—মৃত্যুর পিছে অমৃতের আমন্ত্রণ,—দেখি না কি, দেখি না, যোগেশ দা?

মৃত্যুকে তো কেহই রোধ করিতে পারেন নাই যোগেশদা? আমাদের অতীতের পরম দরদী শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ইত্যাদি—যাঁরা জীবের দুঃখে কাতর, আকুল, পাগল—তাঁরা কি করলে—কেমন ক'রে চল্‌লে—অবশ্যম্ভাবী দুঃখের হাত হ'তে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে—বার-বার ক'রে তাই ব'লে গিয়েছেন,—কিন্তু মৃত্যুকে রোধ করতে হয় কি ক'রে তা' তো ব'লে যান্‌নি—কিন্তু আবার নিরাশ করেও যান্ নাই—বলেছেন—খুঁজলে বোধহয় তাও হতে পারে।

আচ্ছা যোগেশদা! মৃত্যু কাকে বলে যোগেশদা? বোধহয় উৎসে মমতাহীন চলন্ত স্রোতই স্তব্ধ হয়, সে আর চলন্ত থাকে না, আর যা চলন্ত নয়, মৃত্যু তারই অনিবার্য্য।

তাহলেও হ'তে পারে কিন্তু! আচ্ছা, এ তো দেখতেই পাই—আমাদের সৃষ্ট বা সংগৃহীত বস্তুতে আমাদের যত মমতা,—আমরা যাঁর সৃষ্ট বা সংগৃহীত, তাঁর উপরে আমাদের তেমনতর কিছু নেই,—আমাদের ভিতর যাঁর একটু দেখা যায়—বুদ্ধি-করা কর্ত্তব্য মাত্র।

তাই, তিনি আমাদের তাঁরই মত করেছিলেন বোধহয়; কিন্তু অহঙ্কার-মুগ্ধ আমরা, আমাদিগকে তাঁর না ভেবে—তিনিই আমরা এইরূপ প্রতীয়মান করতে প্রয়াস পেলাম—অকৃতজ্ঞ হলাম, আর এমনই ক'রেই বোধহয় উৎস-বিমুখ হ'য়ে উঠলাম, স্তব্ধ হলাম, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে দাঁড়াল।

দাদা আমার! আমাকে তিনি ব'লে ভুল করবেন না। আমি তাঁরই সন্তান, আর তিনি আমাতে আছেন এবং দুনিয়াতে—দুনিয়ার প্রত্যেকটিতে আছেন, আমি ইহাই জানি ও বিশ্বাস করি।

দাদা আমার! আমি মৃত্যুকে রোধ করতে পারি নাই,—তবে চেষ্টা করি,—আর তা' বোধহয় সবাই করে। তবে নিস্তারের উপায় যা' দেখেছি, বুঝেছি—যা' তিনি জানিয়েছেন তা প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করি—তা যতদূর সম্ভব সতর্কভাবেই।

দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল, এখনও কি ক'রে মরণকে স্তব্ধ করব, নিঃশেষ করব,—তাঁর দয়ার এ দান পাওয়ার উপযুক্ত হ'তে বোধহয় পারিনি, তবে যত দিন থাকি, চেষ্টা করব, প্রার্থনা করব—পেতে।

নাম নেওয়ায় কি দোষ হয়েছে দাদা। নামের সঙ্গে নামীর স্মৃতি মাখানো,—নাম নামীকে আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্ত ক'রে তোলে, জাগ্রত ক'রে তোলে,—তাই নাম অত প্রিয় আমাদের,—যে নাকি বাঞ্ছিতকে স্মরণে এনে দেয় না—সে তো অর্থহীন! দাদা, যার বাঞ্ছিত আছে—যেমন ক'রেই হউক্ তাঁর নাম আছেই। তাবিজ, কবচ, প্রসাদও আমাদের তাই করে—বাঞ্ছিতের স্মরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,—আশা হয়, আনন্দ হয়,—আর তার সঙ্গে দ্রব্যগুণও যোগ দেয়, তাই আরোগ্য অনেকটা ক'রে তোলে। স্মরণ এনে দেয় না যা', তা' আমাদের যুক্ত ক'রে তোলে না বাঞ্ছিততে—আর তা'তে আশা-আনন্দও আনে না—তাই তা'তে আরোগ্যশক্তিও কম।

দাদা আমার! বিশ্বাস মানুষকে তাঁ'তে যুক্ত ক'রে তোলে,—তিনি ছাড়া আর কিছু চাইবার থাকে না,—তাই পাবার পথ বিশ্বাসীর নিরাবিল থাকে—তাই পায়—কিন্তু না-পাওয়ায় আর ক্ষোভ নাই।

যোগেশদা! বুঝতে পারছি বড় ব্যথা পেয়েছেন, আমিও হয়তো কিছু পেয়েছি,—চেষ্টাও করেছি,—অনেকবার কৃতকার্য্যও তিনি করেছেন—এবার ও যাবে ব'লেই—এদিকে অবস্থা আমাকে গলা টিপে ধরেছিল,—বোধহয় যেমন করলে হয়তো হ'ত সময় মতন, তেমন জায়গায় তেমন করা হয় নাই—ভাবতে গেলে আর যেন পেরে উঠছি না!

প্রার্থনা করি দয়ালের কাছে—আপনার এই শোক তাঁর বিরহে পর্য্যবসিত হোক্—কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি আপনাকে আকুল ক'রে তুলুক, উদ্দাম ক'রে তুলুক,—তাঁকে আপনি নিবিড় ক'রে বুকে ধরুন—সব থাকতেই আপনি নিঃস্ব হন—পৃথিবীতে মহান্ হ'য়ে দাঁড়ান। রা—

আপনারই—

দীন

"আমি"

# ১০৫

বন্দনা!

আমি টেরই পাই নাই—আমার অনুপযুক্ততা কি তোমার কাছে বিশ্রাম পাবে না বন্দনা? আমার শত ত্রুটি কি তোমার শুদ্ধির আলিঙ্গনে বিমল হ'য়ে নাচবে না?—পবিত্র হ'য়ে নাচবে না? অভিমান ক'রো না বন্দনা—আমি যে অভিমানী, তাহ'লে আমি দাঁড়াব কোথায়? হিংসা মানুষকে অসম ক'রে তোলে, তাই অনাদর, আক্রোশ, অশ্রদ্ধারা তার অনুযাত্রী।

রা—জেনো ও জানাবে।

তোমারই—
কাঁদান
"আমি"

# ১০৬

গোপাল!

তোর ক'খানা চিঠিই পেয়েছি। তোর জ্বর আজকালও কিন্তু সারেনি? তোর জ্বরের সংবাদ পেয়ে চিন্তিত আছি। আজ বঙ্কিম ও মনোহরদা কলকাতা থেকে এসেছে—তাদের মুখে সব শুনে বেশ ভালই লাগল। পরমপিতা আমাদের প্রতি অজচ্ছল দয়া বর্ষণ করেন, কিন্তু আমরা এতই অশুভকর্ম্ম, দুর্ভাগ্য যে তাহা কিছুতেই ভোগ করতে পারি না।

ওরে গোপাল! দ্যাখ্, আগে আমাদের মানুষ হ'তে হবে—অশুভকে তাচ্ছিল্য, আর শুভের জন্য দুঃখকে আলিঙ্গন করতে শিখতে হবে—তবে অন্য কথা।

মাসীমারা ও আর-আর ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে? মাসীমা আমার শুকিয়ে যায়নি তো রে? আমার রাধাস্বামী জানিস ও সবাইকে দিস্।

তোরই—
দীন
"আমি"

# ১০৭

সুশীলদা,

যতীনের নামে আজ আপনার পত্র দেখে ভালই লাগলো। নিজে মেতে উঠতে হবে, অন্যকে মাতিয়ে তুলতে হবে; নিজে আমরা প্রকৃতভাবে যতখানি মেতে উঠব—অন্যকেও প্রকৃতভাবে ততখানি মাতিয়ে তুলতে পারব,—আর তা' না হ'লে কখনই আমরা অন্যের হৃদয়কে জয় করতে পারব না। তাই, আমাদের চিন্তাকে উত্তেজিত করতে হবে যুক্তি ও ফন্দির জন্য, ভাবকে উত্তেজিত করতে হবে অনুপ্রাণিত হবার জন্য, এবং স্ফূর্ত্তিতে উত্তেজিত করতে হবে activity-র জন্য,—আর তাঁ'তে সতেজ ও অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াতে পারবো! নতুবা এতে যতখানি খাঁকতি, আমরা ততখানি কম্‌তি হ'য়ে পড়ব।

চমকপ্রদ সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ একটা কিছু ক'রেই আসা চাই দাদা, তারই উত্তেজনায় চ'লে যাবে তারপর আবার।

আপনারা কবে আসছেন দাদা? মাকে আমার কথা বলবেন আর তাঁর চরণে কোটি-কোটি আমার প্রণাম জানাবেন, আমার আন্তরিক 'রা' তাঁকে দেবেন ও আপনাদের প্রত্যেককে দয়া ক'রে দেবেন।

আপনাদের—

দীন

"আমি"

# ১০৮

ভাই!

তোমার গলগ্রহ অনেকেই আছে, আমিও তার মধ্যে একজন হ'তে চাই—তুমি কি আমায় নেবে না? তোমার রক্ত-জল করা পরিশ্রমের ফল আমিও খেতে চাই,—তা' কি আনন্দে আমারও মুখে তুলে দেবে না? —আমার যে বড় ক্ষুধা ভাই!

খেতে তো চাই-ই—আরো দেখতে চাই, খাইয়ে আনন্দই হয়েছে তোমার। যদি দিতে ভালবাস, তুমি যা' উপায় কর তার ভেতর থেকে অন্ততঃ কুড়িটা টাকা দিয়ে আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতে পিছিয়ে যেও না তুমি, এই ভেবে দিও—যতদিন তোমারও ক্ষুধার্ত্ত পেটে অন্ন স্থান পাবে, ততদিন আমিও তোমার দান হ'তে বঞ্চিত হব না। আর এ দানটা যেন ইংরাজী মাসের ৫ই-৭ই-এর ভেতর আমার হস্তগত হয়।

তোমারই—

দীন ভিক্ষু

"আমি"

# ১০৯

গোপাল!

শোন্, আবার বলতে চেষ্টা করি—যদি কাজ করতে চাও, আর তাকে সার্থকে নিয়ে যেতে চাও, তবে সবাইকে ব'লে দিও—কেউ যেন না চটে, তুমিও কিছুতেই চ'টো না,—যারা খোদ executive তাদের পক্ষে তো এটা পাপই, কারণ চট্‌লে কাজ পণ্ড হওয়ার দাখিলে প্রায়শঃ নিশ্চয়।

এমন একটা mood acquire ক'রে নেওয়া চাই যাতে sweet in behaviour, just, hard and loyal in management—এমনতরটা চরিত্রগত হয়।

যদি কখনো কোন মানুষকে তার চরিত্রগত অপটুতার বিরুদ্ধে thrash দেবার প্রয়োজন হয়, মনে রেখো সে তোমাকে জব্দ বা অপমান করতে সাধারণতঃ চেষ্টা করবেই, তাই একটু তৈরী হ'য়ে তা' করতে যাওয়া প্রয়োজন, কারণ সেটা effcetless হ'লেই তুমি আরও মুশকিলে পড়বে—কাজে অনেক বিপত্তি আসবে,—আর ওইরূপ করতে গিয়ে যদি চটে যাও, তবে তখন তা' আর করতে যেও না।

যখনই তোমার কোনও adjutant-কে কোন কাজের জন্য order করবে বা request করবে, সে-মুহূর্ত থেকেই জানবে তুমি তার physical ও mental nourishment-এর জন্য জাগ্রত এবং active থাকলে; কিন্তু তুমি যখন কাহারও command, order বা request নেবে, তখন কোনও রূপ ক'রে service পাওয়ার আশা রেখ না—পেলে শতমুখে ধন্যবাদ দিও।

ফল কথা, যখনই কিছু করতে যাও বা করাতে যাও, সম্মান এবং serving attitude-এর উপর দাঁড়িয়ে—তুমি সম্মানের আশা রেখ না,

সুখী হ'য়ো—বড় ক'রে, মান দিয়ে, সমৃদ্ধি দেখে।

রাজা হ'তে যেও না—
মানুষকে রাজা ক'রে তোল;
বুঝলে? রাধাস্বামী।

তোমারই—
দীন
"আমি"

## ১১০

রেণু!

মা আমার!

তোমার চিঠি পেয়ে অনেকটা আশ্বস্তই হয়েছি, কিন্তু দুর্-দুরুণীভাব সেই দিনই কমবে যেদিন তোমাদের হাসিভরা মুখে শুনতে পাব—সব বিষয়েই ভাল হয়েছে, মিলিয়ে দেখেছ—সন্দেহের কিছু নেই।

—কলকাতা থেকে এসেছে, ampoules তৈরী করছে, আজ কি কালই হয়তো রওনা হবে; কলকাতা থেকে বড় মাসীমা এসেছেন, বাড়ীর সবাই ভাল আছে।

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, তোমরা সবাই সুন্দরভাবে কৃতকার্য্য হও,—তাঁর অপার আশীর্ব্বাদ তোমাদের শরীরে-মনে-প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করুক্।

রাধাস্বামী জেনো ও জানাইও।

দীন

তোমাদেরই—

"আমি"

## ১১১

কৃষ্ণদা,

ব্যর্থতার হাহাকার তো চিরদিনই আছে! প্রাণ যখন পাওয়াই গেছে, জীবনটাকে সার্থক ক'রে তুলতেই হবে,—আর এ প্রতিজ্ঞার কথা এমন সহজভাবে ভাবতে হবে—তা' যেন ব্যাধিশূন্য ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হয়। আর আমাদের contact-এ যারাই আসবে, তারাই infected হ'য়ে পড়ে তা'তে—আর তা'তে যেন আজীবন chronic হ'য়ে থাকে।

Physics ও chemistry-র practical examination-এ যা'তে ওরা বেশ ভালভাবে উত্তীর্ণ হ'তে পারে—বেশ ক'রে দেখছেন ও দেখবেন; গোপাল কাল রবিবার সকালে রওনা হবে বলছে।

রাধাস্বামী জানবেন ও জানাবেন।

আপনারই—

দীন

"আমি"

১১২

বোনা!

মীরাকে তোর কেমন লাগে? তার যা-কিছু সব ছিল গিরিধারীলাল রণছোড়জীর জন্য—অশেষ কষ্ট সহ্য করল—কত সুখে, কত তৃপ্তিতে,—সে স্বামীকে বলত সংসার-বন্ধু।

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—
দীন
"আমি"

## ১১৩

রমেশ!

তোর চিঠি পেয়েছি—যদি পারিস্ তো একবার চলে আসবি।

যা'তে নিজের জাহান্নমে না যাওয়া লাগে এমনভাবে দান করবি,—আর দেখবি তোর দান কাউকে জাহান্নমে না নিয়ে যায়। যা'তে মানুষের being ও becoming affected হয় তা'ই ভাল নয়।

আরও মনে রাখবি—তোর environment উন্নত না হ'লে তোর নিজের উন্নতি affected হ'তে পারে,—নিজের থাকাটা বজায় রেখে অন্যের থাকাকে উন্নত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবি—বুঝলি? এলে সব কথা হবে।

রাধাস্বামী জানবি ও জানাবি।

তোরই—<br>
দীন<br>
"আমি"

## ১১৪

বিজু!

জানি না কোন্ অজানা পথে কেমন ক'রে—যেমনভাবেই হোক্—আমাদের মনের ফাঁকে উঁকি মারে সে,—উথলে ওঠে সবটা যেন—কি-এক সার্থকতায়;—ব'লে উঠি—ধন্য তুমি, ধন্য প্রিয়,—ধন্য হে চিরপরিচিত—অপরিচিতের মতন! ফিরে চাই, আর দেখি—নাই!

তোকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। যদি সম্ভব ও সুবিধা হয়,—মা কিংবা বুড়ো বা যোগেশদাকে নিয়ে চ'লে আসতে চেষ্টা করিস্। সবাইকে দেখব—সবাইকে শুনব—একটু স্ফূর্ত্তিও হবে না বিজু?

রাধাস্বামী

তোরই—

দীন

"আমি"

# ১১৫

মা আমার!

তোর চিঠি পেলাম—শুনলামও, মেয়েদের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে, তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে—শিক্ষাকে চরিত্রে প্রতিষ্ঠা ক'রে—তবে বিয়ে দেওয়াই ভাল ব'লে মনে হয়,—যেখানে তা' হওয়া মুশকিল ব'লে মনে হয় যতটা সেদিকে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে তা' যাওয়াই ভাল,—কারণ যা' ক'রে ভাল হয়, তা' না ক'রে তা' থেকে ভাল হয়েছে এমন তো শুনা বা দেখা যায় নাই।

আর দ্যাখ্ মা! মেয়ে কখনও নীচ heredity-তে দিতে নেই—তা'তে বড় মন্দ হয়, আর এ মন্দ বংশকে আক্রমণ করে—এটা সর্ব্ববাদী-সম্মত। তাই সবর্ণ বা উচ্চবর্ণ—যেখানে শিক্ষা চরিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই কন্যাদানের প্রকৃষ্ট স্থান—আর এতে ভালই হয়।

এই বুঝে যতটা চলতে পারিস্ তা' চলবি, বুঝলি মা?—আর এতে ভাল ফলের আশা করা যায় বেশী।

মাঝে-মাঝে চিঠি লিখিস্, তা' আমার চিঠি না পেলেও। মিনুদের আমার আকুল স্নেহচুম্বন দিবি আর প্রাণভরা রাধাস্বামী দিবি—তুইও জানবি মা—

তোরই—
দীন
সন্তান
"আমি"

# ১১৬

খেপু!

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত খানিকটা ভালই বিবেচনা করছি।

যা' শুনলাম, তা'তে আমার মনে হ'চ্ছে বেশ ভালই করেছ—পাগলুর বিয়ের সম্বন্ধে—ওঁদের বংশ ভাল ব'লেই তো শুনেছি—তবে কোষ্ঠীটা মিলিয়ে নিয়েছ কি না সেই হচ্ছে কথা—যদি না ক'রে থাক—এখন আর উপায় নাই—তবুও করা ভালই মনে হয়—যদি কোষ্ঠী থেকে থাকে।

আমার অন্তঃকরণে একটা ভয়—পাগলুদের ছোট বয়সেই মেজ বৌ—ওদের মা—ওদিগকে ছেড়ে স্বর্গগত হয়েছিল—আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি যদিও তেমনতর শায়েস্তার না—তবুও যেটুকু—সেটুকু খাটিয়ে নেওয়াই ভাল মনে হয়। বিয়ের খরচাটরচা ওরা কি দেবে তা' লেখ নাই কিন্তু—না আমাদেরই সব করতে হবে? যা' হোক, আমার মনে মন্দ লাগছে না।

আরো কথা—কলকাতার কাজকর্ম্ম একটু-একটু ক'রে এগোচ্ছে শুনে সুখী হলাম—আমার মনে হয়—সব দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে আগ্রহ-আবেগে—বিচ্যুতিকে এড়িয়ে অচ্যুতভাবে যারা যেমন লেগে থাকে—তারা কৃতকার্য্যই হয় প্রায়শঃ। দায়িত্বের সহযোগী ক'রে নেওয়া ভাল—কিন্তু দায়িত্বের ভাগাভাগি ভাল না—তা'তে অকৃতকার্য্যতার সমর্থন কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে বসে—অভিজ্ঞতাও অভিসম্পাত ক'রে তাদের থেকে সরে দাঁড়ায়—তাদের বুলি পেয়ে বসে 'হ'তো—'পারতাম'—অমুকের জন্য হ'লো না বা এই কারণে হ'লো না—যাতে দোষক্ষালনের পথটা বজায় থাকে নিজের—এমনভাবে। পারার উপকরণ গুছিয়ে নিয়ে চলার বালাইকে এড়িয়েই তারা সাধারণতঃ চ'লে থাকে।

কেষ্টদা লিখেছিল—article নিতে চায় কয়েকটি কাগজ—শরৎদাদের জানাতে—তারা জেনে তা'তে নিশ্চিন্ত নেই—চেষ্টা করছে। সুশীলদা হয়ত আজ যাবে কলকাতায় রওনা হ'য়ে—বসবাসের জমি যুতমত আমরা এখনও পেয়ে উঠতে পারিনি—অভাবের নানা রকমারিতে,—কিন্তু মনে হয় শীঘ্রই একটা ঠিক ক'রে ফেলা ভাল। সুশীলদা চিন্তা করছেন জয়পুর যেয়ে......কে ধরতে, তিনি নাকি বেশ একটু ধর্ম্মপ্রাণ। যা' হোক, বিবেচনা ক'রে যা' সাব্যস্ত হয় তেমনি ক'রেই চ'লো।

কলকাতার বাড়ী ভাড়া যা' করতে চাচ্ছ দেখে-শুনে একটু যুতমত পেলে ভাল হ'তো এবং যাকে maintain করা যেতে পারে এমনতরভাবে অথচ accommodation ও আমাদের প্রয়োজনমত যতটুকু হ'তে পারে এমনতর দেখে-শুনে।

খুকীর চিঠি পেয়েছি—তার শরীর নাকি অসুস্থ—শুনে চিন্তিতই আছি।

পাগলু পাঞ্জাব গিয়েছে—তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছ তো চলা-ফেরায়?

শান্তু, কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা—এরা ভাল আছে তো?

বড়খোকার নামে telegram করেছিলে—আমি যখন অসুখে পড়েছিলাম তারও তখন ঐ-জাতীয় অসুখই হয়েছিল—সে তাই নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আমি বললাম, এতে তোমারও সুবিধা হবে না, তাদেরও সুবিধা হবে না, তাই আর গেল না।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো। প্রার্থনা তাঁর কাছে স্বাস্থ্যবান হ'য়ে সুখে সুদীর্ঘজীবন লাভ কর—তাঁর কৃপায়।

কেষ্টদাকে পৃথক পত্র দিলাম না—এই দেখিও—প্রয়োজন বিবেচনা করলে। ইতি—

আঃ

দীন

"আমি"

## ১১৭

দেওঘর

তাং—২৪।৩।৪৯

কল্যাণবরেষু,

খেপু!

তোমার চিঠি পেয়েছি। ইদানীং আমার নিজ হাতে লেখার অভ্যাস তেমন নাই, আমি dictate করি, প্রফুল্ল লেখে। প্রফুল্ল মাঝে অসুস্থ থাকায় তোমার চিঠির জবাব দিতে একটু দেরী হ'লো, তা'তে মনে কিছু করো না। তোমার এতটুকু সক্রিয় সমবেদনা আমাকে অনেকখানি সোয়াস্তি এনে দেয়। কেষ্টদা, বীরেন ও রাজেন তোমার ওখানে গিয়েছে। আমার অবস্থা কখনও একটু কম, কখনও আবার অসহনীয়, এমনি ক'রে দিনগুলি কোনরকমে যাচ্ছে। সুশীলদা, মণি ফিরেছে। মণির পেটে আবার বেদনা হয়েছে—শান্তু নাকি তাকে college-এ দেখিয়েছে। ডাক্তার যে ওষুধপত্র দিয়েছে—সেগুলি খাচ্ছে। তাদের বাচনিক শুনলাম সে-জমির কথা—তুমি নাকি জমি দেখেছ—তেমন পছন্দ হয়নি। জমির situation কেমন? ওখানকার স্বাস্থ্য কেমন? আমাদের থাকবার উপযোগী কি না—ঐ জমি দিয়েই জমির উন্নতি বা ঘর-বাড়ীগুলি করা সম্ভবপর কি না—এগুলি হিসাব ক'রে দেখার জিনিস।

কেষ্টদাকেও বলো সব, আর দেখো পছন্দসই কিছু পাও কি না,—আবার এমনতর সঙ্গতি সংগ্রহ করা সম্ভব কি না যা'তে আমরা জমি নিয়ে তা'তে সুষ্ঠুভাবে দিনপাত করতে পারি।

বাগানবাড়ীর খোঁজ করছ—যদি পাও, যা'তে টানা যেতে পারে এমনতর সঙ্গতিরও উপায় বের করতে হবে, আর বাস্তবভাবে সাহায্য পেতে পারি তার ব্যবস্থাও করতে হবে,—সেদিক্‌টায়ও নজর রেখো।

এখানে গেল রাত্রে বড়বৌ-এর রান্নাঘরে থালাবাসন, ঘটি-বাটি যা' ছিল রান্নার সরঞ্জাম—বহু চুরি হ'য়ে গেছে। আজকে বাজার থেকে ২।১ খানা বাসন-কোসন এনে তবে খাওয়া-দাওয়া চললো। চুরি হয় তার জন্য বেদনা যা' লাগুক না-লাগুক, এই চুরি হওয়ার সুযোগ দেওয়াটা আমার কাছে বড্ডই shameful ব'লে মনে হয়—আমাদের alert move তো এমনতর—জনাকীর্ণ হ'য়েও যেন জনশূন্য।

তোমার শরীর কেমন আছে। কেষ্টদারা কেমন আছে? খুকী কেমন আছে?

বাদল শীঘ্রই গয়ায় যেতে চাচ্ছে—তার শরীর ঐ রকম আছে—তবুও।

এখানে আর আর সকলে একরকম আছে।

বাসার সকলের খবর দিও। আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো। প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে—তুমি তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে সুখী, স্বাস্থ্যবান্ ও সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে দুনিয়াকে উপভোগ ক'রে পরমপিতার সার্থকতা লাভ কর। ইতি—

আঃ

তোমার

দীন

"দাদা"

# ১১৮

দেওঘর

তাং—২১।১১।৪৮

কানু!

তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠির উত্তর দিয়েছ দেখে আনন্দও হ'লো, ভালও লাগলো কথাগুলি—কিন্তু আমার মনে হয়—

মানুষের কর্ত্তব্য বা নেশা
যখন প্রীতিকে অবজ্ঞা করে,
প্রেষ্ঠ-সেবা-প্রীতি বাচাল কুয়াশায়
সংশয় ও ক্ষোভে উবে যেতে থাকে
আর, কৃতঘ্নতাবিদ্ধ প্রেষ্ঠ মিলিয়ে যেতে থাকে
তখন থেকেই।

শুনলাম তোমার বাবা নাকি ভাণ্ডারপুর গিয়েছেন—কেন তা' কিছুই জানি না যদিও। তোমার যা' শিখতে বা পড়তে ভাল লাগে, উন্নত হ'তে পার যা' শিখে, তাই করাই সমীচীন ব'লে মনে হয়। কিন্তু যা' ধরবে সৎ, সর্ব্বপরিপূরণী, তা'তে কৃতকার্য্য হওয়াই চাই—সর্ব্বগৌরবী আত্মপ্রসাদ নিয়ে।

শান্তু, পাগলু, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু—এরা কেমন আছে? তোমার শরীর কেমন আছে?

তোমার পিসিমা ভাল আছেন তো? তোমার বাবার শরীর সুস্থ আছে তো? তিনি যা'তে সুস্থ ও পুষ্ট থাকেন সেদিকে নজর রেখো—আর এই নজর রাখা তোমাদেরও স্বার্থ, আমারও ভাল লাগে।

আমার আন্তরিক স্নেহস্যন্দিত ভালবাসা-মাখান 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি

তোমাদেরই—

দীন

"জ্যাঠামশায়"



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

# ১১৯

দেওঘর
তাং—১৬।৫।৪৯

বীরেন!

আমি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছি তোমার প্রচেষ্টার কথা শুনে—তুমি এরই ভিতর আমার চাহিদাগুলির খানিকটা সুরাহা ক'রে ফেলেছ—আরো সুরাহার দিকে এগোচ্ছ—তোমার এ প্রচেষ্টা—সরল উদ্যম—আমার কাছে পরমপিতার আশীর্ব্বাদের মতন।

Flat Press-টা D. C. হ'লে ভাল হয় অন্ততঃ—আর মজবুত হয় বেশ—printing-ও বেশ সুন্দর হয়—তার সব equipment নিয়ে—যদি সংগ্রহ করতে পার ধন্য হব। আর Treadle—যে Treadle-এর কথা লিখেছ—তা' বোধহয় D. C. 1/4 size. Press-টা যেন সহজ হয় ও ছাপাও ভাল হয়। Paper-cutting machine-ও কি এই সাথেই আসবে? তা'তে সব রকম কাজই চলবে তো? যদি আন টাইপ-টাইপ—সমস্ত equipment যা'-কিছু complete ক'রেই এনো—তা ছাড়া work-shop-এর জন্য যে কটা machine ও implements-এর কথা বলেছি তা'তেও তুমি নিশ্চিন্ত নাই—শুনে সুখী হলাম।

খেপুরও চিঠি পেয়েছি, কেষ্টদারও চিঠি পেয়েছি।

কলকাতার কাজ successful step-এ যেমন এগুচ্ছে সেটা আমার ভারি আনন্দের। শরৎদাদের article লেখার কথা বলেছি, তারাও চেষ্টায় আছে—প্রফুল্ল, চুনী, কিরণ, হরিকে জানিয়েছি।

যাই-তাই কর তোমরা তপশ্চর্য্যা ও দস্তুরমত শরীরচর্য্যায় ঢিলে থেকো না কিন্তু, চরিত্রকে সুন্দর, সুচারু, শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোল, নিজের ভেতরকার



ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এতটুকু গলদকেও রেহাই দিও না। যাকে যতটুকু রেহাই দেবে সেই কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করার ফাঁদ পেতে রাখবে, তোমার চলনার জলুসকে ব্যাহত ক'রে তুলবে।

অর্থ না হ'লে কিছু হয় না—এই ধারণায় অবশ হ'য়ে চ'লো না, পেতে হবে, পাওয়াই চাই যেমন ক'রেই হোক না কেন সদুপায়ে, আর তা' পাওয়ার উপকরণ যা' যা' তাকে কানায়-কানায় সংগ্রহ ক'রে বিহিত বিবেচনায় সুবিন্যাসে নিয়োগ করতে হবে। আর, তার প্রথম কথাই হচ্ছে—কথায় কাজে অচ্ছেদ্য সমন্বয়, পরম বান্ধবতা—যেখানে যেমন উচিত কুশল-কৌশলে—ফেঁসে না যায় এমনরতভাবে,—ভবিষ্যৎ তিক্ত হ'য়ে না ওঠে, বিপাক-বিধ্বস্তি না আসতে পারে—এমনতর নিরোধ সৃষ্টি ক'রে। প্রতি পদক্ষেপটি সার্থক-সুন্দর ক'রে তুলতে হবে এমনতর ক'রে।

খেপু, কেষ্টদা, তুমি, রাজেন যারা-যারা ওখানে আছে—তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে নজর রেখো, এমন কি কেউ যদি নজর না রাখে তুমি কিন্তু নজর রেখো তাদের স্বাস্থ্যের দিকে—উৎকর্ষের দিকে—সহযোগী হ'য়ে—মায়ের মত ভালবেসে—এই হ'চ্ছে আমার কথা।

আমার আন্তরিক রাধাস্বামী জেনো। তোমরা সুখে স্বাস্থ্যবান্ হ'য়ে কৃতার্থ উল্লাসে সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর—পরমপিতার কাছে এই আমার আকুল প্রার্থনা। ইতি—

তোমাদেরই—

দীন

"আমি"

১২০

দেওঘর

তাং—৬।৮।৪৮

কল্যাণবরেষু,

খেপু!

তোমার চিঠি পেয়েছি—কল্পনার অসুখ-সংবাদে খুব উদ্বিগ্ন আছি—অমূল্যের কাছে শুনলাম তার জ্বর নাকি একটু কমের দিকে—তাই আশা ও শঙ্কার দ্বন্দ্বে উদ্বিগ্ন আছি। কল্পনা কেমন আছে—জ্বরের প্রকৃতি কী—জানলে সুখী হতাম। প্রথমেই জ্বর অতোখানি rise করা—আমার মনে হয় typhoid-এর লক্ষণ না-অন্য কিছু। বহুদর্শী ডাক্তার দিয়ে দেখান ভাল বিবেচনা করি—যা' হোক সুখবর পেলে সুখী হব।

বাজার-গুজবে হতভম্ব হবে কেন? অন্তর তোমার বাজারের নয়কো—বাজার-গুজব কি কারও অন্তরের সম্পদ ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে? যে যাই বলুক—বিবেচনা করবে—বুঝবে—সহজাত ভাব বা sentiment প্রিয়দের প্রতি যা' করতে চায়, যা' সামর্থ্যে জোটে তা' করবে—এই তো আমি যা' বুঝি। বাজার-গুজব যাই থাক—পারিপার্শ্বিক যাই করুক আর বলুক—মা, বাপ, ভাই, সন্তান-সন্ততি যার যা' তা' অচ্ছেদ্যই থেকে যায়—সে নিজে যদি তাকে ছেদন না করে। আরো আমার মনে হয়—তা' ছেদন করার চেষ্টা করলেও হয়ে ওঠে না, স্ফুট প্লাবনের পরিবর্ত্তে অন্তঃসলিলা তা' হ'তে পারে মাত্র। তাই আমি বলি, অশোকের প্রতি যা' তোমার করণীয় তা' করবেই অবলীলাক্রমে—দ্বিধা ক'রো না—আমি কিছু মনে ভাবব—তা' মনেও ক'রো না।

আমার প্রতি যা' তুমি করবে—যা' ভাল বোঝ তাই কর—আমার জন্য করতে গিয়ে আমার মুখাপেক্ষী থেকো না, আমার হুকুম নিয়ে যদি

আমার সেবা কর—তা'তে আমার তোমাকে উপভোগ করার অনেকখানি খাঁকতি এনে দেবে। তাই বলি—তুমি যা' বিবেচনা কর ভাল—তাই-ই ক'রো—বাজার-গুজবের ধার ধেরো না। যাদের বাজার নিয়ে কারবার—বাজার-মতবাদকে গুছিয়ে নিয়ে স্বপক্ষে সমাবেশ ক'রে কাজে লাগায় তারা—আর diplomacy-র বাহাদুরী সেখানেই। সেখানে উদ্দেশ্য যার যত সৎ—পরিণাম তার তত ভাল।

'Concentric to the fundamental fulfilment'-এর কথা যা' লিখেছিলাম, তার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'চ্ছে আমরা সবাই—আমরা যদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যার-যার মতন যা' মনে আসে ক'রে যাই—আর সে-করাগুলি যদি মূলকে পরিপুষ্ট না করে—উৎসকে পরিপূরণ না করে এবং পরস্পরের পরিপূরক না হয়—সেগুলি অমনতরই হ'য়ে যায়। যদিও বলতে পার—কে কি করছে—তার ফল কি—বোঝা যেতে দেরী লাগে বা পরে বোঝা যাবে, তবে আমি এই বলি—ভাল দেখে যদি সে-বুঝটা আসে তবে তো ভালই নতুবা তার পরিণতি যদি মন্দই হয়—আর মন্দটা জমায়েৎ হ'য়ে আসে—তাহ'লে তখন হয়তো সেটা সহ্যকে ছাপিয়ে সাবাড়ে সাঁতার দেওয়াতে বাধ্য করবে। আর সেটা organisation-এর লক্ষণ নয়—আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, যকৃত বা অন্ত্র ইত্যাদি প্রতিমুহূর্ত্তে যে কাজ করছে, এদের fundament জীবনকে সে activity প্রতিমুহূর্ত্তেই fulfill তো করছেই তা' ছাড়া পরস্পরকেও করছে। স্বাধীন থেকেও এই fulfilment-এর মুহূর্ত্তে ব্যতিক্রম এ জীবন-প্রবাহকে অসুস্থ ক'রেই তোলে—একটা organisation-সম্বন্ধে তদ্রূপই আমি মনে করি। আমরা প্রত্যেক individual independently inter-fulfilling না হ'য়ে যতই glaring work করি না কেন তার শেষ চলন ওখানেই—নিরর্থক—পরবর্ত্তী সংক্রমণহারা; এ কথাগুলি তোমাকে লেখার মানে, ঐ সব আলোচনার ভিতরেই তোমার চিঠি dictate করছিলাম—তাই তোমার

চিঠিতেও ঐ রকমই dictate করেছি। উদ্দেশ্য তুমিও জানবে—তোমার সামর্থ্যে যেটুকু কুলোয়—বুঝিয়ে বলবে অনেককে—হয়তো এর ভিতর-দিয়ে একলহমার একটু হাত-বুলান ভবিষ্যতেও প্রভূত মঙ্গল এনে দিতে পারে।

হরিদাসের শরীর কেমন? সে অন্নপথ্য করে কি? খুকী কেমন আছে? তার পেট খারাপ ও হাঁপানি ভাব আর হয় না তো? শরবিন্দুর কথা জেনে দুঃখিত হলাম। অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু ভাল আছে তো? তুমি conference- এ হয়তো আসতে পারবে না—এ কথা ভাবলে আমার কষ্ট হয়ই—যদিও বুঝি তুমি বাধ্য হ'য়েই আসতে পাচ্ছ না।

তোমার শরীর কেমন আছে? শান্তুর mess কি ঠিক হয়েছে? পাগলু, শান্তু, কানু ভাল আছে তো?

আমার বুকের ঐ রকমটা থেকে-থেকে আমার কাছে সাংঘাতিক মনে হয়, বাহ্যিক শরীর একরকম চলছে।

বাদলের চিঠি অনেকদিন পাই না—তার জন্য দুশ্চিন্তা চলছেই।

হ্যাঁ, আর এক কথা! কল্পনার যদি typhoid হ'য়ে থাকে—পত্রপাঠ মাত্র জানায়ো। কালীষষ্ঠীর কাছে হয়তো ১০।১২-টা poliporin ampule পাওয়া যেতে পারে—খবর পেলেই পাঠাব তা'।

হ্যাঁ! মোসাব্বর মিঞার affair—এ অবস্থায় যেমনতর বোঝ তেমনি ক'রো—আমার মতামতের অপেক্ষা করতে যেও না আমি বল্‌ছি—তা'তে লাভই হোক আর লোকসানই হোক্। আগেই বলেছি—যা' করবে বিশেষতঃ আমার বিষয়ে—তা'তে যদি hesitate কর—ইতস্ততঃ কর—কি বলব না বলব—তার জন্যে দ্বিধাকম্পিত থাক—সে আমার ভাল লাগে, না। করতে গিয়ে যদি ভুলই হয়—হবে ভুল—দু'চার কথা যদি বলিই—

তা'তেই বা তুমি ঘাবড়াবে কেন? আমার প্রতি করণীয় যা' তা' থেকে গা-টানই বা দেবে কেন? আমি নিজেও তা' করি না, তোমরা যদি তা' কর, তাও আমার ভাল লাগে না।

তোমার শরীর যা'তে ভাল থাকে—বাড়ীর ওরা সব যা'তে ভাল থাকে—যথাসম্ভব সেদিকে নজর রেখো—অবশ্য রাখই, তবু বলছি।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো—আর যারা জানলে সুখী হয় তাদিগকে জানিও। ইতি—

আঃ

দীন

**"দাদা"**

## ১২১

পোঃ—সৎসঙ্গ, পাবনা
তাং—৮।৯।৩৬

হরেন!

উৎসব তো নেহাতই চ'লে এলো—আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করছি—কাউকে বলো না কিন্তু—প্রস্তুত থেকো—উৎসবের ব্যাপারে যদি এরা এমন ঠেকে যায়—কোনও উপায়ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এমনতরই যদি হয়—তুমি এখন থেকে হাজার দেড়েক টাকা চাওয়া মাত্র দিতে পার এমনরতভাবে প্রস্তুত হ'য়েই থেক কিন্তু। অনটন আমাদিগকে ঠেকিয়ে না রাখতে পারে যেন। তুমি যা-ই হও—আর যেমন হও—আমার জন্য প্রস্তুত থাকা—তোমার একটা আনন্দ-সন্দীপনা ব'লে অনুভব কর, তাই তোমাকে না জানিয়ে আর কা'কে জানাব? কিন্তু এ-কথা কাউকে বোল না—বোল্লে চাঁদা আদায় ঢিল পড়ে যাবে—বরং তোমরা এমনভাবে যত্ন কর চাঁদা আদায় করতে—যা'তে তোমাকে যার কথা বল্‌লেম—তা' তোমার নিকট থেকে না নিতে হয়—কিন্তু তুমি প্রস্তুত থাকতে ভুলো না—

রাধাস্বামী

তোমারই—
দীন
"আমি"

## ১২২

দেওঘর
তাং—২।২।৪৮

যামিনী!

তোমার চিঠি পেলাম। কলকাতায় ঘোরাঘুরি ক'রে কোন রকমে ২।১টা ঘর পাও কি না যা'তে তোমার practice চলে এমনতর—চেষ্টা ক'রে দেখো। আমার মনে হয় কলকাতায় যদি বসতে পার—তোমার business-ও হবে, Satsang activity-ও পুরোপুরি চলতে পারে—গুছিয়ে নিতে যা' দেরী। যশোহরে যে dispensary আছে তা' উপযুক্ত assistant দিয়ে মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা ক'রে যদি চালাতে পার ভাল হয় নতুবা কলকাতায় যদি বাসা পাও—যশোহরেরটা যদি না রাখতে পার তাহ'লে তো না ছেড়ে উপায়ই নেই;—তোমার ব্যবসা সম্বন্ধে এই আমার কথা। আর Satsang-এর work সম্বন্ধে enthusiastically যা' তুমি করছ—সবার কাছে শুনতে পাচ্ছি, তা' খুবই আশাপ্রদ। আর তোমরা প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেককেই infuse ক'রে অবাধ্য উদ্যমে যদি mission-কে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য ক'রে তুলতে পার, তাহ'লে অল্প দিনের ভিতরই আমরা হয়তো এ দুর্ব্বিপাকের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

পরমপিতা তোমাদিগকে সুস্থ-সবল রেখে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করুন—তাঁর চরণে এই আমার আকুল প্রার্থনা।

সুবোধের অসুখ সেরে এখনও কার্য্যক্ষম হ'তে পারেনি এই সংবাদে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে আছি। তার সুস্থ সংবাদ জানতে পারলে খুশি হব। সুরেন ও কান্তিদাও নাকি ভালই কাজ করছে শুনলাম—তাদিগকেও উদ্যমে রেখো। ভজহরির এখানে আসার কথা ছিল—আজও আসেনি। সেও নাকি বেশ enthusiastically কাজকর্ম্ম করছে মাঝে-মাঝে শুনতে পাই।

তোমাদের উদ্যম ও কৃতকার্য্যতা আমাকেও উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। আশা পাই—তৃপ্তি পাই।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল পেতে সব সময় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকি। ইতি—

তোমারই—

দীন

**"আমি"**

---